দৈনিক মানবিক বাংলাদেশ
Manabik Bangladesh
বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক

ঢাকা বুধবার ॥ বর্ষ-১ সংখ্যা-৩৫৭ ॥ ২৪ এপ্রিল ২০২৪ ॥ ১১ বৈশাখ ১৪৩১ বাংলা ॥ ১৪ শাওয়াল ১৪৪৫ হিজরি ॥ পৃষ্ঠা ৮ ঃ মূল্য ৫ টাকা

পাট পণ্যের উন্নয়ন ও বিপণনে সমন্বিত পথনকশা প্রণয়ন করা হবে: পাটমন্ত্রী

স্টাফ রিপোর্টার : শিগগিরই পাট পণ্যের উন্নয়ন ও বিপণনে একটি সমন্বিত পথনকশা প্রণয়ন ও তা যথাযথ বাস্তবায়নে কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে বলে জানিয়েছেন বস্ত্র ও পাটমন্ত্রী জাহাঙ্গীর কবির নানক। তিনি বলেন, পাট পণ্য রপ্তানিকারক এবং সংশ্লিষ্টরা পাটের উৎপাদন থেকে শুরু করে পাট পণ্য নিয়ে গবেষণা, নকশার উন্নয়ন, বিপণনসহ বিভিন্ন বিষয়ে একটি সমন্বিত পথনকশা প্রণয়নের প্রয়োজন রয়েছে। শিগগিরই এ সংক্রান্ত পথনকশা প্রণয়ন ও তা যথাযথ বাস্তবায়নে কার্যক্রম গ্রহণ করবো। গতকাল মঙ্গলবার ঢাকার মোহাম্মদপুরে সূচনা কমিউনিটি সেন্টারে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন জুট ডাইভারসিফিকেশন প্রমোশন সেন্টার (জেডিপিসি) আয়োজিত 'বহুমুখী পাট পণ্যের একক মেলা' এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।

ঢাকা ছেড়েছেন কাতারের আমির

স্টাফ রিপোর্টার : দুই দিনের সফর শেষে ঢাকা ছেড়েছেন কাতারের আমির শেখ তামিম বিন হামাদ আল থানি। গতকাল মঙ্গলবার বিকেল ৩টার দিকে ঢাকার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে বিশেষ ফ্লাইটযোগে ঢাকা ত্যাগ করেন তিনি। আমিরের ঢাকা ছেড়ে যাওয়ার তথ্য করেছেন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক কর্মকর্তা। গতকাল সকালে কাতারের আমির প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে শেখ হাসিনার সঙ্গে একান্ত বৈঠকে মিলিত হন। পরে দুই নেতা পারস্পরিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় নিয়ে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করেন। এরপর দুই শীর্ষ নেতার উপস্থিতিতে বাংলাদেশ ও কাতারের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা জোরদার করতে পাঁচটি চুক্তি ও পাঁচটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করা হয়। চুক্তিগুলো হলো,, বাংলাদেশ ও কাতারের মধ্যে আয়ের ক্ষেত্রে দ্বৈত কর পরিহার এবং রাজস্ব ফাঁকি প্রতিরোধ, বাংলাদেশ সরকার এবং কাতার রাষ্ট্রের মধ্যে আইনি ক্ষেত্রে সহযোগিতা, কাতার এবং বাংলাদেশের মধ্যে সমুদ্র পরিবহন, বাংলাদেশ ও কাতারের মধ্যে পারস্পরিক বিনিয়োগ উন্নয়ন ও সুরক্ষা এবং বাংলাদেশ-কাতার যৌথ ব্যবসায়িক পরিষদ প্রতিষ্ঠা।

২-এর পাতায় দেখুন

প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কাতার আমিরের বৈঠক

বাংলাদেশ-কাতারের মধ্যে ১০ চুক্তি ও সমঝোতা স্মারক সই

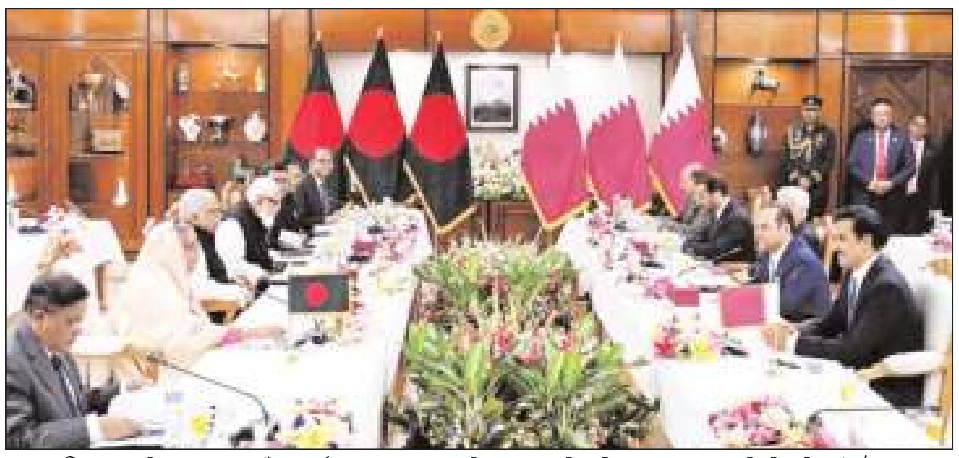

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মঙ্গলবার তাঁর কার্যালয়ে কাতারের আমির শেখ তামিম বিন হামাদ আল থানি দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করেন।

স্টাফ রিপোর্টার : দ্বৈতকর পরিহারসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহযোগিতার বিষয়ে পাঁচটি চুক্তি এবং পাঁচটি সমঝোতা স্মারক সই করেছে বাংলাদেশ ও কাতার। গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের করবী হলে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও কাতারের আমির শেখ তামিম বিন হামাদ আল থানির উপস্থিতিতে এসব চুক্তি ও সমঝোতা স্মারক সই হয়। পাঁচ চুক্তির মধ্যে আছেড় উভয় দেশের পারস্পরিক বিনিয়োগ উন্নয়ন ও সুরক্ষা সংক্রান্ত চুক্তি, দ্বৈতকর পরিহার ও কর ফাঁকি সংক্রান্ত চুক্তি, আইনগত বিষয়ে সহযোগিতা সংক্রান্ত চুক্তি, সাগরপথে পরিবহন সংক্রান্ত চুক্তি এবং দু'দেশের ব্যবসা সংগঠনের মধ্যে যৌথ ব্যবসা পরিষদ গঠন সংক্রান্ত চুক্তি। পাঁচ সমঝোতা স্মারকের মধ্যে আছেড়কূটনৈতিক প্রশিক্ষণে সহযোগিতা সংক্রান্ত সমঝোতা স্মারক, উচ্চশিক্ষা ও বৈজ্ঞানিক গবেষণা সংক্রান্ত সমঝোতা স্মারক, যুব ও ক্রীড়া ক্ষেত্রে সহযোগিতা সংক্রান্ত সমঝোতা স্মারক, শ্রমশক্তির বিষয়ে সমঝোতা স্মারক এবং বন্দর ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সমঝোতা স্মারক। চুক্তিগুলোর মধ্যে প্রথমটিতে কাতারের পক্ষে বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী শেখ মোহাম্মদ বিন হামাদ আল থানি ও বাংলাদেশের পক্ষে শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ুন, দ্বিতীয়টিতে কাতারের পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী

২-এর পাতায় দেখুন

বাংলাদেশ থেকে আরও কর্মী নিতে কাতারের প্রতি আহ্বান রাষ্ট্রপতির

স্টাফ রিপোর্টার : বাংলাদেশ থেকে আরও দক্ষ ও আধা দক্ষ কর্মী নিতে কাতারের আমিরের শেখ তামিম বিন হামাদ আল থানিকে অনুরোধ করেছেন রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন। গতকাল মঙ্গলবার বঙ্গভবনে ঢাকা সফররত কাতারের আমির শেখ তামিম বিন হামাদ আল থানির সাথে সাক্ষাতকালে রাষ্ট্রপতি এ আহ্বান জানান। আমির শেখ তামিম ও তার সফরসঙ্গীদের স্বাগত জানিয়ে রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন বলেন, কাতার বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন অংশীদার। আমিরের এ সফর দুই দেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। বিদেশি বিনিয়োগের জন্য ১০০ বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠাসহ বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা তুলে ধরে রাষ্ট্রপতি এসব সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করে জ্বালানি, মেশিনারিজ, আইটি, খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন খাতে বিনিয়োগ করতে কাতারের বিনিয়োগকারীদের প্রতি আহ্বান জানান। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে কাতার ও বাংলাদেশের মধ্যে জ্বালানি, নিরাপত্তা ও আইটিসহ বেশ কয়েকটি চুক্তি ও সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। রাষ্ট্রপতি এ ব্যাপারে সন্তোষ প্রকাশ করেন। তিনি আশা প্রকাশ করেন, আগামীতে দুই দেশের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা আরও

২-এর পাতায় দেখুন

ঢাকার পয়ঃবর্জ্য-গ্যাস লাইন পরীক্ষায় কমিটি গঠনের নির্দেশ

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানী ঢাকা শহরের বাড়ি ঘরে ওয়াসার পয়ঃবর্জ্য লাইন ও গ্যাস লাইন পরীক্ষা-নিরীক্ষা জন্য কমিটি গঠন করে আগামী ৩০ এপ্রিলের মধ্যে প্রতিবেদন দিতে নির্দেশ দিয়েছেন হাইকোর্ট। এক রিট আবেদনের শুনানি শেষে গতকাল মঙ্গলবার বিচারপতি মোস্তফা জামান ইসলাম ও বিচারপতি মো. আতাবুল্লাহর হাইকোর্ট বেঞ্চ এ আদেশ দেন। ঢাকার সায়েন্স ল্যাবরেটরি ও সিদ্দিক বাজারে দুটি ভবনে দুর্ঘটনার ফলে একাধিক মৃত্যুর ঘটনায় জনস্বার্থে হিউম্যান রাইটস অ্যান্ড পিস ফর বাংলাদেশ একটি রিট পিটিশন দায়ের করে। রিটে ঢাকার প্রতিটি বাড়ি ঘরে ওয়াসার সংযোজিত পয়ঃবর্জ্য নিষ্কাশন লাইন এবং তিতাসের গ্যাস লাইন যথাযথ আছে কিনা তা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশনা চাওয়া

২-এর পাতায় দেখুন

স্থিতিশীল সরকার থাকায় দেশে বিস্ময়কর উন্নয়ন হয়েছে : কাদের

স্টাফ রিপোর্টার : আওয়ামী লীগের কারণে খুনের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল বন্ধ হয়েছে জানিয়ে দলের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেছেন, স্থিতিশীল সরকার থাকায় ১৫ বছরে দেশের বিস্ময়কর উন্নয়ন হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার রাজধানীর বঙ্গবন্ধু অ্যাভিনিউয়ে ঢাকা মহানগর উত্তর ও দক্ষিণ আওয়ামী লীগের যৌথ সভায় তিনি এ কথা বলেন। প্রধান অতিথির বক্তব্যে ওবায়দুল কাদের বলেন, একটি চিহ্নিত অপশক্তি দেশের গণতন্ত্র এবং জনগণের ভোটাধিকার নস্যাৎ করতে নির্বাচনবিরোধী অপতৎরতায় লিপ্ত রয়েছে। ঐক্যবদ্ধভাবে এই অপশক্তিকে প্রতিহত করতে হবে। তিনি বলেন, দেশবিরোধী অপশক্তি লাগাতারভাবে ষড়যন্ত্র করে যাচ্ছে। জনগণের ভোটাধিকার বঞ্চিত করতে নির্বাচনবিরোধী কাজ করছে তারা। তাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। ওবায়দুল কাদের বলেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যা করার মাধ্যমে গণতন্ত্র হত্যার সূচনা হয়। ষড়যন্ত্রের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন মোস্তাক ও জিয়া। বাংলাদেশবিরোধী অপপ্রচার ও ষড়যন্ত্র দেশের পাশাপাশি বিদেশেও আছে। সরকার হটানোর ষড়যন্ত্র চলছে। নির্বাচন ও গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে দেশি ও বিদেশি অপশক্তি ষড়যন্ত্র করছে। প্রগতিশীলদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, স্বাধীনতাবিরোধী অপশক্তিকে প্রতিহত করতে হবে। উপজেলা নির্বাচন সামনে রেখে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভোটের মাধ্যমে সাংবিধানিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে আহ্বান জানিয়েছেন। ওবায়দুল কাদের বলেন, হত্যার রাজনীতি আওয়ামী লীগ বিশ্বাস করে না। প্রকাশ্যে জঙ্গিবাদী তৎপরতা চালিয়েছে বিএনপি। আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এসে খুনের রাজনীতি বন্ধ করেছে। আওয়ামী লীগ সাংবিধানিক সরকার প্রতিষ্ঠা করেছে। ১৫ বছরের

২-এর পাতায় দেখুন

সরকারের বিরুদ্ধে দেশি-বিদেশি চক্র অপপ্রচার চালাচ্ছে

পার্বত্য তিন উপজেলার ভোট স্থগিত

স্টাফ রিপোর্টার : যৌথ অভিযানের মধ্যে বান্দরবানের থানচি, রোয়াংছড়ি ও রুমা উপজেলার ভোট স্থগিত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। পরে সুবিধাজনক সময়ে এ তিন উপজেলার ভোট করবে নির্বাচন আয়োজনকারী সংস্থাটি। গতকাল মঙ্গলবার নির্বাচন ভবনে সিইসি কাজী হাবিবুল আউয়ালের সভাপতিত্বে ষষ্ঠ উপজেলা ভোট নিয়ে আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় এ সিদ্ধান্ত হয়। চার নির্বাচন কমিশন, জননিরাপত্তা বিভাগ, জনপ্রশাসন, পুলিশ, বিজিবি, র‌্যাবসহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সংস্থার শীর্ষ কর্মকর্তারা বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। সকাল ১১টা থেকে ৩ ঘণ্টা ব্যাপী নির্বাচন ভবনে সংশ্লিষ্ট সচিবদের নিয়ে আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভা শেষে ইসি সচিব মো. জাহাংগীর আলম জানান, সভায় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সঙ্গে সম্পৃক্ত ও প্রশাসনসহ সংশ্লিষ্ট

২-এর পাতায় দেখুন

উপজেলা পরিষদ নির্বাচনের প্রথম ধাপে বিনা ভোটে ২৬ প্রার্থী নির্বাচিত

স্টাফ রিপোর্টার : ষষ্ঠ উপজেলা পরিষদ নির্বাচনের প্রথম ধাপে চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান ও মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান পদে ২৬ প্রার্থী নির্বাচিত হয়েছেন। এসব পদে ভোটের প্রয়োজন পড়ছে না। গতকাল মঙ্গলবার সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাচনের রিটার্নিং কর্মকর্তারা ওই প্রার্থীদের নির্বাচিত ঘোষণা করেন বলে জানিয়েছেন নির্বাচন কমিশনের (ইসি) নির্বাচন ব্যবস্থাপনা শাখার কর্মকর্তারা। চেয়ারম্যান পদে সাত জন, ভাইস চেয়ারম্যান পদে নয় জন ও মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান পদে ১০ জন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন। এতে বালিয়াডাংগি (ঠাকুরগাঁও) উপজেলায় ভাইস চেয়ারম্যান ও মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান, হাকিমপুরে (দিনাজপুর) মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান, সাঘাটায় (গাইবান্ধা) চেয়ারম্যান, বেড়া (পাবনা) উপজেলায় মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান, সিংড়ায় (নাটোর) চেয়ারম্যান, কুষ্টিয়া সদরে মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান, বাগেরহাট সদরে সব পদ, মুন্সীগঞ্জ সদরে সব পদ, শিবচরে (মাদারীপুর) সব পদ, বড়লেখায় (মৌলভীবাজার) মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান, পরশুরামে (ফেনী) সব পদ, সন্দ্বীপে (চট্টগ্রাম) ভাইস চেয়ারম্যান, কক্সবাজার সদরে ভাইস চেয়ারম্যান, রোয়াংছড়িতে (বান্দরবান) চেয়ারম্যান পদ, কাউখালীতে (রাঙামাটি) ভাইস চেয়ারম্যান, চুয়াডাঙ্গার ডামুহুদায় ভাইস চেয়ারম্যান ও মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান ভোটের

২-এর পাতায় দেখুন

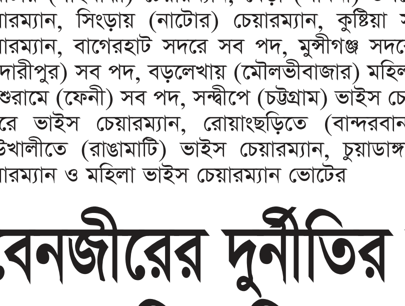

হিট স্ট্রোকের ঝুঁকি কমাতে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নির্দেশনা

স্টাফ রিপোর্টার : দেশে বয়ে যাচ্ছে তীব্র তাপদাহ। সহ্য না করার মতো গরমে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে জনজীবন। এ পরিস্থিতিতে হিট স্ট্রোকের ঝুঁকি কমাতে চার দফা নির্দেশনা দিয়েছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর। গতকাল মঙ্গলবার স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। এতে বলা হয়- তীব্র গরম থেকে দূরে থাকুন, মাঝে মাঝে ছায়ায় বিশ্রাম নিন; প্রচুর পরিমাণে নিরাপদ পানি পান করুন। হেপাটাইটিস এ, ই, ডায়রিয়াসহ প্রাণঘাতী পানিবাহী রোগ থেকে বাঁচতে রাস্তায় তৈরি পানীয় ও খাবার এড়িয়ে চলুন। প্রয়োজনে একাধিকবার গোসল করুন; গরম আবহাওয়ায় ঢিলেঢালা পাতলা ও হালকা রঙের পোশাক পরুন, সম্ভব হলে গাঢ় রঙিন পোশাক এড়িয়ে চলুন; গরম আবহাওয়ায় যদি ঘাম বন্ধ হয়ে যায়, বমি বমি ভাব দেখা দেয়, তীব্র মাথাব্যথা হয়, শরীরের তাপমাত্রা

২-এর পাতায় দেখুন

উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে শিবগঞ্জে ১৬ জনের মনোনয়ন দাখিল

শহিদুল ইসলাম রনি, স্টাফ রিপোর্টার : দ্বিতীয়ধাপে অনুষ্ঠিতব্য চাঁপাইনবাবগঞ্জের শিবগঞ্জ উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে অংশগ্রহণের জন্য মনোনয়ন ফরম জমা দেয়ার শেষ দিনে চেয়ারম্যানসহ তিন পদে ১৬ জন মনোনয়নপত্র দাখিল করেছেন। রোববার বিকেলে সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তা উজ্জল হোসেন এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। জানা গেছে, চেয়ারম্যান পদে আওয়ামী লীগের ৫ জন ও বিএনপি সমর্থিত একজনসহ মোট ছয়জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র দাখিল করেছেন। তারা হলেন- জেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি ও উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান সৈয়দ নজরুল ইসলাম, ভাইস চেয়ারম্যান গোলাম কিবরিয়া, উপজেলা আওয়ামী লীগের সদস্য গোলাম রাব্বানী, সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান মহসীন আলী মিঞা, জাসদের উপজেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক জামাল হোসেন পলাশ ও বিএনপি সমর্থিত আশরাফুল হক। ভাইস চেয়ারম্যান পদে ৭ জন ও মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান পদে ৩ জন মনোনয়ন দাখিল করেছেন। ভাইস চেয়ারম্যান প্রার্থীরা হলেন- উপজেলা ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম মিটুল খান, উপজেলা যুবলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক রবিউল ইসলাম নয়ন খান, জেলা ছাত্রলীগের

২-এর পাতায় দেখুন

জাতীয়করণের নেতৃত্ব দেওয়া শিক্ষককে বরখাস্তে অনুমোদন

স্টাফ রিপোর্টার : শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান জাতীয়করণের আন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়া রাজধানীর যাত্রাবাড়ীর সবুজ বিদ্যাপীঠ স্কুল অ্যান্ড কলেজের প্রধান শিক্ষক মো. কাওছার আলী শেখকে চূড়ান্ত বরখাস্তে অনুমোদন দিয়েছে ঢাকা শিক্ষা বোর্ড। গত বছরের নভেম্বরে কাওছার আলীকে সাময়িক বরখাস্ত করেছিল স্কুল কর্তৃপক্ষ। সম্প্রতি বোর্ড সভায় বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক কাওছার আলী শেখের চূড়ান্ত বরখাস্তকরণের বিষয়ে ম্যানেজিং কমিটির গৃহীত সিদ্ধান্তটি অনুমোদন দেওয়া হয়। গত ২১ এপ্রিল ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের সচিব প্রফেসর আজাদ হোসেন চৌধুরী স্বাক্ষরিত এ সংক্রান্ত চিঠি বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতির কাছে পাঠানো হয়। চিঠিতে বলা হয়, বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক (বরখাস্তকৃত) কাওছার আলী শেখের বিরুদ্ধে ম্যানেজিং

২-এর পাতায় দেখুন

বেনজীরের দুর্নীতির অভিযোগ অনুসন্ধানের অগ্রগতি প্রতিবেদন চেয়েছেন হাইকোর্ট

স্টাফ রিপোর্টার : পুলিশের সাবেক মহাপরিদর্শক (আইজিপি) বেনজীর আহমেদের অনিয়ম-দুর্নীতি, ক্ষমতার অপব্যবহার ও অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগ অনুসন্ধানে দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) করা কমিটির অগ্রগতি প্রতিবেদন চেয়েছেন হাইকোর্ট। দুই মাসের মাসের মধ্যে কমিটিকে প্রতিবেদন দিতে বলা হয়েছে। এ বিষয়ে করা রিট আবেদনের শুনানির শেষে গতকাল মঙ্গলবার বিচারপতি মো. নজরুল ইসলাম তালুকদার ও বিচারপতি কাজী ইবাদত হোসেনের হাইকোর্ট বেঞ্চ এ আদেশ দেন। আদালতে রিট আবেদনের পক্ষে শুনানি করেন আইনজীবী সারওয়ার হোসেন ও মনোজ কুমার ভৌমিক। বেনজীর আহমেদের পক্ষে শুনানি করেন জ্যেষ্ঠ আইনজীবী শাহ মঞ্জুরুল হক ও মো. সাঈদ আহমেদ রাজা। দুদকের পক্ষে শুনানি করেন জ্যেষ্ঠ আইনজীবী মো. খুরশীদ আলম খান। রাষ্ট্রপক্ষে ছিলেন ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল এ কে এম আমিন উদ্দিন মানিক। গত রোববার পুলিশের সাবেক মহাপরিদর্শক (আইজিপি) বেনজীর আহমেদের অনিয়ম-দুর্নীতি, ক্ষমতার অপব্যবহার অনুসন্ধানে দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) নিষ্ক্রিয়তা চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে রিট করেন সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী সালাহ উদ্দিন রিগ্যান। 'বেনজীরের ঘরে আলাদীনের চেরাগ' শিরোনামে গত ৩১ মার্চ অনুসন্ধানী প্রতিবেদন প্রকাশ করে কালের কণ্ঠ। এর দুই দিনের মাথায় গত ২ এপ্রিল 'বনের জমিতে বেনজীরের রিসোর্ট' শিরোনামে দ্বিতীয় দফার অনুসন্ধানী প্রতিবেদন প্রকাশ করে। রিট আবেদনকারী বলেন, দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ এর ১৭(গ) ধারা অনুসারে কমিশন স্ব-উদ্যোগে অনুসন্ধান শুরু করতে পারে। কিন্তু বেনজীর আহমেদের অনিয়ম-দুর্নীতি,

২-এর পাতায় দেখুন

তাপপ্রবাহে স্কুল-কলেজে ছুটি না বাড়িয়ে অনলাইনে ক্লাস নেওয়ার দাবি

স্টাফ রিপোর্টার : স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসা ফের বন্ধ না করে অনলাইনে শ্রেণির কার্যক্রম পরিচালনা করার পরামর্শ দিয়েছেন অভিভাবক ঐক্য ফোরামের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. জিয়াউল কবির দুলু। গতকাল মঙ্গলবার গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে এ আহ্বান জানান তিনি। এতে বলা হয়, সারা দেশে তীব্র তাপপ্রবাহ বয়ে যাওয়ায় এবং সরকার হিট অ্যালার্ট জারি করায় দেশের সব স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসা সাত দিনের জন্য বন্ধ করার দাবি জানায় অভিভাবক ঐক্য ফোরাম। এ দাবির প্রেক্ষিতে সরকার ২৭ এপ্রিল পর্যন্ত সব স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসা বন্ধ করে দেয়। কিন্তু আবার কোথাও কোথাও অতি তীব্র তাপপ্রবাহ বহমান থাকায় স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় আরও এক সপ্তাহ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখার পরামর্শ দিয়েছে। এ অবস্থার প্রেক্ষিতে অভিভাবকরা শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা বিবেচনায় এবং হিট স্ট্রোক থেকে রক্ষা পেতে অনলাইনের মাধ্যমে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার পরামর্শ দিচ্ছি। অনলাইনে শ্রেণির কার্যক্রম পরিচালনায় বন্ধের সময়ের

২-এর পাতায় দেখুন

চাল আমদানির অনুমোদন দিলেও মিলছে না কাঙ্ক্ষিত সাড়া

স্টাফ রিপোর্টার : চাল উৎপাদনে লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা সম্ভব হচ্ছে না একদিকে। অন্যদিকে, চাল আমদানির অনুমোদন দেওয়ার পরও ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে তেমন সাড়াও পাওয়া যাচ্ছে না। ফলে সরকারি চালের মওজুত ক্রমেই কমছে। সরকারি গুদামে চাল-গম মিলিয়ে মজুতের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১২ লাখ ২২ হাজার টন। গত বছর অর্থাৎ ২০২৩ সালে সরকারি গুদামে একই সময়ে মজুত ছিল ১৬ লাখ ২৫ হাজার টন এবং এর আগের বছর ২০২২ সালে যা ছিল ১৪ লাখ ২২ হাজার টন। অভ্যন্তরীণ বাজারে চালের সরবরাহ বৃদ্ধি ও মূল্য স্থিতিশীল রাখতে বিভিন্ন সময়ে শুল্কমুক্ত সুবিধা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সরকারি পর্যায়ে কাঙ্ক্ষিত সাড়া পাওয়া যায়নি। অথচ গত চার বছর ধরে অভ্যন্তরীণ বাজারে চালের দাম উর্ধ্বমুখী। আন্তর্জাতিক বাজারে চালের দাম কমলেও দেশের বাজারে এর কোনো প্রতিফলন দেখা যায়নি। গত রোববার অনুষ্ঠিত খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ কমিটির বৈঠক উপলক্ষে খাদ্য মন্ত্রণালয় প্রণীত সর্বশেষ হালনাগাদ তথ্য-উপাত্ত পর্যালোচনায় এমন চিত্র পাওয়া গেছে। খাদ্য মন্ত্রণালয়ের তথ্য থেকে দেখা যায়, গত ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক দেশে মোট চাল উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৪ কোটি ১৫ লাখ ৬৯ হাজার মেট্রিক টন (এর মধ্যে আউশ মৌসুমে ৩৬ লাখ ৯০ হাজার মেট্রিক টন, আমন মৌসুমে ১ কোটি ৬৩ লাখ ৪৫ হাজার মেট্রিক টন ও বোরো মৌসুমে ২ কোটি ১৫ লাখ ৩৪ হাজার মেট্রিক টন)। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস)-এর হিসাব মতে, লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে মোট চাল উৎপাদিত হয়েছে ৩ কোটি ৯০ লাখ ৯৫ হাজার মেট্রিক টন (এর মধ্যে আউশ মৌসুমে ২৯ লাখ ১ হাজার মেট্রিক টন, আমন মৌসুমে ১ কোটি ৫৪ লাখ ২৬ হাজার মেট্রিক টন ও বোরো মৌসুমে ২ কোটি ৭ লাখ ৬৮ হাজার মেট্রিক টন)। এদিকে, চলতি ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে দেশে মোট চাল উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ৪ কোটি ৩৪ লাখ ২২ হাজার মেট্রিক টন (এর মধ্যে আউশ মৌসুমে ৩৯ লাখ ৭৭ হাজার মেট্রিক টন, আমন মৌসুমে ১ কোটি ৭১ লাখ ৭৯ হাজার মেট্রিক টন ও বোরো মৌসুমে ২ কোটি ২২ লাখ ৬৬ হাজার মেট্রিক টন)। এর বিপরীতে আউশ মৌসুমে ২৯ লাখ ৭৩ হাজার মেট্রিক টন এবং আমন মৌসুমে ১ কোটি ৬৫ লাখ ৮৯ হাজার মেট্রিক টন চাল উৎপাদিত হয়েছে। অর্থাৎ লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী চাল উৎপাদিত হচ্ছে না। খাদ্য মন্ত্রণালয়ের সূত্রে জানা যায়,

২-এর পাতায় দেখুন

দৈনিক
মানবিক বাংলাদেশ
Manabik Bangladesh
বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক

ঢাকা বুধবার ॥ ২৪ এপ্রিল ২০২৪ ॥ ১১ বৈশাখ ১৪৩১ বাংলা

বৃষ্টির অভাবে দেশে মরুর উত্তাপ

গরমে এক পশলা বৃষ্টির জন্য হাঁসফাঁস করছে জনজীবন

স্টাফ রিপোর্টার : চলতি মাসের শুরু থেকেই দেশব্যাপী বয়ে যাচ্ছে তাপপ্রবাহ। শুরুতে মৃদু থেকে মাঝারি তাপপ্রবাহ থাকলেও ক্রমে তা তীব্র থেকে অতি তীব্র হয়ে উঠেছে। এমনিতে এপ্রিল বছরের উষ্ণতম মাস; তবে অন্যান্য যেকোনো বছরের চেয়ে অনেক বেশি উত্তাপ ছড়াচ্ছে এবারের মাসটি। অসহনীয় গরমে এক পশলা বৃষ্টির জন্য হাঁসফাঁস করছে জনজীবন। মাসের এখনও বাকি ৭ দিন, এরই মধ্যে কয়েক দফায় হিট এলার্ট জারি হয়েছে দেশে। মাসের মাঝামাঝি এসে প্রতিদিন মরুর দেশগুলোর তাপমাত্রাকেও ছাড়িয়ে যাচ্ছে দেশের কোনো কোনো অঞ্চলের তাপমাত্রা। আবহাওয়াবিদরা বলছেন, চলতি মাসে বৃষ্টিপাত হয়েছে অস্বাভাবিক কম। আর এটাই কারণ এবারের তাপমাত্রা বিপর্যয়ের।

আবহাওয়া অধিদপ্তর জানিয়েছে, চলতি মাসের প্রথম ২১ দিনে সারাদেশে গড় বৃষ্টিপাত হয়েছে মাত্র ২৩ মিলিমিটার। অথচ এ মাসে দেশের গড় স্বাভাবিক বৃষ্টিপাত ১৩০ মিলিমিটার। অর্থাৎ ২১ এপ্রিল পর্যন্ত স্বাভাবিকের চেয়ে ৬৮ শতাংশ কম বৃষ্টি হয়েছে দেশে। আবহাওয়াবিদরা বলছেন, মাসের বাকি দিনগুলোতেও খুব বেশি বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। এমন পরিস্থিতিতে গতকাল আবারও হিট অ্যালার্ট জারি করেছে আবহাওয়া অধিদপ্তর। সতর্কবার্তায় বলা হয়েছে, আগামী বৃহস্পতিবার সকাল পর্যন্ত অব্যাহত থাকতে পারে চলমান তাপপ্রবাহ। এরমধ্যে গরমের অস্বস্তি আরও বাড়তে পারে জলীয় বাষ্পের আধিক্যের কারণে। তাপমাত্রা বিশ্লেষণে দেখা যায়, এ বছর এপ্রিল মাসের শুরু থেকেই ছিল তাপপ্রবাহ। মাসের প্রথম দিনে মৃদু থেকে মাঝারি তাপপ্রবাহ ছিল দেশের চার বিভাগে, যা জারি ছিল ৫ এপ্রিল পর্যন্ত। পরদিনই তাপমাত্রা এক লাফে অতিক্রম ৭-এর পাতায় দেখুন

পদে থেকেই ইউপি চয়ারম্যানরা উপজেলা নির্বাচন করতে পারবেন

স্টাফ রিপোর্টার : ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানরা পদত্যাগ না করেই উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারবেন বলে আদেশ দিয়েছেন হাইকোর্ট। এই আদেশের ফলে উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে অংশ নিতে ইউপি চেয়ারম্যানদের পদত্যাগ করতে হবে না বলে জানিয়েছেন আইনজীবীরা। কুষ্টিয়া ও সিলেটের দুটি উপজেলার দুই প্রার্থীর আবেদনের শুনানি নিয়ে গতকাল মঙ্গলবার বিচারপতি শেখ হাসান আরিফ ও বিচারপতি মো. বজলুর রহমানের সমন্বেয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চ এ আদেশ দেন। আদালতে রিটের পক্ষে শুনানি করেন ড. শাহদীন মালিক। পরে তিনি বাংলা ট্রিবিউনকে বলেন, কুষ্টিয়া ও সিলেটের দুজন ইউপি চেয়ারম্যান পদত্যাগ না করেই উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছিলেন। ইউনিয়ন পরিষদ থেকে পদত্যাগ না করায় স্ব স্ব রিটার্নিং কর্মকর্তা তাদের ৭-এর পাতায় দেখুন

ঝাঁকে ঝাঁকে জেলেদের জালে ধরা পড়ছে রুপালি ইলিশ, কিন্তু দাম চড়া। ছবিটি মঙ্গলবার চট্টগ্রামের ফিশারি ঘাট থেকে তোলা।

পটুয়াখালীতে ডায়রিয়ার প্রাদুর্ভাব, অনুসন্ধানে আইইডিসিআর টিম

পটুয়াখালী প্রতিনিধি : পটুয়াখালী দিন দিন তীব্র হচ্ছে ডায়রিয়ার প্রাদুর্ভাব। প্রতিবছর এমন ডায়রিয়ার প্রকোপে স্বাস্থ্য বিভাগসহ উদ্বিগ্ন সরকার। ডায়রিয়ার এ প্রাদুর্ভাব অনুসন্ধানে পটুয়াখালীতে এসে পৌঁছেছেন রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের (আইইডিসিআর) সাত সদস্যদের প্রতিনিধি দল। গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে পটুয়াখালী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল থেকে তত্ত্বাবধায়ক ডাক্তার দিলরুবা ইয়াসমিন লিজার নেতৃত্ব প্রতিনিধি দল তাদের আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু করেন। সাত সদস্যের প্রতিনিধি দলে রয়েছেন- আইইডিসিআরের মেডিকেল অফিসার ও প্রতিনিধি দলের দলনেতা ডা. মো. মাইনুল হাসান, আইইডিসিআরের সহকারী ৭-এর পাতায় দেখুন

দেশজুড়ে তাপপ্রবাহ অব্যাহত চলবে আরও কয়েকদিন

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানী ঢাকার তাপমাত্রা কিছুটা কমলেও খুলনা, যশোর, চাঁপাইনবাবগঞ্জের ওপর দিয়ে টানা ৪ দিন ধরে তীব্রপ্রবাহ বয়ে যাচ্ছে। তাপমাত্রা বাড়তি অনুভূত হচ্ছে দেশের অন্তত ৫৪ জেলায়। আবহাওয়া অধিদফতর জানিয়েছে, গ্রীষ্ম মৌসুমে এটা স্বাভাবিক তাপমাত্রা, যদিও বিগত বছরগুলোর তুলনায় দুই বছর ধরে উষ্ণায়ন বাড়ছে। এই পরিস্থিতি সহ্য করতে হবে আরও কয়েকদিন। গতকাল মঙ্গলবার আবহাওয়ার পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, রাজশাহী, পাবনা, খুলনা, বাগেরহাট, যশোর, চুয়াডাঙ্গা ও কুষ্টিয়া জেলাসমূহের উপর দিয়ে তীব্র তাপপ্রবাহ বয়ে যাচ্ছে। ময়মনসিংহ, মৌলভীবাজার ও রাঙ্গামাটি জেলাসহ ঢাকা, রংপুর ও বরিশাল বিভাগ এবং রাজশাহী ও খুলনা বিভাগের অবশিষ্টাংশের উপর দিয়ে মৃদু থেকে মাঝারি ধরনের তাপপ্রবাহ বয়ে যাচ্ছে এবং তা অব্যাহত থাকতে পারে। এসময় সারাদেশে দিনের তাপমাত্রা সামান্য বৃদ্ধি পেতে পারে এবং রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে। জলীয় বাষ্পের আধিক্যের কারণে অস্বস্তি বিরাজ করতে পারে। আবহাওয়াবিদ মো. হাফিজুর রহমান জানিয়েছেন আজ চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের ৭-এর পাতায় দেখুন

ইন্টারনেটে ধীর গতি, এক মাস চলতে পারে ভোগান্তি

স্টাফ রিপোর্টার : ইন্দোনেশিয়ার সমুদ্র এলাকায় ফাইবার কেবল 'ব্রেক' করায় দেশের দ্বিতীয় সাবমেরিন কেবলের (সিমিউই-৫) সংযোগ সরবরাহ বন্ধ রয়েছে। ফলে গত ৪ দিন দেশের ইন্টারনেট সেবাদাতা প্রতিষ্ঠানসহ গ্রাহকেরা ইন্টারনেটে ধীরগতি পাচ্ছেন। এদিকে বাংলাদেশ সাবমেরিন ক্যাবলস পিএলসি (বিএসসিপিএলসি) জানিয়েছে, কাটা পড়া সাবমেরিন কেবল মেরামতের কাজ মে মাসের শেষ সপ্তাহ পর্যন্ত গড়াতে পারে। গতকাল মঙ্গলবার এ খবর জানিয়েছেন বিএসসিপিএলসির মহাব্যবস্থাপক (চালনা ও রক্ষণ) সাইদুর রহমান। তিনি বলেন, গত শুক্রবার মধ্যরাতে ইন্দোনেশিয়ার সমুদ্র এলাকায় সি-মি-উই-৫ কেবলটি কাটা পড়ে। তাদের ওখানে প্রশাসনিক কাজ- ৭-এর পাতায় দেখুন

শ্রম আইন নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র টালবাহানা করছে: প্রতিমন্ত্রী

স্টাফ রিপোর্টার : শ্রম আইন নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র টালবাহানা করছে বলে মন্তব্য করেছেন শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী নজরুল ইসলাম চৌধুরী। গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে সচিবালয়ে শ্রম মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের ৭-এর পাতায় দেখুন

ব্যাংকগুলোর একীভূত হওয়া নিয়ে বিভ্রান্তি যা বলছে বাংলাদেশ ব্যাংক

স্টাফ রিপোর্টার : ব্যাংক একীভূত হওয়া নিয়ে বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রচারিত খবর সঠিকভাবে প্রকাশিত হচ্ছে না মনে করছে বাংলাদেশ ব্যাংক। যে কারণে জনমনে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হচ্ছে। এটি দূর করতে বাংলাদেশ ব্যাংক একটি স্পষ্টীকরণ বিজ্ঞপ্তি করেছে। গতকাল মঙ্গলবার গণমাধ্যমে পাঠানো বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, মূলত দুটি উদ্দেশ্য নিয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক ''ব্যাংক একীভূতকরণ" নিয়ে কাজ করছে। প্রথমটি হলো: ২০২৬ সালে বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল অর্থনীতির দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবে। ফলে উন্নয়নশীল অর্থনীতিতে কার্যকর ব্যাংকিং সেবা প্রদানের জন্য দেশে অধিক সক্ষমতাসম্পন্ন ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন হবে যাতে করে অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে কোনোরূপ বাধার সৃষ্টি না হয়। দ্বিতীয়টি হলো: অপেক্ষাকৃত দুর্বল ব্যাংকের বিদ্যমান সমস্যা সমাধান এবং একইসাথে অপেক্ষাকৃত সবল ব্যাংকের কার্যক্রম উন্নয়নের মাধ্যমে আর্থিক খাতকে শক্তিশালী করা যাতে করে জনস্বার্থে একীভূত ব্যাংক কোম্পানি অধিকতর সেবা প্রদান করতে পারে। একীভূতকরণের প্রক্রিয়াধীন ব্যাংকগুলোয় ব্যক্তি ও প্রাতিষ্ঠানিক আমানতকারীদের জমাকৃত আমানত সম্পূর্ণ নিরাপদ ও সুরক্ষিত থাকবে। একীভূতকরণের কাজ সম্পন্ন হওয়ার পরও স্ব স্ব ব্যাংকের হিসাবধারীদের বর্তমান হিসাব পূর্বের ন্যায় চলমান থাকবে। একীভূতকরণের আওতাভুক্ত ব্যাংকগুলোর উদ্যোক্তা পরিচালক, বর্তমান পর্ষদ ও সাধারণ ৭-এর পাতায় দেখুন

রানা প্লাজা ট্র্যাজেডির ১১ বছর দুই দিনব্যাপী কর্মসূচি শুরু

স্টাফ রিপোর্টার : বাংলাদেশ গার্মেন্ট শ্রমিক সংহতির উদ্যোগে দোষীদের শাস্তি এবং ক্ষতিগ্রস্তদের সম্মানজনক ক্ষতিপূরণের দাবিতে 'রানা প্লাজা হত্যাকাণ্ডের ১১ বছর: হাজারো প্রাণ ও স্বপ্নের গল্প' নিয়ে আলোকচিত্র প্রদর্শনী ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার সাভারে রানা প্লাজার সামনে সকাল ৯টায় দুই দিনব্যাপী কর্মসূচির উদ্বোধন হয় এই আলোকচিত্র প্রদর্শনীর মধ্য দিয়ে। প্রদর্শনী উদ্বোধন করেন রানা প্লাজা ট্র্যাজেডিতে আহত শ্রমিক জেসমিন। জেসমিন রানা প্লাজা ভবনের ধ্বংসস্তূপে দুই দিন আটকে থাকার পর উদ্ধার হয়েছিলেন। আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন আহত জেসমিন, নিহত শ্রমিক আঁখি আক্তারের মা নাসিমা আক্তার, নিহত ফজলে রাব্বীর মা রাহেলা আক্তার, নিহত শাহীদার মা তাহেরা বেগম এবং গার্মেন্ট শ্রমিক সংহতির সভাপ্রধান তাসলিমা আখতার, সাধারণ সম্পাদক বাবুল হোসেন, গার্মেন্ট ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্র সাভার শাখার সহ-ভাপতি মুক্তিযোদ্ধা রুহুল আমিন। প্রদর্শনীতে মোট ৪ জন আলোকচিত্রীর কাজ এবং পোশাকশ্রমিকদের সন্তানদের মধ্যে ৭-এর পাতায় দেখুন

দুই দিনের ব্যবধানে কমেছে স্বর্ণের দাম

স্টাফ রিপোর্টার : স্থানীয় বাজারে তেজাবী স্বর্ণের (পাকা স্বর্ণ) দাম কমার পরিপ্রেক্ষিতে দুই দিনের ব্যবধানে স্বর্ণের দাম কমানো হয়েছে। সব থেকে ভালো মানের বা ২২ ক্যারেটের এক ভরি (১১.৬৬৪ গ্রাম) স্বর্ণের দাম ৩ হাজার ১৩৭ টাকা কমিয়ে নতুন দাম নির্ধারণ করা হয়েছে। এতে ভালো মানের এক ভরি স্বর্ণের দাম হয়েছে ১ লাখ ১৬ হাজার ২৯০ টাকা হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার বিকেল ৪টা থেকে এ দাম কার্যকর করা হয় বলে জানিয়েছে বাংলাদেশ জুয়েলার্স সমিতি (বাজুস)। গত ১৮ এপ্রিল ঘোষণা দিয়ে ওই দিন থেকে ভালো মানের এক ভরি স্বর্ণের দাম ১ লাখ ১৯ হাজার ৬৩৮ টাকা নির্ধারণ করা হয়। এতে অতীতের সব রেকর্ড ভেঙে স্বর্ণের সর্বোচ্চ দামের নতুন রেকর্ড সৃষ্টি হয়। এক দিনের ব্যবধানে দাম বাড়ানোর মাধ্যমে নতুন রেকর্ড সৃষ্টি হয় সেদিন। গতকাল মঙ্গলবার বাজুস স্ট্যান্ডিং কমিটি অন প্রাইসিং অ্যান্ড প্রাইস মনিটরিং কমিটি বৈঠক করে স্বর্ণের দাম কমানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। পরে কমিটির চেয়ারম্যান মাসুদুর রহমানের সই করা এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, স্থানীয় বাজারে তেজাবী স্বর্ণের দাম কমেছে। তাই সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় বাংলাদেশ জুয়েলারি অ্যাসোসিয়েশন স্বর্ণের নতুন দাম নির্ধারণ করেছে, যা গতকাল মঙ্গলবার (২৩ এপ্রিল) বিকেল ৪টা থেকে এ দাম কার্যকর হবে। নতুন মূল্য অনুযায়ী, সব চেয়ে ভালো মানের বা ২২ ক্যারেটের এক ভরি স্বর্ণের দাম ৩ হাজার ১৩৭ টাকা কমিয়ে নির্ধারণ করা হয়েছে ১ লাখ ১৬ হাজার ২৯০ টাকা। ২১ ক্যারেটের এক ভরি স্বর্ণের ৭-এর পাতায় দেখুন

মিয়ানমারের কারাগার থেকে ফিরলেন ১৭৩ বাংলাদেশি

স্টাফ রিপোর্টার : মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যের সিতোয়ে কারাগার থেকে ১৭৩ জন বাংলাদেশি নাগরিক দেশে ফিরছেন। গতকাল মঙ্গলবার ইয়াঙ্গুনের বাংলাদেশ দূতাবাস এ তথ্য জানিয়েছে। এদিন সকালে এসব বাংলাদেশি নাগরিকদের নিয়ে মিয়ানমারের নৌ-জাহাজ চিন ডুইন সিতোয়ে বন্দর ত্যাগ করেছে। জাহাজটি রাখাইন রাজ্যে সংঘাতের কারণে সীমান্ত পেরিয়ে বাংলাদেশে আসতে বাধ্য হওয়া মিয়ানমারের প্রতিরক্ষা বাহিনীর সদস্যদের ফিরিয়ে নিতে কক্সবাজার আসছে। বুধবার নাগাদ জাহাজটি বাংলাদেশের সমুদ্রসীমায় পৌঁছাবে এবং পরে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে বাংলাদেশের নাগরিকদের হস্তান্তর করা হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। দূতাবাস জানায়, বাংলাদেশি ১৭৩ জনের মধ্যে ১২৯ জন কক্সবাজার, ৩০ জন বান্দরবান, সাতজন রাঙামাটি এবং খাগড়াছড়ি, নোয়াখালী, নারায়ণগঞ্জ, চট্টগ্রাম, রাজবাড়ী, নরসিংদী ও নীলফামারী জেলার একজন করে বাসিন্দা আছেন। ইয়াঙ্গুনস্থ বাংলাদেশ দূতাবাস মিয়ানমারের জাহাজটির ৭-এর পাতায় দেখুন

রাতের আধারে কাটা হলো ১২৫ টি গাছ, থানায় অভিযোগ

শামসুন্নাহার সোহানা, শিবগঞ্জ প্রতিনিধি : তীব্র তাপদাহে মানুষের জীবন যখন অতিষ্ঠ,যেখানে বার বার বলা হচ্ছে গাছ লাগানোর কথা সেখানে ঘটে গেল রাতের আঁধারে গাছ কাটার মত অমানবিক ঘটনা। ঘটনাটি ঘটেছে চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার শিবগঞ্জ উপজেলার শাহাবাজপুর ইউনিয়নের পারদিলালপুর এলাকায়। সরজমিনে গিয়ে দেখা যায় চারদিকে ধানি জমি তার মধ্যখানে ১৮ কাঠা মেহেগুনি বাগান এবং জমির অংশীদার তিন জন শিক্ষক মোঃ মিজানুর রহমান, মোঃ আনারুল ইসলাম, ও মোঃ লায়েস উদ্দিন। মোঃ মিজানুর রহমান বলেন চার বছর আগে ১৫০ টি মেহেগুনি গাছ লাগিয়ে অনেক পরিচর্যা করে বড় করেছি, কে বা কারা ২০ তারিখ দিবাগত রাতে প্রায় ১২৫ টি গাছ কেটে ফেলেছে যার ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ১০ থেকে ১৫ লক্ষ টাকা। তিনি আরও বলেন আমার সাথে কারো কোনো ব্যক্তিগত শত্রুতা নেই কেউ হয়তো হিংসার বশবর্তী হয়ে এই কাজ করেছে,আমি তাদের শাস্তির দাবী জানাচ্ছি। এলাকাবাসীরা জানান,যে বা যারা এই জঘন্য কাজটি করেছে তাদের যেন শাস্তি হয়। এই বিষয়ে জমির অংশীদার মোঃ আনারুল ইসলাম বাদী হয়ে শিবগঞ্জ থানায় একটি অজ্ঞাত নামা অভিযোগ দায়ের করেছেন।

ছিনতাইকারীরা ব্যাগ টান দেওয়ায় রিকশা থেকে পড়ে নারীর মৃত্যু

স্টাফ রিপোর্টার : ঢাকার সাভারের আশুলিয়ায় ছিনতাইকারীদের কবলে পড়ে আহত ববিতা আক্তার (৩৭) চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন। তিনি হামলার ছয় মাস আগে তার স্বামীকে একটি কিডনি দিয়ে বাঁচিয়েছেন। গতকাল মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ৯টার দিকে ববিতা আক্তারের মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন সাভারের এনাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ডিউটি ইনচার্জ মো. ইউসুফ আলী। ববিতা আক্তার আশুলিয়ার বাইপাইল এলাকার মন্ডলবাড়ির নাদিম মন্ডলের স্ত্রী। পেশায় গৃহিণী ছিলেন তিনি। গত ১৫ এপ্রিল সন্তানদের সঙ্গে নিয়ে রেস্তোরাঁয় রাতের খাবার খেয়ে বাসায় ফেরার সময় ঢাকা-আরিচা মহাসড়কের পল্লিবিদ্যুৎ ও বাইপাইলের মাঝামাঝি এলাকায় ছিনতাইকারীর কবলে পড়ে গুরুতর জখম হন ববিতা। গত সোমবার রাত পৌনে ১২টার দিকে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান। ছিনতাইয়ের ঘটনায় গত ১৭ এপ্রিল ববিতার দেবর হৃদয় বাদী হয়ে মামলা দায়ের করেন। ববিতার ছেলে সাজু বলেন, গত ১৫ এপ্রিল আম্মু, আমি আর আমার ছোট বোন রাতের খাবার খেয়ে রিকশাযোগে ৭-এর পাতায় দেখুন

পুঁজিবাজারে সূচক কমলেও লেনদেন বেড়েছে

স্টাফ রিপোর্টার : সপ্তাহের তৃতীয় কার্যদিবস গতকাল মঙ্গলবার পুঁজিবাজারে সূচকের পতনের মধ্য দিয়ে লেনদেন শেষ হয়েছে। এদিন দেশের প্রধান শেয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) ও অপর বাজার চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জে (সিএসই) লেনদেন বেড়েছে। বাজার বিশ্লেষণে দেখা যায়, মঙ্গলবার ডিএসই প্রধান মূল্যসূচক ডিএসইএক্স ৪১ পয়েন্ট কমে ৫ হাজার ৬৩৩ পয়েন্টে অবস্থান করছে। অন্য দুই সূচকের মধ্যে শরিয়াহ সূচক ৭ পয়েন্ট এবং ডিএসই-৩০ সূচক ৩ পয়েন্ট কমে যথাক্রমে ১২৩৫ ও ১৯৮০ পয়েন্টে অবস্থান করছে। এদিন ডিএসইতে ৫৯৭ কোটি ৫৬ লাখ টাকার শেয়ার ও মিউচ্যুয়াল ফান্ডের লেনদেন হয়েছে। যা আগের কার্যদিবসের চেয়ে ২৩ কোটি টাকার লেনদেন বেড়েছে। আগের দিন ডিএসইতে ৫৭৪ কোটি ৯২ লাখ টাকার শেয়ার ও মিউচ্যুয়াল ফান্ডের লেনদেন হয়েছিল। গতকাল মঙ্গলবার ডিএসইতে ৩৯৬টি কোম্পানির শেয়ার ও মিউচ্যুয়াল ফান্ডের ইউনিটের লেনদেন হয়েছে। এগুলোর মধ্যে দাম বেড়েছে ৫০টি কোম্পানির, কমেছে ৩১০টি এবং অপরিবর্তিত রয়েছে ৩৬টি কোম্পানির শেয়ার ও মিউচ্যুয়াল ফান্ডের ইউনিটের দর। এদিন লেনদেনের শীর্ষে থাকা ১০ প্রতিষ্ঠান হলো, এশিয়াটিক ল্যাবরেটরিজ, লাভেলো আইসক্রিম, গোল্ডেন সন, অরিয়ন ইনফিউশন, বেস্ট হোল্ডিং, মালেক স্পিনিং, আলিফ ইন্ডাস্ট্রিজ, রবি, ফুওয়াং ফুড ও সেন্ট্রাল ফার্মা ।অপর শেয়ারবাজার চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জের (সিএসই) সার্বিক সূচক সিএএসপিআই এদিন ৩৪ পয়েন্ট কমে অবস্থান করছে ১৬ হাজার ১৫৪ পয়েন্টে। এদিন সিএসইতে হাত বদল হওয়া ২১৫টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে শেয়ার দর বেড়েছে ৪৩টির, কমেছে ১৪৫টি এবং অপরিবর্তিত রয়েছে ২৭টির কোম্পানির শেয়ার দর। মঙ্গলবার সিএসইতে ১৫ কোটি ৬৯ লাখ টাকার শেয়ার ও ইউনিটের লেনদেন হয়েছে। যা আগের দিনের চেয়ে ৪ কোটি টাকার লেনদেন বেড়েছে। আগের দিন সিএসইতে লেনদেন হয়েছিল ১১ কোটি ৪৫ লাখ টাকা।

ঢাবির সুইমিংপুলে শিক্ষার্থীর মৃত্যুর ঘটনায় তদন্ত কমিটি

স্টাফ রিপোর্টার : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) সুইমিংপুলে মো. সোহাদ হক নামের এক শিক্ষার্থী মৃত্যুতে সুইমিংপুলের ব্যবস্থাপনায় অবহেলা বা ত্রুটি খতিয়ে দেখতে পাঁচ সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার উপাচার্যের রুটিন দায়িত্বে নিয়োজিত উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ এ কমিটি গঠন করেন। কমিটিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অধ্যাপক ড. মো. মাকসুদুর রহমানকে আহ্বায়ক এবং সহকারী প্রক্টর অধ্যাপক ড. মো. আব্দুল মুহিতকে সদস্য সচিব করা হয়েছে। কমিটির অন্যান্য সদস্য হলেন, দর্শন বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. শাহ্ কাওসার মুস্তাফা আবুলউলায়ী, বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট সদস্য এবং তথ্য বিজ্ঞান ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মোহাম্মদ শরিফ উল ইসলাম এবং বাংলা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ও হাজী মুহম্মদ মুহসীন হলের আবাসিক শিক্ষক মো. জসিম উদ্দিন। কমিটিকে তদন্ত কাজ সম্পন্ন এবং সুইমিংপুলের ব্যবস্থাপনায় কোনো অবহেলা বা ত্রুটি আছে কি না, তা চিহ্নিত করে আগামী সাত কার্যদিবসের মধ্যে ৭-এর পাতায় দেখুন

যুক্তরাষ্ট্র থেকে পার্সেলে তরুণদের কাছে আসছে কোটি টাকার মাদক

স্টাফ রিপোর্টার : আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়া অঙ্গরাজ্য থেকে বাংলাদেশের ডাক বিভাগের বৈদেশিক শাখায় পার্সেরের মাধ্যমে আসছে উচ্চ মূল্যের মাদক। এসব মাদক তরুণ বয়সী একটি সংঘবদ্ধ চক্রের মাধ্যমে রাজধানীর অভিজাত এলাকায় ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। এমনই একটি চক্রের সদস্যদের প্রায় কোটি টাকার মাদকসহ গ্রেফতার করা হয়েছে। গত সোমবার অভিযান চালিয়ে জব্দ করা হয়েছে টেট্রাহাইড্রো ক্যানাবিনলযুক্ত কুশ (বিশেষ ধরনের গাঁজা) ও গাঁজার তৈরি চকলেট ও কেক। গ্রেফতার করা হয়েছে তিন জনকে। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদফতরের (ডিএনসি) ঢাকা মেট্রোপলিটন কার্যালয় (উত্তর) মাদকসহ তাদের আটক করে। ডিএনসি জানায়, যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া থেকে বাংলাদেশ ডাক বিভাগের বৈদেশিক শাখায় খেলনা বাক্সের একটি পার্সেল আসে। গোয়েন্দা তথ্যে ভিত্তিতে পার্সেলটি জব্দ করা হয়। পরে বক্সটি খুলে দেখা যায়, খেলনার বাক্সে উচ্চমূল্যের মাদক টেট্রাহাইড্রো ক্যানাবিনলযুক্ত কুশ, গাঁজার চকলেট ও কেক। যার বাজার মূল্য প্রায় কোটি টাকা। পার্সেলে একটি ঠিকানা ও মোবাইল নম্বর দেওয়া ছিল। তবে ঠিকানাটা ছিল ভুল। তাই মোবাইল নম্বর ধরে অভিযান চালায় ডিএনসি। পরে সাভার আশুলিয়ার বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে সংশ্লিষ্ট তিনজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তারা হলেনড়মো. রাসেল মিয়া (২০), রমজান মিয়া (২১) ও মো. ইমরান ওরফে রাজ (২০)। পার্সেলের ভেতরে ছয়টি প্যাকেটে ছিল টেট্রাহাইড্রো ক্যানাবিনলযুক্ত কুশ (আমেরিকার তৈরি), যার ওজন এক কেজি ৩০০ গ্রাম। এছাড়াও আমেরিকায় তৈরি গাঁজার ৯টি চকলেট ও গাঁজার ১০টি কেক।

গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে রাজধানীর সেগুনবাগিচায় ডিএনসির প্রধান কার্যালয়ে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য জানান সংস্থাটির মহাপরিচালক (ডিজি) মুস্তাকীম বিল্লাহ ফারুকী। তিনি বলেন, রবিবার (২১ এপ্রিল) পল্টনের পুরাতন ডাক ভবনের বৈদেশিক ডাকের সিইডি/ডিসিএল শাখা থেকে ক্যালিফোর্নিয়া থেকে খেলনার বক্সে করে আসা প্রায় কোটি টাকা মূল্যের বিপুল পরিমাণ মাদক জব্দ করা হয়।

পার্সেলে থাকা মোবাইল নম্বর ধরে প্রযুক্তির সহায়তায় আশুলিয়ার কাঠগড়া বাজার এলাকায় অভিযান চালিয়ে প্রথমে রাসেল মিয়াকে গ্রেফতার করা হয়। জিজ্ঞাসাবাদে তিনি জানান, পার্সেলটি তিনি ডেলিভারি নেবেন। পরে তার কাছ থেকে টাকার বিনিময়ে রিসিভ করার কথা ছিল রমজান মিয়ার। পরে আশুলিয়ার আমতলা এলাকা থেকে রমজানকে গ্রেফতার করা হয়। রমজানক জিজ্ঞাসাবাদে জানায়, তাকে টাকার বিনিময়ে পার্সেলটি রিসিভ করতে বলেন মো. ইমরান ওরফে রাজ। এরপর আমতলা থেকেই গ্রেফতার করা হয় রাজকে। তারা দুই জন ৭-এর পাতায় দেখুন

সাভারে দু'দিনে ২ মাদ্রাসাছাত্র নিখোঁজ

স্টাফ রিপোর্টার : ঢাকার সাভারের আশুলিয়ার একটি মাদ্রাসা থেকে আবু বকর সিদ্দিক (১২) নামের এক শিক্ষার্থী নিখোঁজ হয়েছে। এ ঘটনায় আশুলিয়া থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করেছে পরিবার। আশুলিয়ার কবিরপুর এলাকার মুন্সী-বাড়ি গোলাম নবী হাফিজিয়া মাদ্রাসা থেকে শনিবার নিখোঁজ হয় আবু বকর। সে মানিকগঞ্জ জেলার দৌলতপুর থানার বাচামড়া ইউনিয়নের কৈল পূর্বপাড়া এলাকার মো. নুরুজ্জামান মোল্লার ছেলে। এক বছর ধরে ওই মাদ্রাসায় পড়াশোনা করছে সে। আবু বকরের বাবা নুরুজ্জামান মোল্লা গতকাল মঙ্গলবার বলেন, গত শনিবার আমার ছেলে মাদ্রাসায় যায়। গিয়ে মাদ্রাসার হুজুরের মোবাইল দিয়ে আমার সঙ্গে কথা বলে। হুজুরও নিশ্চিত করেন আবু বকর মাদ্রাসায় পৌঁছেছে। সেদিন আসরের নামাজের পর থেকে নাকি আমার ছেলে নিখোঁজ হয়। তিনি বলেন, মাদ্রাসার হুজুর আমাকে রোববার ফোন করে জানান, আগের দিন বিকেল থেকে আবু বকরকে পাওয়া যাচ্ছে না। এরপর আমি আমার সম্ভাব্য সব স্থানে খোঁজখবর নেই। কিন্তু কোনো সন্ধান পাইনি। পরে ৭-এর পাতায় দেখুন

সম্পাদক ও প্রকাশক : মোহাম্মদ আলী কর্তৃক গাজী ভবন (৩য় তলা), প্লট : ৩৫, রোড : ২, ব্লক : খ, সেকশন : ৬, মিরপুর, ঢাকা থেকে প্রকাশিত। তুহিন প্রেস, ২১৯/২, ফকিরাপুল (১ম গলি), মতিঝিল, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।
ফোন : ০৯৬৩৮-৩৬০৭৪৩, **ই-মেইল :** news.manabikbangladesh@gmail.com, **ওয়েবসাইট :** www.manabikbangladesh.com.

উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে শিবগঞ্জে

সাবেক সহসভাপতি শামিম রেজা, উপজেলা ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম, শাহাবাজপুর ইউনিয়ন ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি মো. ইব্রাহিম, কেন্দ্রীয় মুক্তিযোদ্ধা সংসদ সন্তান কমান্ডের সহসভাপতি আল মামুন ও বিশিষ্ট ব্যবসায়ী নাজমুল আলম উজ্জল। এছাড়া মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান প্রার্থী হলেন- বর্তমান মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান শিউলী বেগম, আওয়ামী লীগের নেত্রী মোসা. নুরজাহান ও মুসলেমা খাতুন। ভাইস চেয়ারম্যান পদে অংশগ্রহণকারীদের সবাই আওয়ামী লীগের রাজনীতির সাথে জড়িত। নির্বাচনে অংশ গ্রহণকারী সকল প্রার্থীই জয়ের বিষয়ে আশাবাদী।

ঢাকা ছেড়েছেন কাতারের আমির

চুক্তি ছাড়াও পাঁচটি সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) স্বাক্ষরিত হয়েছে। যার মধ্যে রয়েছে, জনশক্তি কর্মসংস্থান (শ্রম), বন্দর (এমরিউএএনআই কাতার এবং চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ), বাংলাদেশ ও কাতারের মধ্যে শিক্ষা, উচ্চশিক্ষা ও বৈজ্ঞানিক গবেষণা, যুব ও ক্রীড়া ক্ষেত্রে এবং বাংলাদেশ ও কাতারের মধ্যে কূটনৈতিক প্রশিক্ষণে সহযোগিতার স্মারকও স্বাক্ষরিত হয়। অনুষ্ঠানে কাতারের আমির শেখ তামিম বিন হামাদ আল থানির নামে রাজধানী ঢাকার একটি সড়ক ও একটি পার্কের নামকরণ করা হয়। ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের অধীনে মিরপুরের কালশী এলাকার বালুর মাঠে পার্কটি নির্মাণ করা হচ্ছে। মিরপুর ইসিবি চত্বর থেকে কালশী ফ্লাই ওভার পর্যন্ত সড়কটির নামকরণ করা হয়েছে কাতারের আমিরের নামে। এখন থেকে রাস্তা ও পার্কটি শেখ তামিম বিন হামাদ আল থানি অ্যাভিনিউ এবং শেখ তামিম বিন হামাদ আল থানি পার্ক নামে পরিচিত হবে। সব শেষ আনুষ্ঠানিকতায় আমির পিএমও ত্যাগ করে বঙ্গভবনে যান। সেখানে রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন কাতারের আমিরের সম্মানে মধ্যাহ্নভোজের আয়োজন করেন। এর আগে গত সোমবার বিকেলে ঢাকায় আসেন কাতারের আমির। বিমানবন্দরে আমিরকে স্বাগত জানান রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন। টানা চতুর্থ মেয়াদে শেখ হাসিনা সরকার গঠনের পর মধ্যপ্রাচ্যের কোনো দেশ থেকে এটি ছিল প্রথম উচ্চ পর্যায়ের সফর। আর এর মধ্য দিয়ে ২০০৫ সালের পর কাতারের কোনো আমির ঢাকা সফর করলেন।

ঢাকার পয়ঃবর্জ্য-গ্যাস লাইন পরীক্ষায়

হয়। আদালতে বাদী পক্ষে ছিলেন সিনিয়র অ্যাডভোকেট মনজিল মোরসেদ। তিতাসের পক্ষে ছিলেন আইনজীবী আবুল বাশার টুটুল। আইনজীবী মনজিল মোরসেদ জানান, শুনানি শেষে আদালত ওয়াসাকে একটি কমিটি গঠন করতে নির্দেশ দেন। ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের দুইজন প্রতিনিধি, তিতাস গ্যাসের একজন প্রতিনিধি ও রাজউকের একজন প্রতিনিধির সমন্বয় পাঁচ সদস্যের এ কমিটি গঠন করে আদালতের আদেশ বাস্তবায়নের জন্য আগামী ৩০ এপ্রিলের মধ্যে প্রতিবেদন দাখিলের নির্দেশ দেন। এছাড়াও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে কোনো ত্রুটি পেলে তা সংশোধন করার নির্দেশনা দেন। শুনানিতে অ্যাডভোকেট মনজিল মোরসেদ বলেন, ঢাকা শহরের প্রতিটি বাড়ি ঘরে ওয়াসার যে পয়ঃ নিষ্কাশন ও তিতাস গ্যাসের যে লাইন দেওয়া হয়েছে তা সময়ে সময়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করার বিধান থাকলেও কর্তৃপক্ষ তা না করায় অনেক সময় দুর্ঘটনা হয়। যে কারণে মানুষ মৃত্যুবরণ করে। এ ধরনের অযাচিত মৃত্যু থেকে মানুষকে রক্ষার জন্য ওয়াসা ও তিতাস গ্যাসকে যথাযথ ভূমিকা পালনের নির্দেশনা দেওয়া প্রয়োজন।

হিট স্ট্রোকের ঝুঁকি কমাতে স্বাস্থ্য

বেড়ে যায়, প্রস্রাব কমে যায়, প্রস্রাবে জ্বালাপোড়া হয়, খিঁচুনি এবং অজ্ঞান হওয়ার মতো কোনো লক্ষণ দেখা দেয়, তাহলে অবিলম্বে হাসপাতালে যান এবং ডাক্তারের পরামর্শ নিন।

উপজেলা পরিষদ নির্বাচনের প্রথম

প্রয়োজন পড়বে না। আগামী ৮ মে প্রথম ধাপে দেড়শ উপজেলা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। ইতোমধ্যে প্রার্থীরা প্রতীক নিয়ে প্রচারে নেমে পড়েছেন।

জাতীয়করণের নেতৃত্ব দেওয়া

কমিটি কর্তৃক আনীত অভিযোগ- সাহিদা প্রাতিষ্ঠানিক এমপিওভুক্ত করার প্রলোভন দেখিয়ে দাবিকৃত ছয় লাখ টাকার মধ্যে সাড়ে চার লাখ টাকা নগদ আত্মসাৎ: ২০২০ সালে করোনা অতিমারীর সময় শিক্ষকদের প্রভিডেন্ট ফান্ডের এক লাখ ৯৮ হাজার টাকা নগদ আত্মসাৎ: 'জি কিবরিয়া অ্যান্ড কোং' ফার্মের অডিটে ২০১০ সাল থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত যাবতীয় তথ্য-উপাত্ত উপস্থাপনে ব্যর্থ; আয়ের খাতে এক কোটি ৪২ লাখ সাত হাজার ৪৮৯ টাকা নগদ অসংগতি; ব্যয়ের খাতে এক কোটি ৪৩ লাখ ৪৭ হাজার ২৫০ টাকা অসংগতি; ২০১৬ সালে জাল সনদ ও খাতা টেম্পারিংয়ের মাধ্যমে নিজ আত্মীয় হোসেন শেখকে নিয়োগ দেওয়া; নতুন কারিকুলামের ব্যাপারে অসহযোগিতা; বিদ্যালয়ে সময় না দিয়ে ব্যবসায় ও শিক্ষক রাজনীতিতে সরব অংশগ্রহণ; বিধিবহির্ভূতভাবে অর্থাক্ষ পদবি ব্যবহার; রেজুলেশন বহি বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ নথি নিজ জিম্মায় রাখা। চিঠিতে বলা হয়, গত ২৮ মার্চ শিক্ষা বোর্ডের আপিল অ্যান্ড আরবিট্রেশন কমিটির সভায় বাদী ও বিবাদী উভয়ের উপস্থিতিতে তদন্ত প্রতিবেদনের সুপারিশ এবং অভিযোগসমূহ পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণপূর্বক ম্যানেজিং কমিটি কর্তৃক চূড়ান্ত বরখাস্তের বিষয়টি প্রমাণিত হয় বিধায় তাকে চাকরি থেকে অব্যাহতি দেওয়ার জন্য সুপারিশ করা হয়। গত ৪ এপ্রিল অনুষ্ঠিত ২৩০তম বোর্ড সভায় বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক (বরখাস্তকৃত) মো. কাওছার আলী শেখের চূড়ান্ত বরখাস্তকরণের বিষয়ে ম্যানেজিং কমিটির গৃহীত সিদ্ধান্তটি অনুমোদন দেওয়া হয়। এর আগে ম্যানেজিং কমিটি তার বিরুদ্ধে প্রতিষ্ঠানের আয়ের খাতে এক কোটি ৪২ লাখ সাত হাজার ৪৮৯ টাকা এবং ব্যয়ের খাতে এক কোটি ৪৩ লাখ ৪৭ হাজার ২৫০ টাকা দুর্নীতির অভিযোগে তাকে সাময়িক বরখাস্ত করে। এছাড়া শিক্ষকদের প্রভিডেন্ট ফান্ডের এক লাখ ৯৮ হাজার টাকা আত্মসাতের অভিযোগ আনা হয়েছিল।

তীব্র গরমে স্বস্তির

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ট্রপিক্যাল ইনফেকশাস ডিজিজেস (বিআইটিআইডি) অধ্যাপক ডা. মামুনুর রশীদ বলেন, কিছুতেই বাইরে বিক্রি হওয়া খোলা শরবত খাওয়া যাবে না। কেননা এসব শরবত খেয়ে মানুষ নানা-বিধ অসুখে আক্রান্ত হচ্ছেন। তিনি বলেন, হাসপাতালে ভর্তি হওয়া অনেক রোগী র সঙ্গে কথা বলে জেনেছি, তীব্র গরমের অস্বস্তিতে সড়কে-ফুটপাতে বিক্রি হওয়া শরবত খেয়েছে। এতে ডায়রিয়াসহ নানা রোগে আক্রান্ত হয়েছে। এ গরমে প্রয়োজন না হলে ঘর থেকে বের না হওয়াই ভালো। বের হলেও ছায়া যুক্ত স্থানে থাকতে হবে। বেশি করে পানি খেতে হবে। অবশ্যই বাড়িতে যে পানি পান করা হয় সেটি হলে ভালো হয়। ফলের রস খেলেও ভালো। চট্টগ্রাম আবহাওয়া অফিসের পূর্বাভাস কর্মকর্তা মো. জহিরুল ইসলাম বলেন, সোমবার চট্টগ্রামে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ৩৪ দশমিক ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। সর্বনিম্ন ২৮ দশমিক ৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। তবে এপ্রিল মাসে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা থাকার কথা ২৩.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। বাতাস কম গেলে বৃষ্টিপাত হতে পারে।

ঢাকার পয়ঃবর্জ্য-গ্যাস লাইন পরীক্ষায়

ওয়াসাকে একটি কমিটি গঠন করতে নির্দেশ দেন। ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের দুইজন প্রতিনিধি, তিতাস গ্যাসের একজন প্রতিনিধি ও রাজউকের একজন প্রতিনিধির সমন্বয় পাঁচ সদস্যের এ কমিটি গঠন করে আদালতের আদেশ বাস্তবায়নের জন্য আগামী ৩০ এপ্রিলের মধ্যে প্রতিবেদন দাখিলের নির্দেশ দেন। এছাড়াও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে কোনো ত্রুটি পেলে তা সংশোধন করার নির্দেশনা দেন। শুনানিতে অ্যাডভোকেট মনজিল মোরসেদ বলেন, ঢাকা শহরের প্রতিটি বাড়ি ঘরে ওয়াসার যে পয়ঃ নিষ্কাশন ও তিতাস গ্যাসের যে লাইন দেওয়া হয়েছে তা সময়ে সময়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করার বিধান থাকলেও কর্তৃপক্ষ তা না করায় অনেক সময় দুর্ঘটনা হয়। যে কারণে মানুষ মৃত্যুবরণ করে। এ ধরনের অযাচিত মৃত্যু থেকে মানুষকে রক্ষার জন্য ওয়াসা ও তিতাস গ্যাসকে যথাযথ ভূমিকা পালনের নির্দেশনা দেওয়া প্রয়োজন।

চাল আমদানির অনুমোদন দিলেও

চলতি অর্থবছরে অভ্যন্তরীণ বাজারে চালের সরবরাহ বৃদ্ধি ও মূল্য স্থিতিশীল রাখতে গত ৭ ফেব্রুয়ারি আমদানি শুল্ক অব্যাহতি দিয়ে শুধুমাত্র ৫ শতাংশ নিয়ন্ত্রণমূলক শুল্ক নির্ধারণ করে বেসরকারি খাতে চাল আমদানির অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। আগামী ১৫ মে পর্যন্ত এ সুবিধা বহাল রাখা হয়েছে। কিন্তু দুই মাসের বেশি সময় পেরিয়ে গেলেও সর্বশেষ গত ১৫ এপ্রিল পর্যন্ত বেসরকারি পর্যায়ে কোনো চাল আমদানি হয়নি। তবে আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ইতোমধ্যে বেসরকারি ৮০টি প্রতিষ্ঠানকে চাল আমদানির অনুমতি দেওয়া হয়েছে। প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রস্তাবিত মোট চাল আমদানির লক্ষ্যমাত্রা হচ্ছে ২ লাখ ৭ হাজার মেট্রিক টন। এর মধ্যে ১ লাখ ৪০ হাজার মেট্রিক টন সিদ্ধ চাল ও ৬৭ হাজার মেট্রিক টন আতপ চাল রয়েছে। খাদ্য মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, গত পাঁচ বছরে (মার্চ ২০২০-মার্চ ২০২৪) অভ্যন্তরীণ বাজারে প্রতি কেজি মোটা চালের খুচরা মূল্য প্রায় ১৮ টাকা বেড়েছে। আলোচ্য সময়ে ২০২০ সালের মার্চে অভ্যন্তরীণ বাজারে প্রতি কেজি মোটা চালের খুচরা মূল্য ছিল সর্বনিম্ন। অন্যদিকে আন্তর্জাতিক বাজারে চালের সর্বনিম্ন দাম ছিল ২০২২ সালের মার্চে। তখন এটি ছিল ২০২০ সালের চেয়েও কম। কিন্তু অভ্যন্তরীণ বাজারে তখন প্রতি কেজি মোটা চালের খুচরা মূল্য ছিল ২০২০ সালের চেয়েও প্রায় ১২ টাকা বেশি। অর্থাৎ আন্তর্জাতিক বাজারে চালের দাম কমলেও ওই সময়ে অভ্যন্তরীণ বাজারে চালের দাম কমেনি, বরং বেড়েছে। খাদ্য মন্ত্রণালয়ের তথ্য বলছে, ২০২০ সালের মার্চে অভ্যন্তরীণ বাজারে প্রতি কেজি মোটা চালের খুচরা মূল্য ছিল ৩১ টাকা ৪৬ পয়সা। ওই সময়ে আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতি মেট্রিক টন সিদ্ধ চালের এফওবি দর ছিল ৪৭৯ ডলার (থাইল্যান্ড) ও ৩৬৪ ডলার (ভারত) এবং থাইল্যান্ডের আতপ ৪৯৫ ডলার। পরবর্তীতে ২০২২ সালের মার্চে আন্তর্জাতিক বাজারে চালের দর অনেকটা কমে যায়। ওই সময় প্রতি মেট্রিক টন সিদ্ধ চালের এফওবি দাম ছিল ৩৯৯ ডলার (থাইল্যান্ড) ও ৩৬৪ ডলার (ভারত) এবং থাইল্যান্ডের আতপ ৪০০ ডলার। আন্তর্জাতিক বাজারে দাম কমলেও এ সময় অভ্যন্তরীণ বাজারে প্রতি কেজি মোটা চালের খুচরা মূল্য ছিল ৪৩ টাকা ২৪ পয়সা। অর্থাৎ আগের চেয়ে বেশি।

তাপপ্রবাহে স্কুল-কলেজে ছুটি না

শিক্ষার ঘাটতি পূরণে অনেকটাই সহায়তা হবে বলে মনে করেন অভিভাবক ঐক্য ফোরাম সভাপতি জিয়াউল কবির দুলু।

বেনজীরের দুর্নীতির অভিযোগ

ক্ষমতার অপব্যবহার নিয়ে পর পর দুটি অনুসন্ধানী প্রতিবেদন প্রকাশের পরও কমিশন অনুসন্ধানের উদ্যোগ নেয়নি। যে কারণে গত ৪ এপ্রিল দুদক চেয়ারম্যানকে চিঠি দিয়ে অনুসন্ধানের উদ্যোগ নিতে অনুরোধ করি। এতেও কাজ না হওয়ায় গত ১৮ এপ্রিল বিবাদীদের আইনি নোটিশ দিই। নোটিশ প্রাপ্তির তিনদিনের মধ্যে স্বউদ্যোগে অনুসন্ধানের অনুরোধ করি। যথারীতি সাড়া না পেয়ে কমিশনের নিষ্ক্রিয়তা চ্যালেঞ্জ করে রিট আবেদন করি। দুদক চেয়ারম্যান, কমিশনার (তদন্ত), কমিশনার (অনুসন্ধান) ও দুদক সচিবকে বিবাদী করা হয়েছে রিটে। অনুসন্ধানের নির্দেশনা চাওয়ার পাশাপাশি রিটে রুল চাওয়া হয়। দৈনিক কালের কণ্ঠে প্রকাশিত প্রতিবেদনে বেনজীর আহমেদের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ স্বউদ্যোগে অনুসন্ধান সংক্রান্ত দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ এর ১৭(গ) ধারা বাস্তবায়নে বিবাদীদের নিষ্ক্রিয়তা ও ব্যর্থতা কেন আইনগত কর্তৃত্ব বহির্ভূত ঘোষণা করা হবে না, মর্মে রুল চাওয়া হয়েছে রিটে। 'কমিশনের কার্যাবলী' শিরোনামে দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ এর ১৭(গ) ধারায় বলা হয়েছে, দুর্নীতি সম্পর্কিত কোনো অভিযোগ স্বউদ্যোগে বা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি বা তার পক্ষে অন্য কোনো ব্যক্তি আবেদন করলে সে আবেদনের ভিত্তিতে কমিশন অনুসন্ধান করতে পারে। সাবেক পুলিশ প্রধান বেনজীর আহমেদের বিপুল সম্পদ অর্জনে নেপথ্যের অনিয়ম-দুর্নীতি, পদ-ক্ষমতার অপব্যবহার নিয়ে কালের কণ্ঠে প্রকাশিত অনুসন্ধানী প্রতিবেদন দেশে-বিদেশে ব্যাপক সাড়া ফেলে। এ দুই প্রতিবেদনের বরাত দিয়ে প্রতিবেদন করে আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমও। এসব প্রতিবেদনের ভিত্তিতে স্বউদ্যোগে অনুসন্ধানের নামতে রোববার কমিশনের চেয়ারম্যানের দপ্তরে আবেদন করেন হবিগঞ্জ-৪ আসনের সংসদ সদস্য ও সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী সৈয়দ সায়েদুল হক সুমন। সুমনের আবেদনে বেনজীর আহমেদের পাশাপাশি তার স্ত্রী জিসান মির্জা, দুই মেয়ে ফারহিন রিশতা বিনতে বেনজীর ও তাহসিন রাইসা বিনতে বেনজীরের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ অনুসন্ধান করে ব্যবস্থা নিতে অনুরোধ জানানো হয়েছে। এর মধ্যে রিট আবেদন করে উচ্চ আদালতের শরণাপন্ন হলেন আইনজীবী সালাহ উদ্দিন রিগ্যান।

পার্বত্য তিন উপজেলার ভোট স্থগিত

কর্মকর্তাদের সমন্বিতভাবে কাজ করার নির্দেশনা দেওয়া হয়। তিনি জানান, উল্লেখযোগ্য সিদ্ধান্তের মধ্যে রয়েছে প্রথমবারের মতো উপজেলা নির্বাচনে অন্য স্থানীয় সরকার নির্বাচনের চেয়ে বেশি সংখ্যক আইন শৃঙ্খলাবাহিনীর সদস্য মোতায়েন করা হবে; চার ধাপে ভোট হওয়ায় জেলা পর্যায়ে সংশ্লিষ্টদের চাহিদা অনুযায়ী মোতায়েন করা হবে। তিনি বলেন, পার্বত্য জেলা বান্দরবানে বিশেষ করে রুমা, থানচি ও রোয়াংছড়িতে যৌথ বাহিনীর অভিযান চলমান রয়েছে; আপাতত এ তিনটি উপজেলার নির্বাচন স্থগিত করা হয়েছে। পরবর্তীতে সুবিধাজনক সময়ে এ নির্বাচন করা হবে। অপারেশন চলমান থাকায় গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর সুপারিশের ভিত্তিতে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আগামী ৮ মে রোয়াংছড়ি ও থানচিতে ভোট হওয়ার কথা ছিল। রুমায় ভোট হওয়ার কথা ছিল ২১ মে। এবার প্রথম ধাপে ১৫০টি ও দ্বিতীয় ধাপে ১৬০টি উপজেলায় নির্বাচন করার কথা রয়েছে। তৃতীয় ধাপে ১১২টির ভোট ২৯ মে এবং চতুর্থ ধাপের ভোট হবে ৫ জুন। প্রসঙ্গত, ২ এপ্রিল রুমা উপজেলার সোনালী ব্যাংকে ডাকাতি করে অর্থ লুট করে একদল সশস্ত্র হামলাকারী। পুলিশের ১০টি এবং আনসার সদস্যদের ৪টি অস্ত্রও লুট করে নিয়ে যায় তারা। অপহরণ করা হয় ব্যাংকটির ব্যবস্থাপক নেজাম উদ্দিনকে। দুদিন পর রুমার একটি পাহাড়ি এলাকা থেকে ছাড়া পান তিনি। রুমার ঘটনার একদিন পর ৩ এপ্রিল থানচির সোনালী ও কৃষি ব্যাংকেও দিনদুপুরে অর্থ লুটের ঘটনা ঘটে। দুটি ঘটনায় পাহাড়ে সশস্ত্র সংগঠন কুকি চিন ন্যাশনাল ফ্রন্ট (কেএনএফ) জড়িত বলে জানিয়েছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। এরপর থেকে লুট হওয়া অস্ত্র-অর্থ উদ্ধার এবং সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে রুমা ও থানচিতে অভিযান চালাচ্ছে যৌথ বাহিনী। অভিযানে অংশ নিচ্ছেন সেনাবাহিনী, বিজিবি, র‍্যাব ও পুলিশ সদস্যরা।

স্থিতিশীল সরকার থাকায় দেশে

স্থিতিশীল সরকার ছিল বলে বিস্ময়কর উন্নয়ন হয়েছে। খুনের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল বন্ধ হয়েছে। গণতন্ত্র স্থিতিশীলতা ছিল বলে এমন উন্নয়ন হয়েছে। তিনি আরও বলেন, আওয়ামী লীগ একমাত্র দল, যে দলটি স্বাধীন ও শক্তিশালী নির্বাচন কমিশন গঠন করেছে। তার আগে খালেদা জিয়ার অধিনে ছিল নির্বাচন কমিশন। ভুয়া দিয়ে নির্বাচন করা হয়। ভুয়া ভোটার দিয়ে ভুয়া নির্বাচন করেছেন তিনি। আওয়ামী লীগই দেশের একমাত্র দল, যেটি নির্বাচন ব্যবস্থাকে স্বাধীন ও কর্তৃত্বপূর্ণ করেছে।

বাংলাদেশ থেকে আরও কর্মী নিতে

জোরদার হবে। বাংলাদেশে এলএনজি সরবরাহ করায় কাতার সরকারকে ধন্যবাদ জানিয়ে রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন ভবিষ্যতে জ্বালানিসহ বিভিন্ন খাতে কাতারের সহযোগিতা বৃদ্ধি পাবে বলেও আশা প্রকাশ করেন। বৈঠকে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত মন্ত্রী, সচিব ও রাষ্ট্রপতির সচিবরা উপস্থিত ছিলেন।

বাংলাদেশে মানবাধিকার পরিস্থিতির

মতপ্রকাশ সীমিত করার জন্য ফৌজদারি মানহানি আইনের ব্যবহার, গণমাধ্যমের স্বাধীনতা ও ইন্টারনেট ক্ষেত্রে স্বাধীনতার ওপর গুরুতর বিধি-নিষেধের কথা বলা হয়েছে। মানবাধিকার লঙ্ঘনের জন্য ব্যাপক দায়মুক্তির অসংখ্য তথ্য পাওয়া গেছে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সরকার মানবাধিকার লঙ্ঘনকারী কর্মকর্তা বা নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যদের চিহ্নিত করতে এবং শাস্তি দেওয়ার জন্য বিশ্বাসযোগ্য পদক্ষেপ নেয়নি। বাংলাদেশে মানবাধিকারের সমস্যা হিসেবে শান্তিপূর্ণ সমাবেশের স্বাধীনতা ও সংস্থার স্বাধীনতায় উল্লেখযোগ্য হস্তক্ষেপের কথা বলা হয়েছে এই প্রতিবেদনে। এছাড়া সংগঠন, অর্থায়ন বা বেসরকারি ও নাগরিক সমাজ সংস্থাগুলো পরিচালনায় সুযোগ অত্যন্ত সীমিত করে আইন প্রণয়নসহ চলাচলের স্বাধীনতার ওপর বিধি-নিষেধ; অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে শান্তিপূর্ণভাবে সরকার পরিবর্তন করতে নাগরিকদের অক্ষমতার কথা প্রতিবেদনে বলা হয়েছে। প্রতিবেদনে রাজনৈতিক অংশগ্রহণের ওপর গুরুতর ও অযৌক্তিক বিধি-নিষেধ, সরকারি খাতে বড় ধরনের দুর্নীতি, দেশীয় ও আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থাগুলোর ওপর গুরুতর বিধি-নিষেধকে সমস্যা হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রতিবেদনে বাল্যবিবাহ, লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা, যৌন সহিংসতা, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ওপর সহিংসতার তথ্য তুলে ধরা হয়েছে। এছাড়া লেসবিয়ান, গে, বাইসেক্সুয়াল, ট্রান্সজেন্ডার, কুয়ার বা ইন্টারসেক্স (এলজিবিটিকিউআই) ব্যক্তি, ট্রেড ইউনিয়ন ও শ্রমিকদের সংগঠনের স্বাধীনতার ওপর উল্লেখযোগ্য বিধি-নিষেধের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

বাংলাদেশ-কাতারের মধ্যে ১০ চুক্তি

সুলতান বিন সাদ আল মুরাইখি ও বাংলাদেশের অর্থ প্রতিমন্ত্রী ওয়াসিকা আয়শা খান, তৃতীয়টিতে কাতারের পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী সুলতান বিন সাদ আল মুরাইখি ও বাংলাদেশের আইনমন্ত্রী আনিসুল হক, চতুর্থটিতে কাতারের পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী সুলতান বিন সাদ আল মুরাইখি ও বাংলাদেশের নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী এবং পঞ্চমটিতে কাতার চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির চেয়ারম্যান শেখ খলিফা বিন জসিম আল থানি ও বাংলাদেশের ফেডারেশন অব চেম্বার্স অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজের (এফবিসিসিআই) প্রেসিডেন্ট মাহবুবুল আলম সই করেন। সমঝোতা স্মারকগুলোর মধ্যে সব কটিতে কাতারের পক্ষে পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী সুলতান বিন সাদ আল মুরাইখি এবং বাংলাদেশের পক্ষে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, যুব ও ক্রীড়া, প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রীরা সই করেন। এছাড়া রাজধানীর কালশী মোড় থেকে ইসিবি চত্বর পর্যন্ত সড়কেক কাতারের আমির শেখ তামিম বিন হামাদ আল থানি অ্যাভিনিউ নামকরণ করা হয়। কালশী বালুর মাঠে নির্মাণাধীন পার্কটির নাম রাখা হয় শেখ তামিম বিন হামাদ আল থানির নামে। এর আগে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে শিমুল হলে একান্ত বৈঠক হয় শেখ হাসিনা ও শেখ তামিম বিন হামাদ আল থানির। পরে চামেলী হলে দুদেশের প্রতিনিধিদের নিয়ে দ্বিপক্ষীয় বৈঠক করেন প্রধানমন্ত্রী ও আমির। তারও আগে সকাল সোয়া ১০টায় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে পৌঁছালে টাইগার গেটে কাতারের আমিরকে ফুল দিয়ে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। গতকাল মঙ্গলবার সকালে বঙ্গভবনে রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিনের সঙ্গে বৈঠক করেন কাতারের আমির। গত সোমবার বিকেলে দুদিনের রাষ্ট্রীয় সফরে ঢাকায় আসেন কাতারের আমির শেখ তামিম বিন হামাদ আল থানি। ঢাকার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছালে তাকে লালগালিচা সংবর্ধনা দিয়ে স্বাগত জানান রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন।

দেড় বছরেও চালু হয়নি বিশেষায়িত শিশু হাসপাতালের কার্যক্রম

স্টাফ রিপোর্টার : উদ্বোধনের প্রায় দেড় বছর হতে চললেও চালু হয়নি রাজশাহী শিশু হাসপাতালের কার্যক্রম। এ বিষয়ে নির্মাণকাজের তদারকির দায়িত্বে থাকা কর্মকর্তার ভাষ্য, 'নির্মাণকাজ শেষ করার পর প্রথম দফার করা রঙ উঠে যাওয়ায় মাস খানেক আগে আবারও রঙ করা হয়েছে। কিন্তু হাসপাতালটি কেউ বুঝে নিচ্ছেন না। অথচ, অন্যান্য কাজে দেখা যায়, সংশ্লিষ্ট বিভাগ বা কর্মকর্তারা আমাদের দ্রুত কাজ শেষ করতে তাগিদ দেন, আর এখানে পুরোটাই উল্টো চিত্র। এখানে এক বছরের অধিক সময় ধরে কাজ শেষ করে বসে আছি কিন্তু কারো কোনো খোঁজ নেই। স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মকর্তাদের অনেকবার বলেছি, ভবন বুঝে নিতে, কিন্তু তারাও নিচ্ছেন না। আর এই বক্তব্যে প্রেক্ষিতে রাজশাহীর সিভিল সার্জনের ভাষ্য, গণপূর্ত বিভাগের পক্ষ থেকে আমাদেরকে এখনও চিঠি দিয়ে জানানো হয়নি।' ফলে দাপ্তরিক এমন চিঠি চালাচালির রোষানলে পড়ে চিকিৎসাসেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে এ অঞ্চলের শিশুরা। আর ২০০ শয্যার বিশেষায়িত এই শিশু হাসপাতালটি খালি পড়ে থাকলেও অন্তত ২০ জেলার শিশু রোগী সামলাতে হিমশিম খাচ্ছে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ (রামেক) হাসপাতাল কতৃপক্ষ। সূত্র মতে, প্রায় দেড় বছর আগে ২০০ শয্যার বিশেষায়িত রাজশাহী শিশু হাসপাতালটির নির্মাণকাজ শেষ হয়েছে। এরপর ২০২৩ সালের ২৯ জানুয়ারি হাসপাতালটির উদ্বোধন করা হয়। উদ্বোধনের পর অতিবাহিত হয়েছে আরও প্রায় এক বছর তিন মাস। তারপরেও হাসপাতালটির কার্যক্রম চালু না হওয়ার বিষয়ে সংশ্লিষ্টরা বলছেন, হাসপাতাল চালু করতে হলে জনবল এবং মেডিকেল সামগ্রীও দরকার। সেটি এখনো পাওয়া যায়নি। এজন্য হাসপাতালটি চালু করা যাচ্ছে না। নির্মাণকাজের তদারকির দায়িত্বে থাকা গণপূর্ত বিভাগের কর্মকর্তারা বলছেন, হাসপাতালটি কোন দপ্তরের কাছে বুঝিয়ে দেয়া হবে, সে নির্দেশনা এখনও পায়নি। ফলে ২০০ শয্যার বিশেষায়িত হাসপাতালটি পড়ে আছে দিনের পর দিন। পূর্ণাঙ্গ হাসপাতালটি খালি পড়ে থাকলেও অন্তত ২০ জেলার শিশু রোগী সামলাতে হিমশিম খাচ্ছে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ (রামেক) হাসপাতাল। এখানে তিনটি ওয়ার্ডে চিকিৎসা চলছে শিশুদের। এক শয্যাতেই রাখা হচ্ছে তিন-চারটি শিশুকে। তার পরও নতুন হাসপাতাল চালুর উদ্যোগ নেই। হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, নবনির্মিত হাসপাতালের জায়গায় আগে সরকারি কোয়ার্টার ছিল। সেগুলো ভেঙে পূর্ণাঙ্গ শিশু হাসপাতাল নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেয় স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়। সে অনুযায়ী হাসপাতাল নির্মাণ শুরু করে গণপূর্ত বিভাগ। এরপর ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান ২০১৫ সালের মে মাসে ভবন নির্মাণ কাজের শুরুতেই জটিলতায় পড়ে নকশা নিয়ে। প্রথমে ১০ তলা ভবন নির্মাণের পরিকল্পনা থাকলেও পরে তা নেমে আসে চার তলায়। যে ১০ তলা ভবনটি করার পরিকল্পনা ছিল ১৬ হাজার বর্গফুটের। পরে সেই নকশা সংশোধন হলে ২৭ হাজার বর্গফুট সীমানায় চার তলা ভবন নির্মানের কাজ শুরু করে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান। সিডিউল মতে, ২০১৮ সালের জুন মাসে নির্মাণকাজ শেষ হওয়ার কথা থাকলেও ২০১৯ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রকল্পের মেয়াদ বাড়ানো হয়। তাতেও কাজ শেষ না হওয়ায় ২০২০ সালের জুন পর্যন্ত এরপর ৪র্থ দফায় আবার ২০২১ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত মেয়াদ বাড়ে। ওই মেয়াদও পার হওয়ার প্রায় এক বছর পর নির্মান কাজ শেষ হয়। এদিকে, প্রথম মেয়াদে কাজের ব্যয় ধরা হয়েছিল প্রায় ১৩ কোটি টাকা। পরে কয়েক দফা প্রকল্পের মেয়াদ বেড়ে গিয়ে নির্মানব্যয় দাঁড়ায় প্রায় ৩৪ কোটি টাকায়। জানা গেছে, এই শিশু হাসপাতালটির প্রথম তলার আয়তন ১৯ হাজার বর্গফুট। এখানে রয়েছে ১৪ শয্যার জেনারেল অবজারভেশন ইউনিট। এক্স-রে করানোর জন্য দুটি এবং সিটি স্ক্যান ও এমআরআই-এর জন্য একটি করে কক্ষ রাখা হয়েছে। স্টোর হিসেবে রয়েছে ৮টি কক্ষ। নিচতলায় একসঙ্গে ২০টি গাড়ি পার্কিংয়েরও ব্যবস্থা রয়েছে। ২০ হাজার ২২৫ বর্গফুটের দ্বিতীয় তলা রয়েছে একটি মাইনর অপারেশন থিয়েটার (ওটি) ও চারটি বিশেষায়িত ওটি। এ ছাড়া ১০ শয্যার প্রি ও পোস্ট অপারেশন থিয়েটার এবং ৫৬ শয্যার নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্র (আইসিইউ) ইউনিট করা হয়েছে। চতুর্থ তলায় রয়েছে শিশুদের ৯৬ শয্যার সাধারণ ওয়ার্ড এবং ১৮ শয্যার পেয়িং শয্যা। হাসপাতালে রোগী ভর্তি রাখার পাশাপাশি বহির্বিভাগে চিকিৎসাও দেয়া হবে। তৃতীয় তলায় চিকিৎসকের জন্য করা হয়েছে ১৮টি কক্ষ। হাসপাতালে থাকবে ক্যান্টিন, ল্যাব এবং অফিস ব্লক। গণপূর্তের তথ্যানুযায়ী, হাসপাতাল ভবন নির্মাণে ব্যয় হয়েছে প্রায় ২৩ কোটি টাকা। এর মধ্যে জেনারেটর কেনা ও সাবস্টেশন নির্মাণে খরচ হয়েছে প্রায় ২ কোটি টাকা। বৈদ্যুতিক পাখা, এসি, সোলার প্যানেল এবং অগ্নিনির্বাপণ সামগ্রী বসানো হয়েছে আরও প্রায় দেড় কোটি টাকার। আর প্রায় এক কোটি টাকা খরচ হয়েছে সাবস্টেশন এবং আন্ডারগ্রাউন্ড ওয়াটার রিজার্ভার নির্মাণ করতে। দুটি লিফট কিনতে খরচ হয়েছে প্রায় ২ কোটি টাকা। পুরো হাসপাতালে অক্সিজেন সরবরাহ লাইন বসাতে খরচ হয়েছে প্রায় ২ কোটি টাকা। তাদের এ হিসেব অনুযায়ী শুধু হাসপাতালটির সীমানাপ্রাচীরের গ্রিল লাগানোর কাজ ছাড়া চালুর জন্য সবকিছুই প্রস্তুত। অবশিষ্ট কাজ না করার বিষয়ে বলেন, চুরি হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান গ্রিল লাগাচ্ছেন না। ২০০ শয্যার বিশেষায়িত এই হাসপাতাল নির্মাণকাজের তদারকির দায়িত্বে থাকা রাজশাহী গণপূর্ত বিভাগ-২-এর উপবিভাগীয় প্রকৌশলী রবিউল ইসলাম খান বলেন, নির্মাণকাজ এক বছর আগে শেষ হয়েছে। প্রথম দফার করা রঙ উঠে যাওয়ায় এক মাস আগে আবারও রঙ করা হয়েছে। কিন্তু হাসপাতাল কেউ বুঝে নিচ্ছে না। রামেক হাসপাতাল, সিভিল সার্জনের কার্যালয় নাকি বিভাগীয় স্বাস্থ্য দপ্তরকে হাসপাতালটি বুঝে নেবে, আমরা তাও জানি না। অন্য কাজে দেখি সংশ্লিষ্ট বিভাগ বা কর্মকর্তারা আমাদের দ্রুত কাজ শেষ করতে তাগিদ দেন। অথচ, এখানে কাজ শেষ করে বসে থাকলেও কারোরই কোনো খোঁজ নেই। স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মকর্তাদের অনেকবার বলেছি, ভবন বুঝে নিতে, কিন্তু তারাও নিচ্ছেন না। এ বিষয়ে হাসপাতাল বাস্তবায়ন কমিটির সদস্য সচিব রাজশাহীর সিভিল সার্জন ডা. আবু সাইদ মো. ফারুক বলেন, হাসপাতালের নির্মাণকাজ শেষ হওয়ার বিষয়ে গণপূর্ত বিভাগ তো আমাদের চিঠি দিয়ে জানাননি। চিঠি না দেয়ার বিষয়ে নির্মাণকাজের তদারকির দায়িত্বে থাকা রাজশাহী গণপূর্ত বিভাগ-২-এর উপবিভাগীয় প্রকৌশলী রবিউল ইসলাম খান বলেন, হস্তান্তরের আগের দিন পর্যন্ত টুকটাক কাজের প্রয়োজন হতে পারে। এ কারণে চিঠি না দেওয়া হলেও স্বাস্থ্য বিভাগের সংশ্লিষ্ট সবাইকে মৌখিকভাবে জানানো হয়েছে। এ বিষয়ে রাজশাহী বিভাগীয় স্বাস্থ্য পরিচালক ডা. আনোয়ারুল কবীর বলেন, হাসপাতালের কাজ শেষ হওয়ার বিষয়টি আমরা জানি। এখন চালু করতে হলে জনবল প্রয়োজন। অন্যান্য মেডিকেল সামগ্রীও দরকার। বিষয়টি একাধিকবার স্বাস্থ্য অধিদপ্তরকে জানিয়েছি। কিন্তু সেখান থেকে কোনো ধরনের নির্দেশনা না পাওয়ায় আমরা কোনো পদক্ষেপ নিতে পারছি না।

প্রার্থীর মৃত্যুতে নওগাঁর মহাদেবপুরে চেয়ারম্যান পদে ভোটগ্রহণ স্থগিত

স্টাফ রিপোর্টার : নওগাঁয় চেয়ারম্যান প্রার্থীর মৃত্যু হওয়ায় মহাদেবপুর উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে চেয়ারম্যান পদে ভোটগ্রহণ স্থগিত করা হয়েছে। গত সোমবার বিকেলে রিটার্নিং কর্মকর্তা ও জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা মো. তারিফুজ্জামান সাংবাদিকদের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। এর আগে রোববার রাতে মহাদেবপুর উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে চেয়ারম্যান পদের ভোটগ্রহণ স্থগিত করে এক গণবিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়। গণবিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়, গত ২১ মার্চ নির্বাচন কমিশন (ইসি) ঘোষিত তফসিল অনুযায়ী মহাদেবপুর উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে চেয়ারম্যান পদের জন্য আটজন প্রার্থীর মনোনয়নপত্র বৈধ হিসেবে ঘোষণা করা হয়। তাদের মধ্যে বৈধভাবে মনোনীত প্রার্থী আহসান হাবীব গত শনিবার (২০ এপ্রিল) রাতে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান। বৈধভাবে মনোনীত প্রার্থীর মৃত্যুর কারণে উপজেলা পরিষদ নির্বাচন বিধিমালা, ২০১৩ এর বিধি ২৩ (১) মোতাবেক মহাদেবপুর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান পদের নির্বাচন সংক্রান্ত সব কার্যক্রম স্থগিত করা হলো। রিটার্নিং কর্মকর্তা মো. তারিফুজ্জামান বলেন, নির্বাচন বিধি অনুযায়ী মহাদেবপুর উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে চেয়ারম্যান পদের ভোটগ্রহণ কার্যক্রম স্থগিত করা হয়েছে। এ বিষয়ে কমিশন পরবর্তীতে সিদ্ধান্ত নিয়ে মহাদেবপুর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান পদের জন্য নতুন করে তফসিল ঘোষণা করবে। পূর্ব ঘোষিত তফসিল অনুযায়ী আগামী ৮ মে মহাদেবপুর উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে চেয়ারম্যান পদে ভোটগ্রহণ হবে না। তবে ভাইস চেয়ারম্যান পদের ভোটগ্রহণ ওই দিনই অনুষ্ঠিত হবে। গত ১২ মার্চ সড়ক দুর্ঘটনায় মহাদেবপুর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আহসান হাবীব গুরুতর আহত হন। এর পর থেকে তিনি রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। গত বৃহস্পতিবার তার শারীরিক অবস্থা খারাপ হলে হাসপাতালের নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে নেওয়া হয়। সেখানেই গত শনিবার রাত সাড়ে ৯টার দিকে তিনি মারা যান। জেলা নির্বাচন অফিস সূত্রে জানা গেছে- প্রথম ধাপে আগামী ৮মে নওগাঁর চারটি উপজেলা পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। এদিকে এই নির্বাচনে মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের শেষ দিন গত সোমবার চেয়ারম্যান পদে দুইজন ও ভাইস চেয়ারম্যান পদে দুইজন মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করেছেন। তারা হলেন- ধামইরহাট উপজেলার চেয়ারম্যান প্রার্থী আতাউর রহমান ও শহীদুল ইসলাম, বদলগাছী উপজেলার ভাইস চেয়ারম্যান প্রার্থী জাহাঙ্গীর আলম এবং মহাদেবপুর উপজেলার ভাইস চেয়ারম্যান প্রার্থী রফিকুল ইসলাম। গতকাল মঙ্গলবার প্রার্থীদের মাঝে প্রতীক বরাদ্দ দেওয়া হয়। এখন প্রচারে নামছেন প্রার্থীরা। এর আগে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ দিনে বদলগাছী, মহাদেবপুর, ধামইরহাট, পত্নীতলা উপজেলার চেয়ারম্যান পদে ২৫ জন, ভাইস চেয়ারম্যান পদে ২০ জন ও মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান পদে ১৪ জন মনোনয়নপত্র দাখিল করেন।

চট্টগ্রামে চিকিৎসকদের আন্দোলনে বেসরকারি হাসপাতালে সেবা বন্ধ, ভোগান্তি

স্টাফ রিপোর্টার : চিকিৎসক মারধরের ঘটনায় জড়িতদের শাস্তির দাবিতে চট্টগ্রামে বেসরকারি হাসপাতাল-ডায়াগনস্টিক সেন্টারে সেবা বন্ধ রেখেছে চিকিৎসকরা। এতে ভোগান্তিতে পড়েছে চিকিৎসা বা বিভিন্ন টেস্ট করতে আসা রোগীরা। গতকাল মঙ্গলবার সকাল ৬টা থেকে সব ধরনের সেবা বন্ধ রাখে প্রতিষ্ঠানগুলো। বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন (বিএমএ) চট্টগ্রাম শাখা গত ১৮ এপ্রিল এ কর্মসূচির ঘোষণা দেয়। এদিকে চিকিৎসা সেবা বন্ধ রাখায় স্থবির পড়েছে চট্টগ্রামে বেসরকারি খাতের চিকিৎসা সেবা। দেখা যায়, নগরের হাসপাতাল- ডায়াগনস্টিক সেন্টারগুলোতে রোগী আসলেও কোনো চিকিৎসা সেবা দিচ্ছেন না চিকিৎসকরা। এছাড়া কোনো ধরনের টেস্টও করতে পাচ্ছেন না ডায়াগনস্টিক সেন্টারগুলোতে। ফলে দীর্ঘ অপেক্ষার পর সেবা না নিয়ে ফিরে যেতে হচ্ছে রোগীদের। কিডনী সমস্যা নিয়ে কক্সবাজার থেকে চিকিৎসা নিতে আসা দিদারুল আলম নামে এক রোগী জানান, গতকাল (গত সোমবার) ডাক্তার দেখানোর পর একটা পরীক্ষা দিয়েছিলেন। কিন্তু আজ (গতকাল মঙ্গলবার) করাতে এসে শুনি টেস্ট বন্ধ। আজকে টেস্ট করাতে পারলে কক্সবাজার চলে যেতে পারতাম। কিন্তু এখন বাধ্য হয়ে একদিন থাকতে হবে চট্টগ্রামে। এপিক হেলথ কেয়ারের ম্যানেজার (মেডিকেল সার্ভিসেস) ডা. হামিদ হোসেন আজাদ বলেন, আমরা বিএমএর কর্মসূচির সঙ্গে একাত্মতা পোষণ করে আমাদের সেবা বন্ধ রেখেছে। কর্মসূচি শেষ হলে আমাদের সেবা পুনরায় চালু হবে। ন্যাশনাল হাসপাতালের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ডা. মোহাম্মদ ইউসুফ জানান, আমাদের হাসপাতালে যে রোগী ভর্তি আছে তাদের চিকিৎসা সেবা দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু নতুন রোগী ভর্তি বা কোনো টেস্ট করানো হচ্ছে না। পাশাপাশি চিকিৎসকদের প্রাইভেট প্র্যাক্টিসও বন্ধ রয়েছে। বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন (বিএমএ) চট্টগ্রাম শাখার সভাপতি ডা. মুজিবুল হক খান বলেন, আমাদের সহকর্মীকে মারধরের ঘটনায় আমার কর্মসূচির ঘোষণা করেছি। বুধবার সকাল পর্যন্ত আমাদের এ কর্মসূচি চলবে। তবে জরুরি চিকিৎসা সেবা এ কর্মসূচির আওতামুক্ত থাকবে। প্রসঙ্গত, ১০ এপ্রিল পটিয়ায় মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় আহত এক রোগীকে চিকিৎসা দিতে দেরি করার অভিযোগে ডা. রক্তিম দাশকে মারধর করা হয়। এ ঘটনায় ১১ এপ্রিল রাতে হাসপাতালটির নির্বাহী পরিচালক এস এইচ খাদেমী বাদী হয়ে পটিয়া থানায় মামলা করেন। মামলায় উপজেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি মোহাম্মদ সৈয়দসহ ৫ জনের নাম উল্লেখ করে এবং ১০-১২ জনকে অজ্ঞাত আসামি করা হয়। এছাড়া গত ১৪ এপ্রিল নগরের বেসরকারি হাসপাতাল মেডিকেল সেন্টারে চিকিৎসাধীন অবস্থায় এক শিশুর মৃত্যুর পর রিয়াজ উদ্দিন শিবলু নামে এক চিকিৎসককে মারধর করে রোগীর স্বজনেরা। এ ঘটনায় ওই দিন রাতেই হাসপাতালটির ব্যবস্থাপক ইয়াসিন আরাফাত বাদী হয়ে থানায় মামলা করেন। মামলায় একজনের নাম উল্লেখ করে এবং অজ্ঞাত ৭৮ জনকে আসামি করা হয়।

ঝালকাঠিতে স্ত্রী হত্যার অভিযোগ স্বামী আটক

স্টাফ রিপোর্টার : ঝালকাঠির নলছিটিতে লামিয়া খাতুন (২২) নামে এক গৃহবধূকে হত্যার অভিযোগ উঠেছে তার স্বামী হৃদয় হাওলাদার (২৫) বিরুদ্ধে। এ ঘটনায় অভিযুক্ত স্বামীকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করেছে পুলিশ। গতকাল মঙ্গলবার সকালে উপজেলার সুবিদপুর ইউনিয়নের সুবিদপুর এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। অভিযুক্ত হৃদয় হাওলাদার ওই এলাকার আলী আকব্বর হাওলাদারের ছেলে। তিনি দিনমজুরের কাজ করেন। নলছিটি থানার ওসি মুরাদ আলী বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। নিহত লামিয়ার খালু কালাম খান বলেন, গত সোমবার দিবাগত রাত ২টার দিকে হৃদয় লামিয়ার বাবাকে ফোন দিয়ে বলেন আপনার মেয়ে অসুস্থ সকালে নিয়ে যাবেন। পরে রাতেই তারা ওই বাড়িতে গিয়ে দেখেন লামিয়া মারা গেছেন। আমাদের ধারণা তাকে মারধর করে মেরে ফেলা হয়েছে। পরে সকালে থানা পুলিশকে খবর দিলে পুলিশ এসে লাশ উদ্ধার করে। নিহত লামিয়ার শাশুড়ি বুলু বেগম বলেন, গত রাত ১টার দিকে আমার ছেলের স্ত্রী অসুস্থ হয়ে পড়ে এবং শরীরে জ্বালাপোড়া শুরু হয়। পরে রাতেই তার মৃত্যু হয়। নলছিটি থানার ওসি মুরাদ আলী জানান, লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ঝালকাঠি সদর হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে। জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নিহতের স্বামীকে আটক করা হয়েছে। আমরা এখনো এ বিষয়ে কোনো অভিযোগ পাইনি। অভিযোগ পেলে তদন্ত করে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

কুমিল্লা সীমান্তে বিএসএফের গুলিতে বাংলাদেশি যুবক আহত

স্টাফ রিপোর্টার : এবার কুমিল্লার বুড়িচং সীমান্তে বিএসএফের গুলিতে বিল্লাল হোসেন (২৮) নামে এক বাংলাদেশি যুবক গুলিবিদ্ধ হয়েছেন। গত সোমবার রাত ৮টার দিকে বুড়িচং উপজেলার রাজাপুর ইউনিয়নের চড়ানল তেঁতুলতলা সীমান্তে এ ঘটনা ঘটে। আহত বিল্লাল হোসেন রাজাপুর ইউনিয়নের লড়িবাগ এলাকার আলী আহমদের ছেলে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, আহত বিল্লাল হোসেন ভারত থেকে অবৈধ পথে আসা চিনি ও অন্যান্য পণ্য ওঠানো-নামানোর শ্রমিক হিসেবে কাজ করতেন। গত সোমবার রাত ৮টার দিকে তেঁতুলতলা সীমান্ত দিয়ে আসা চিনি নামানোর সময় বিএসএফের সদস্যরা ছররা গুলি করে। এতে গুলিবিদ্ধ হন বিল্লাল। তার শরীরে ৩০টির মতো ছররা গুলি লেগেছে। তাকে উদ্ধার করে কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নেওয়া হয়। গুলিতে তার চোখ বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। কুমিল্লার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) কামরান হোসেন জানান, গুলিতে আহত ব্যক্তির নামে থানায় কোনো মামলা নেই। সীমান্তের ঘটনা সম্পর্কে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) বলতে পারবে। বিজিবির সংকুচাইল বিওপির কামান্ডার ফারুক কামাল বলেন, ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া আমরা এ বিষয়ে কোনো বক্তব্য দিতে পারব না। এর আগে গত সোমবার সকালে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কসবা উপজেলার বায়েক ইউনিয়নের পুটিয়া সীমান্তে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর (বিএসএফ) গুলিতে হাসান মিয়া (২৫) নামে এক বাংলাদেশি যুবক নিহত হয়েছেন।

ফরিদপুরে ১৫ জনের মৃত্যু: অপেশাদার লাইসেন্সে ১৩ বছর ধরে বাস চালাচ্ছিলেন চালক

স্টাফ রিপোর্টার : ফরিদপুরে যাত্রীবাহী বাস ও পিকআপ ভ্যানের সংঘর্ষে ১৫ জনের মৃত্যুর ঘটনায় গ্রেপ্তার বাসচালক খোকন মিয়াকে জিজ্ঞাসাবাদে বেরিয়ে আসছে নানা তথ্য। তিনি র‍্যাবের কাছে স্বীকারোক্তি দিয়েছেন, তার কোনো পেশাদার ড্রাইভিং লাইসেন্স নেই। হালকা গাড়ি চালানোর লাইসেন্স আছে। এই লাইসেন্স দিয়েই ১৩ বছর ধরে ভারি যানবাহন চালিয়ে আসছেন তিনি। তাকে কেউ আটকালে সেখানে টাকা দিয়ে ও নানা উপায়ে পার হয়ে যেতেন খোকন। র‍্যাব-১০ এর সিপিসি-৩ ফরিদপুর ক্যাম্পের কোম্পানি অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কমান্ডার কে এম শাইখ আকতার এ তথ্য জানান। তিনি বলেন, খোকন মিয়া জিজ্ঞাসাবাদে দাবি করেছেন, এ ১৩ বছরে তিনি কখনো দুর্ঘটনা ঘটাননি, ফরিদপুরের দিগনগরেই প্রথম দুর্ঘটনা ঘটে। যে দুর্ঘটনায় মারা যান ১৫ জন। গত ১৬ এপ্রিল সকাল ৮টার দিকে ফরিদপুর-খুলনা মহাসগড়কের কানাইপুরের দিগনগরে দুর্ঘটনাটি ঘটে। তখন বাসের চালক খোকন পালিয়ে যান। সেদিন রাতে তাকে একমাত্র আসামি করে কোতয়ালী থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়। পরে র‍্যাব-১০ অভিযান চালিয়ে ২১ এপ্রিল দুপুরে ঝিনাইদহের কোর্ট চাঁদপুর এলাকা থেকে খোকন মিয়াকে গ্রেপ্তার করে। গত সোমবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে তাকে গ্রেপ্তার সংক্রান্ত বিষয়ে একটি সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। লেফটেন্যান্ট কমান্ডার কে এম শাইখ আকতার বলেন, সড়ক দুর্ঘটনার দিন একটানা বাস চালাচ্ছিলেন খোকন মিয়া। মাঝে মাত্র একঘণ্টা বিশ্রাম নিতে পেরেছিলেন। দুর্ঘটনার আগের দিন ১৫ এপ্রিল রাত ৯টার দিকে চুয়াডাঙ্গার জীবননগর থেকে বাস নিয়ে রাত ৩টায় ঢাকার গাবতলী পৌঁছান। সেখানে মাত্র একঘণ্টা বিশ্রাম নিয়ে ফের ভোর ৪টায় গাবতলী থেকে জীবননগরের উদ্দেশে বাস ছাড়েন। পথে ফরিদপুরের কানাইপুরের দিকনগর এলাকায় তার বাসের সঙ্গে পিকআপ ভ্যানের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়। এ ঘটনায় ১৫ জন নিহত হন। র‍্যাবের এ কর্মকর্তা বলেন, এভাবে একনাগাড়ে চালকদের দিয়ে বাস চালাতে বাধ্য করা কতটা যৌক্তিক ছিল, বাস মালিকপক্ষের এ বিষয়টিও খতিয়ে দেখা হবে। জিজ্ঞাসাবাদের বরাত দিয়ে শাইখ আকতার বলেন, ইউনিক পরিবহনের যে বাসটি খোকন চালাতেন, সে বাসের মালিকানা তিনবার বিক্রি করা হলেও রেজিস্ট্রেশন ছিল প্রথম মালিকের নামেই। পরে যারা বাসের মালিকানা কিনে নেন তারা আর পুনরায় রেজিস্ট্রেশন করেননি।

ফরিদপুরে মাইক্রোবাসের ধাক্কায় রিকশাচালক নিহত

স্টাফ রিপোর্টার : ঢাকা-ফরিদপুর মহাসড়কের ফরিদপুর সদরের জোয়াইরের মোড় এলাকায় মাইক্রোবাসের ধাক্কায় জহিরুল মল্লিক (৩০) নামে এক রিকশাচালক নিহত হয়েছেন। গতকাল মঙ্গলবার সকালে এ দুর্ঘটনা ঘটে। জহিরুল মল্লিক সদর উপজেলার গেরদা ইউনিয়নের পসরা এলাকার মৃত তফাজ উদ্দিন মল্লিকের ছেলে। এ ঘটনায় নিহতের ভাই বাদী হয়ে হাইওয়ে থানায় মামলা করেছেন। ভাঙ্গা হাইওয়ে থানার ওসি আবু সাঈদ মো. খাইরুল আনাম বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। জানা যায়, ফরিদপুর সদর উপজেলার জোয়ারের মোড় এলাকায় খালি রিকশা নিয়ে জহিরুল ইসলাম যাচ্ছিলেন। এ সময় ভাঙ্গা থেকে ফরিদপুরের দিকে আসা মাইক্রোবাস রিকশাটিকে ধাক্কা দেয়। এতে রিকশাচালক জহিরুল মল্লিক গুরুতর আহত অবস্থায় ঘটনাস্থলে পড়ে থাকেন। খবর পেয়ে হাইওয়ে পুলিশ তাকে উদ্ধার করে ফরিদপুর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে উন্নত চিকিৎসার জন্য চিকিৎসক তাকে ঢাকায় স্থানান্তর করেন। সেখান থেকে ঢাকা নেওয়ার পথে তার মৃত্যু হয়। এ ব্যাপারে নিহত জহিরুলের ভাই রহিম মল্লিক বাদী হয়ে মামলা করেছেন। মরদেহের সুরতহাল রিপোর্ট শেষে পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। ভাঙ্গা হাইওয়ে থানার ওসি আবু সাঈদ মো. খাইরুল আনাম বলেন, লাশ উদ্ধার করে ভাঙ্গা হাইওয়ে থানায় নিয়ে আসা হলে পরে সুরতহাল রিপোর্ট শেষে পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। মাইক্রোবাসটি আটক করতে পারলেও চালক পালিয়ে গেছে। বিষয়টি নিয়ে আইনানুগ ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।

লক্ষ্মীপুরের রায়পুর উপজেলা পরিষদ নির্বাচনের প্রার্থী এমপির ভগ্নিপতি

স্টাফ রিপোর্টার : লক্ষ্মীপুরের রায়পুর উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে চেয়ারম্যান পদে ভোট করবেন সংসদ সদস্য নুর উদ্দিন চৌধুরী নয়নের আপন ভগ্নিপতি অধ্যক্ষ মামুনুর রশিদ। এরই মধ্যে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন তিনি। জেলা রিটার্নিং কার্যালয় থেকে তার মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার তথ্য নিশ্চিত হওয়া গেছে। এ উপজেলাতে চেয়ারম্যান পদে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান আলতাফ হোসেন হাওলাদার। মামুনুর রশিদ উপজেলা পরিষদের বর্তমান চেয়ারম্যান ও উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি।

পদে থেকেই ইউপি চয়ারম্যানরা

মনোনয়নপত্র বাতিল করেন। নির্বাচন আপিলেট কর্তৃপক্ষও বাতিলের সিদ্ধান্ত বহাল রাখেন। পরে তারা মনোনয়নপত্র বাতিলের সিদ্ধান্ত চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে রিট করেন। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, কুষ্টিয়া ও সিলেটের দুটি উপজেলা নির্বাচনের ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানদের রিটের পরিপ্রেক্ষিতে এমন আদেশ দিয়েছেন আদালত। তাদের দুজনের ক্ষেত্রেই এ আদেশ কার্যকর হবে। সুতরাং অন্যান্য উপজেলায় কেউ পদে থেকে নির্বাচন করতে চাইলে তাদেরও আদালতের আদেশ নিতে হবে।

গরমে এক পশলা বৃষ্টির জন্য

করে ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াস। পাবনা ও চুয়াডাঙ্গা জেলার ওপর দিয়ে তীব্র তাপপ্রবাহ বয়ে যায় এদিন। এরপর দিন থেকে ১০ এপ্রিল পর্যন্ত অনেকটাই কমে আসে তাপমাত্রা ও তাপপ্রবাহের বিস্তৃতি। কিন্তু ১১ এপ্রিল থেকে আবার তাপমাত্রা বাড়তে শুরু করে। ২০ এপ্রিল তাপমাত্রা উঠে যায় ৪২ ডিগ্রি সেলসিয়াসে। পাবনা ও চুয়াডাঙ্গা জেলার ওপর দিয়ে অতি তীব্র তাপপ্রবাহ বয়ে যায়। চলতি মৌসুমের সর্বোচ্চ তাপমাত্রাও রেকর্ড হয় এদিন। যশোরের তাপমাত্রা এদিন ছিল ৪২.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। সব মিলিয়ে টানা ২২ দিন ধরে চলছে এই তাপপ্রবাহ। আবহাওয়া অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, তাপমাত্রা ৩৬ ডিগ্রি থেকে ৩৭.৯ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে থাকলে তা মৃদু তাপপ্রবাহ। ৩৮ থেকে ৩৯.৯ ডিগ্রির মধ্যে থাকলে মাঝারি এবং ৪০ থেকে ৪১.৯ ডিগ্রির মধ্যে থাকলে তীব্র তাপপ্রবাহ বলা হয়। ৪২ ডিগ্রি সেলসিয়াস বা এর বেশি তাপমাত্রা হলে তখন তা অতি তীব্র তাপপ্রবাহ হিসেবে বিবেচিত হয়। টানা এই তাপপ্রবাহকে অস্বাভাবিক বলছেন আবহাওয়াবিদরা। মো. বজলুর রশিদ নামে আবহাওয়া অধিদপ্তরের একজন কর্মকর্তা বলেন, 'মৌসুমের এই সময় তাপমাত্রা বেশি থাকা স্বাভাবিক। দুই-তিনটি তাপপ্রবাহ থাকবে, এটাও স্বাভাবিক। কিন্তু তাপপ্রবাহের স্থিতিকাল সাধারণত ছয়-সাত দিন হয়। তাপপ্রবাহগুলোর মাঝে মাঝে বৃষ্টি ও কালবৈশাখী হয়। এতে তাপমাত্রা কিছুদিনের জন্য কমে। এরপর আবার তাপপ্রবাহ আসে। যদি কোনো কারণে এর ব্যত্যয় ঘটে-যেমন কালবৈশাখী বেশি হয়, এটা অস্বাভাবিকতা। আবার টানা তাপপ্রবাহ চললে সেটাও অস্বাভাবিকতা, যা এবার আমরা দেখছি।' আবহাওয়াবিদ এ কে এম নাজমুল হক জানান, গত এক দশক থেকেই এপ্রিল মাসে স্বাভাবিকের চেয়ে কিছুটা বেশি থাকছে তাপমাত্রা। এপ্রিল মাসের গড় স্বাভাবিক সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩৩.২। তবে এবার এপ্রিলে এখন পর্যন্ত সর্বোচ্চ তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক বেশি। অধিকাংশ জায়গায় তাপমাত্রা ৩৬ ডিগ্রির ওপরে থাকছে। আবহাওয়া অধিদপ্তর বলছে, মে মাসের আগে দেশের বেশির ভাগ জায়গায় বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা নেই। এ ব্যাপারে আবহাওয়াবিদ এ কে এম নাজমুল হক বলেন, 'এপ্রিল মাস দেশের উষ্ণতম মাস। তবে কালবৈশাখীর ঝোড়ো হাওয়াসহ বৃষ্টি হলে ওই দিন বা তার পরদিন তাপমাত্রা কিছুটা কম থাকে। যেহেতু দীর্ঘ সময় ধরে বৃষ্টি সেভাবে হয়নি, ফলে দেশের বিস্তৃত অঞ্চলজুড়ে মৃদু থেকে অতি তীব্র তাপপ্রবাহ বিদ্যমান। সামনে দেশের বিস্তৃত অঞ্চলজুড়ে বৃষ্টিপাতের তেমন সম্ভাবনা নেই। ফলে চলমান তাপপ্রবাহ সহসাই শেষ হওয়ার সম্ভাবনা আপাতত আমরা দেখছি না।' এদিকে চলমান তাপপ্রবাহে ঢাকা মহানগরের জনবহুল পয়েন্টগুলোতে খাবার পানি সরবরাহের ব্যবস্থা নিয়েছে ঢাকা ওয়াসা। প্রতিদিন বেলা ১১টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত এ কার্যক্রম চলবে। ২১ এপ্রিল রোববার ঢাকা ওয়াসার উপপ্রধান জনতথ্য কর্মকর্তা এ এম মোস্তফা তারেক স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানানো হয়।

ব্যাংকগুলোর একীভূত হওয়া নিয়ে

শেয়ারহোল্ডারদের সম্মতির ভিত্তিতেই একীভূতকরণের কার্যক্রম সম্পন্ন করা হবে। বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ৪ এপ্রিল ২০২৪ তারিখে জারীকৃত বিআরপিডি সার্কুলার নং ৮ এ বর্ণিত নীতিমালা অনুসরণ করেই একীভূতকরণের সকল কার্যক্রম সম্পাদন হবে।

ইন্টারনেটে ধীর গতি, এক মাস

কর্মে একটু বেশি সময় নেয়। সব মিলিয়ে তারা জানিয়েছে, আগামী মাসের তৃতীয় বা চতুর্থ সপ্তাহ নাগাদ কাজটি হতে পারে। সাইদুর রহমান বলেন, এখনো সব বিকল্পগুলো পুরোপুরি কার্যকর করা যায়নি। দেশের প্রথম সাবমেরিন কেবল সি-মি-উই-৪ এর সক্ষমতা রয়েছে পুরো ব্যান্ডউইডথ বহনের। এ জন্য সংশ্লিষ্ট কোম্পানিকে বাড়তি পে করতে হবে। তবে সেটা এখনো কার্যকর করা যায়নি। আরো কিছু বিকল্প রয়েছে। সেগুলোর কাজ চলছে। জানা গেছে, দেশে সিমিউই-৫ দিয়ে দেশে ১ হাজার ৬০০ জিবিপিএস ব্যান্ডউইডথ সরবরাহ করা হয়। শুক্রবার রাত ১২টায় দ্বিতীয় সাবমেরিন কেবলটি সিঙ্গাপুর থেকে ৪৪০ কিলোমিটার পশ্চিম প্রান্তে 'ব্রেক' করায় এর পুরোটাই এখন বন্ধ আছে। শুধু আমাদের দেশ নয় পাশাপাশি আরও কয়েকটি দেশে একই অবস্থা তৈরি হয়েছে। সিমিউই-৪ দিয়ে বিকল্প ব্যবস্থার প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। বাংলাদেশের প্রথম সাবমেরিন কেবল সি-মি-উই-৪ এর ল্যান্ডিং স্টেশন কক্সবাজারে। আর দ্বিতীয় সাবমেরিন কেবল সি-মি-উই-৫ ঢুকেছে কুয়াকাটা হয়ে। বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া সি-মি-উই-৫ এর উল্লেখযোগ্য পরিমাণ ব্যান্ডউইথ সি-মি-উই-৪ কেবলে শিফটিং করা হচ্ছে।

ঢাবির সুইমিংপুলে শিক্ষার্থীর মৃত্যুর

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে প্রতিবেদন দাখিলের জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে। উল্লেখ্য, ২২ এপ্রিল দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের সুইমিংপুলের পানিতে নেমে বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের শিক্ষার্থী মো. সোহাদ হক মারা যান। তার দেশের বাড়ি বগুড়া জেলায়।

ছিনতাইকারীরা ব্যাগ টান দেওয়ায়

বাসায় ফিরছিলাম। আমরা ঢাকা-আরিচা মহাসড়কের পল্লিবিদ্যুৎ ও বাইপাইলের মাঝামাঝি সোহেল স্কয়ার হাসপাতালের বিপরীত পাশে পৌঁছালে চলন্ত মোটরসাইকেল নিয়ে দুই ছিনতাইকারী বাম পাশ দিয়ে এসে আম্মুর হাতে থাকা ব্যাগ ছিনিয়ে নেয়। এসময় রিকশা থেকে পড়ে আমার মা ও আমি গুরুতর আহত হই। আমার মা মাথায় আঘাত পেয়ে জ্ঞান হারান, আমার পা মচকে যায়। মা ওই যে জ্ঞান হারালেন, আর ফিরলো না। আমি ছিনতাইকারীদের ফাঁসি চাই। আশুলিয়া থানার এসআই মিলন ফকির বলেন, এ ঘটনায় মামলা দায়ের করেছেন ভুক্তভোগী নারীর দেবর। ববিতা আক্তারের মৃত্যুর বিষয়টি শুনেছি। আসামিদের গ্রেপ্তারে অভিযান চলমান।

মিয়ানমারের কারাগার থেকে ফিরলেন

বাংলাদেশ সফরে যাওয়ার তথ্য পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বাংলাদেশের পররাষ্ট্র ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং মিয়ানমারের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে বিষয়টি তুলে ধরে করে। সর্বোচ্চ সংখ্যক যাচাই করে বাংলাদেশি নাগরিকদের দ্রুত ও সহজে ফেরত পাঠানোর পরিকল্পনায় দূতাবাস মিয়ানমারের বিভিন্ন কারাগারে অবস্থানরত ১৪৪ জন 'যাচাই করা বাংলাদেশি নাগরিক, যাদের কারাভোগের মেয়াদ পূর্ণ হয়েছে বা ক্ষমা পেয়েছেন' তাদেরকে সিতোয়ে কারাগারে আনতে উদ্যোগ নেয়। পাশাপাশি আরও ২৯ জন যাচাই করা বাংলাদেশি নাগরিক, যারা এখনও কারাভোগরত কিংবা বিচারাধীন, একইসঙ্গে তাদেরও মুক্তি দেওয়ার বিষয়টি মিয়ানমারের কাছে তুলে ধরা হয়। যার ভিত্তিতে সাজা মওকুফ করে তাদেরও দেশে পাঠানো হয়। উল্লেখ্য, সর্বশেষ ৩ অক্টোবর দুই দেশের সীমান্ত রক্ষাকারী বাহিনীর মধ্যে অনুষ্ঠিত পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে মিয়ানমারে কারাভোগ শেষ করা ২৯ জন বাংলাদেশি নাগরিককে দেশে পাঠানো হয়। ইয়াঙ্গুনস্থ বাংলাদেশ দূতাবাস এবং বাংলাদেশ কনস্যুলেট, সিতোয়ে সেই প্রত্যাবাসনের পর থেকেই মিয়ানমারে অবশিষ্ট বাংলাদেশি নাগরিকদের দেশে পাঠাতে নিরলস কাজ করে চলেছে। বাংলাদেশ দূতাবাস, ইয়াঙ্গুন এবং বাংলাদেশ কনস্যুলেট, সিতোয়ের প্রতিনিধিরা বিগত কয়েকদিন ধরে সশরীরে অবস্থান করে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সমন্বয়, যাচাইকরণ প্রক্রিয়া পরিচালনা এবং প্রত্যাবর্তনকারীদের ভ্রমণের অনুমতি (ট্রাভেল পারমিট) দেওয়া সংক্রান্ত কাজ করেছেন।

সাভারে দু'দিনে ২ মাদ্রাসাছাত্র

থানায় সাধারণ ডায়েরি করি। সকাল থেকে মাইকিং করছি। তিনি আরও বলেন, আমার ছেলের গায়ে সাদা জুব্বা, পায়জামা ও পায়ে বার্মিজ জুতা ছিল। আমি ওই মাদ্রাসায় শিক্ষার্থী নির্যাতনের কোনো ঘটনা কখনো শুনিনি। এছাড়া আমার কোনো শত্রুও নেই। কোনো কিছু অনুমান করতে পারছি না। আমি শুধু আমার সন্তানকে চাই। কবিরপুর মুন্সীবাড়ি গোলাম নবী হাফিজিয়া মাদ্রাসার শিক্ষক আব্দুস সাত্তার বলেন, শনিবার বিকেলে মাদ্রাসায় আসে আবু বকর। পরে আরও দুই শিক্ষার্থীসহ সে পাশের বাজারে গিয়ে ফুসকা কিনে খায়। এরপর দোকানদারকে টাকা দিয়ে ওই দুই শিক্ষার্থীকে বসিয়ে রেখে সে প্রস্রাব করার কথা বলে চলে যায়। পরে আর ফিরে আসেনি। এদিকে গত রোববার আশুলিয়ার ইয়ারপুর ইউনিয়নের নিশ্চিন্তপুর এলাকার ঘোষবাগ মোহাম্মদীয়া হেফজুল কোরআন মাদ্রাসা থেকে মো. নাইমুল ইসলাম নাইম (১৪) নামে এক মাদ্রাসা শিক্ষার্থী নিখোঁজ হয়। এ ঘটনায় তার পরিবার থানায় জিডি করে। হারানোর সময় তার পরনে ছিল নেভি ব্লু কালারের হাফ হাতা টি শার্ট ও কমলা রংয়ের চেক লুঙ্গি। সে খুলনা জেলা সদরের তৌহিদুল ইসলামের ছেলে। আশুলিয়া থানার ওসি (তদন্ত) মাসুদুর রহমান বলেন, গত ২০ এপ্রিল আশুলিয়ার কবিরপুরের একটি মাদ্রাসা ও ২১ এপ্রিল নিশ্চিন্তপুরের একটি মাদ্রাসা থেকে দুই শিক্ষার্থী নিখোঁজ হয়েছে। তাদের পরিবার জিডি করেছে। পুলিশ দুই ঘটনাই গুরুত্বের সঙ্গে দেখছে।

যুক্তরাষ্ট্র থেকে পার্সেলে তরুণদের

বন্ধু। মুস্তাকীম বিল্লাহ ফারুকী আরও বলেন, যে প্যাকেটে করে মাদকগুলো আমেরিকা থেকে বাংলাদেশে এসেছিল সেগুলো ছিল বাচ্চাদের খেলনার প্যাকেট। এটা করার কারণ যাতে করে কেউ বুঝতে না পারে এসব প্যাকেটে মাদক রয়েছে। তারা দীর্ঘদিন ধরে এভাবে বিদেশ থেকে গাঁজার কেক, কুশ ও চকলেট এনে রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন এলাকায় বিক্রি করে আসছিল। সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে ডিজি বলেন, ক্যালিফোর্নিয়ায় এ মাদক বৈধ কিংবা অবৈধ সেটি বিষয় না। বাংলাদেশে এই মাদক অবৈধ, তাই বাংলাদেশে এই মাদক পাঠানো আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ। বাংলাদেশে এটা অবৈধ জেনেই তারা বাচ্চাদের খেলনার প্যাকেটে মাদক পাঠিয়েছে। এই পার্সেলটি যে কোনও আমেরিকান নাগরিক পাঠিয়েছেন বিষয়টি এমন নয়। ওখানে বসবাসরত অন্য কোনও দেশের নাগরিকও পাঠাতে পারেন। তরুণরা কীভাবে কোটি টাকার মাদকের কারবার করে আসছিল এমন প্রশ্নের জবাবে ডিজি বলেন, গ্রেফতারদের মধ্যে একজন একটি গার্মেন্টস ফ্যাক্টরির মার্কেটিং অফিসার। আমরা তদন্তে জানার চেষ্টা করবো তাদের অর্থের উৎস কী এবং তারা কীভাবে অর্থ সেখানে পাঠিয়েছে। এর সঙ্গে মানিলন্ডারিং জড়িত থাকতে পারে। তাদের পেছনে আরও কেউ আছে কিনা এমন সব বিষয়ে আমরা আরও তদন্ত করবো।

দুই দিনের ব্যবধানে

দাম ৩ হাজার ১০ টাকা কমিয়ে ১ লাখ ১০ হাজার ৯৯৪ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। এছাড়া ১৮ ক্যারেটের এক ভরি স্বর্ণের দাম ২ হাজার ৫৬৬ টাকা কমিয়ে ৯৫ হাজার ১৪৩ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। তবে সনাতন পদ্ধতির এক ভরি স্বর্ণের দাম ২ হাজার ৭৬ টাকা কমিয়ে ৭৬ হাজার ৫৮৬ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। এদিকে অপরিবর্তিত রয়েছে রুপার দাম। ২২ ক্যারেটের এক ভরি রুপার দাম ২ হাজার ১০০ টাকা, ২১ ক্যারেটের এক ভরি রুপার দাম ২ হাজার ৬ টাকা, ১৮ ক্যারেটের এক ভরি রুপার দাম ১ হাজার ৭১৫ টাকা এবং সনাতন পদ্ধতির এক ভরি রুপার দাম ১ হাজার ২৮৩ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। এর আগে গত ২১ এপ্রিল সব চেয়ে ভালো মানের বা ২২ ক্যারেটের এক ভরি স্বর্ণের দাম ৬২৯ টাকা বাড়িয়ে ১ লাখ ১৯ হাজার ৪২৭ টাকা, ২১ ক্যারেটের এক ভরি স্বর্ণের দাম ৬০৬ টাকা বাড়িয়ে ১ লাখ ১৪ হাজার ০৪ টাকা, ১৮ ক্যারেটের এক ভরি স্বর্ণের দাম ৫১৩ টাকা বাড়িয়ে ৯৭ হাজার ৭০৯ টাকা এবং সনাতন পদ্ধতির এক ভরি স্বর্ণের দাম ৪২০ টাকা বাড়িয়ে ৭৮ হাজার ৬৬২ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। তার আগে গত ২০ এপ্রিল সব চেয়ে ভালো মানের বা ২২ ক্যারেটের এক ভরি স্বর্ণের দাম ৮৪০ টাকা কমিয়ে ১ লাখ ১৮ হাজার ৭৯৮ টাকা, ২১ ক্যারেটের এক ভরি স্বর্ণের দাম ৮০৪ টাকা কমিয়ে ১ লাখ ১৩ হাজার ৩৯৮ টাকা, ১৮ ক্যারেটের এক ভরি স্বর্ণের দাম ৬৮৮ টাকা কমিয়ে ৯৭ হাজার ১৯৬ টাকা এবং সনাতন পদ্ধতির এক ভরি স্বর্ণের দাম ৫৬০ টাকা কমিয়ে ৭৮ হাজার ২৪২ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। তারও আগে গত ১৮ এপ্রিল সব চেয়ে ভালো মানের বা ২২ ক্যারেটের এক ভরি স্বর্ণের দাম ২ হাজার ৬৫ টাকা বাড়িয়ে ১ লাখ ১৯ হাজার ৬৩৮ টাকা, ২১ ক্যারেটের এক ভরি স্বর্ণের দাম ১ হাজার ৯৯৪ টাকা বাড়িয়ে ১ লাখ ১৪ হাজার ২০২ টাকা, ১৮ ক্যারেটের এক ভরি স্বর্ণের দাম ১ হাজার ৬৫৬ টাকা বাড়িয়ে ৯৭ হাজার ৮৮৪ টাকা এবং সনাতন পদ্ধতির এক ভরি স্বর্ণের দাম ১ হাজার ৩৮৮ টাকা কমিয়ে ৭৮ হাজার ৮০২ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। অবশ্য স্বর্ণের গহনা কিনতে ক্রেতাদের এর থেকে বেশি অর্থ গুনতে হবে। কারণ বাজুস নির্ধারণ করা দামের ওপর ৫ শতাংশ ভ্যাট যোগ করে স্বর্ণের গহনা বিক্রি করা হয়। সেই সঙ্গে ভরি প্রতি মজুরি ধরা হয় ন্যূনতম ৩ হাজার ৪৯৯ টাকা।

রানা প্লাজা ট্র্যাজেডির ১১ বছর

৭ জন আঁকিয়ের চিত্রকর্ম এবং জীবিত থাকা অবস্থায় স্টুডিওতে ২০ জন শ্রমিকের তোলা ছবি স্থান পেয়েছে। আলোকচিত্রীদের মধ্যে গার্মেন্ট শ্রমিক সংহতির সভাপ্রধান তাসলিমা আখতার, আলোকচিত্রী এন্ড্রু বিরাজ, রাহুল তালুকদার ও শুভ্রকান্তি দাসের ছবি প্রদর্শিত হয়। এছাড়া নিহত ও আহত পরিবারের কাছ থেকে গার্মেন্ট শ্রমিক সংহতির সংগৃহীত ছবি স্থান পায়। বেশির ভাগ সংগৃহীত ছবি শ্রমিকরা স্টুডিওতে গিয়ে বা শখ করে তুলেছিলেন। ৪ জন আলোকচিত্রীর ছবি এবং শ্রমিকের সন্তানদের আঁকা ছবি যেমন নির্মম সেই বাস্তবতাকে তুলে ধরেছে, তেমনি শ্রমিকদের নিজেদের স্টুডিওতে গিয়ে তোলা ছবি যেন তাদের স্বপ্নের কথা বলে। নিহত শাহেদুল তাঁর স্ত্রী ও ছেলেকে নিয়ে স্টুডিওতে ছবি তোলেন, ব্যাকড্রপে উড়োজাহাজ। হয়তো শাহিদুলের স্বপ্ন ছিলে দেশের বাইরে যাওয়ার! নিহত আঁখি আক্তার (১৮) সমুদ্র ভালোবাসতেন। কিন্তু যাওয়া হয়নি কখনো। তাই স্টুডিও থেকে স্বপ্নের ছবি তৈরি করিয়ে নিয়েছিলেন। আঁখি আক্তার ও তার বন্ধুরা রানা প্লাজার সপ্তম তলার নিউ ওয়েব স্টাইল লিমিটেড কারখানায় কাজ করতেন। বন্ধুদের সঙ্গে পহেলা বৈশাখে, ২০১৩ সালের ১৪ এপ্রিল ছবিটি তোলেন। ঠিক ১০ দিন পর ২৪ এপ্রিল রানা প্লাজা ধসের পর থেকে আঁখি নিখোঁজ। জানা যায়, এই ছবির কেবল একজন বেঁচে আছেন, আঁখিসহ এই ছবির বাকি সকাই নিহত বা নিখোঁজ। ২৪ এপ্রিল রানা প্লাজা ধসে এসব শ্রমিকের প্রাণ ও স্বপ্ন নিঃশেষ হয়ে গেছে। প্রদর্শনীটি রানা প্লাজার সামনে করে আবারও সেই অতীতের স্মৃতিকে সামনে আনা হয়েছে। এই ঘটনাকে ইতিহাসে বাঁচিয়ে রাখতে এবং তরুণদের লড়াইয়ে প্রেরণা দিতেই এই প্রদর্শনী। রানা প্লাজার শ্রমিকদের মতো যাতে আর কারো অকালে মরতে না হয়, সে জন্য ঐক্যবদ্ধ হবার আহবান এই প্রদর্শনীর মধ্য দিয়ে দিয়েছেন আয়োজকরা। প্রদর্শনীর উদ্বোধন শেষে আলোচনায় আহত শ্রমিক জেসমিন বলেন, এমনভাবে দুই দিন আটকা ছিলাম, বাঁচার কোনো আশা ছিলে না। একজন অচেনা মানুষ আমাকে আগলে রেখে বাঁচিয়েছিলেন। তখন কে পুরুষ, কে নারী, কে হিন্দু, কে মুসলমান ভাবার সুযোগ ছিলে না। বাঁচার চরম ইচ্ছা এবং সন্তানকে দেখার ইচ্ছা ছাড়া কোনো কিছু মাথায় আসেনি। জেসমিন আরও বলেন, ১১ বছর ধরে সেই দুঃসহ স্মৃতির ক্ষত বয়ে বেড়াচ্ছি মনে এবং শরীরে। অথচ এখনো দোষীদের শাস্তি হয়নি। দোষীদের শাস্তি হলে আমরা প্রাণে একটু শান্তি পেতাম! বাংলাদেশ গার্মেন্ট শ্রমিক সংহতির সভাপ্রধান তাসলিমা আখতার বলেন, ১১ বছরেও ১১৭৫ জন প্রাণ হত্যার বিচার প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হয়নি। কারখানার ভবন মালিক সোহেল রানা ছাড়া অন্যান্য মালিক, সরকারি কর্মকর্তারা জামিনে জেলের বাইরে আছেন। সোহেল রানাও গত বছর জামিন পায়। পরবর্তীতে তার জামিন উচ্চ আদালত স্থগিত করে। বিচারের এই ধীরগতি সরকার ও রাষ্ট্রের মালিকপক্ষ ও দোষীদের পৃষ্ঠপোষকতা প্রদানের এবং তাদের বাঁচিয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টারই সামিল বলে অভিহিত করেন অন্যান্য বক্তারা। তারা বলেন, যে রাষ্ট্রে কোনো গণতান্ত্রিক চর্চার সুযোগ নেই, জনগণের মতপ্রকাশের সুযোগ নেই, সেখানে রানা প্লাজার ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিকরা আরেও বিপর্যস্ত হওয়া ছাড়া আর কোনো পথ খোলা নেই। দোষীদের সর্বোচ্চ শাস্তি নিশ্চিত করতে শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ হওয়া ছাড়া কোনো পথ খোলা নেই। বক্তারা বলেন, নিহত ও আহতদের পরিবারকে ১১ বছর আগে যে আইনি ক্ষতিপূরণ বা অনুদান দেওয়া হয়েছে, তা কখনোই সম্মানজনক বা মর্যাদাপূর্ণ নয়। শ্রম আইনে ক্ষতিপূরণের আইন যা বদল হয়েছে, তা অতি নগণ্য। এক লাখ এবং দেড় লাখ থেকে দুই লাখ ও আড়াই লাখ পর্যন্ত বাড়ানো কোনো শ্রমিককে মানুষ হিসেবে গণ্য না করারই উদাহরণ। তারা বলেন, ক্ষতিপূরণ কোনো ভিক্ষা নয়, এটি শ্রমিক ও নাগরিকের আইনি অধিকার। এই অধিকার রক্ষায় এক হওয়ার আহবান জানান তারা। বাংলাদেশ গার্মেন্ট শ্রমিক সংহতির উদ্যোগে আয়োজিত দুই দিনব্যাপী কর্মসূচিতে রানা প্লাজার সামনে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ ও প্রতিবাদী র‍্যালি অনুষ্ঠিত হবে ২৪ এপ্রিল।

দেশজুড়ে তাপপ্রবাহ অব্যাহত

দু'এক জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা/ঝড়ো হাওয়াসহ বৃষ্টি/বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। সেই সঙ্গে কোথাও কোথাও বিক্ষিপ্তভাবে শিলা বৃষ্টি হতে পারে। এছাড়া দেশের অন্যত্র অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা আকাশসহ আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক থাকতে পারে। তবে বিরাজমান তাপপ্রবাহ অব্যাহত থাকতে পারে। এসময়ে সারাদেশে দিনের তাপমাত্রা সামান্য বৃদ্ধি পেতে পারে এবং রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে। জলীয় বাষ্পের আধিক্যের কারণে অস্বস্তি বিরাজ করতে পারে। আর বৃহস্পতিবারের (২৫ এপ্রিল) আবহাওয়ার পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা আকাশসহ আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক থাকতে পারে। তবে বিরাজমান তাপপ্রবাহ অব্যাহত থাকতে পারে। আর সারাদেশে দিন এবং রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে। তবে বর্ধিত ৫ দিনের আবহাওয়ার অবস্থা বলছে, তাপপ্রবাহের সামান্য পরিবর্তন হতে পারে।

শ্রম আইন নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র টালবাহানা

জবাবে তিনি এসব কথা বলেন। বাংলাদেশের শ্রম আইনের আরও উন্নতি চাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র। এ নিয়ে মতামত জানতে চাইলে প্রতিমন্ত্রী বলেন, আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) সম্মেলনেও এ শ্রম আইন নিয়ে কথা হয়েছে। এর আগেও আমরা আইনটি পাস করার পর্যায়ে ছিলাম, কিন্তু আইএলও থেকে অনুরোধ করা হলো, এটিকে আরও সমৃদ্ধ ও যুগোপযোগী করতে। সেই অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে গত সংসদে আমরা আইনটি পাস করিনি। এবার তাদের সঙ্গে কথা হয়েছে, পরে ২ মে যে বাজেট অধিবেশন শুরু হবে, সেখানে এ আইন নিয়ে কথাবার্তা হবে, পরামর্শ নিয়ে পাস করব। তিনি বলেন, মন্ত্রণালয় সবসময় শ্রমিকের পক্ষে। আবার মালিকদেরও গলা টিপে মেরে ফেলা যাবে না। হাঁস গলাটিপে মারলে সোনার ডিম পাওয়া যাবে না। আমরা চাই, সবাইকে সঙ্গে রেখে সমন্বয় করে একটি যুগোপযোগী শ্রম আইন পাস করতে। শ্রম আইন নিয়ে মার্কিন পরামর্শের জবাবে প্রতিমন্ত্রী বলেন, যুক্তরাষ্ট্র একটা টালবাহানা করছে। তারা একটা করলে আরেকটা দাবি করবে। যতক্ষণ না তাদের চাহিদা পূরণ করতে পারব, ততক্ষণ তারা আমাদের সঙ্গে এসব করতে থাকবে। পরাশক্তির অনেকগুলো হাত। কিন্তু আওয়ামী লীগ ক্ষমতালোভী নয়। তিনি বলেন, আমেরিকা বড় শক্তি। তাদের অবশ্যই পরোয়া করতে হয়। তাই বলে আমাদের স্বকীয়তা বিলিয়ে দিয়ে তাদের সঙ্গে আপস করতে রাজি নই। যুক্তরাষ্ট্র যেসব সুপারিশ দিয়েছে, সেসব আমরা নেব, তবে যাচাই-বাছাই করে। যেসব নিতে পারব না, বিনয়ের সঙ্গে বলবোড়এসব নেওয়া যাচ্ছে না। আর যেসব নেব, তা তাদের জানাব। যুক্তরাষ্ট্রকে বাংলাদেশের বন্ধু আখ্যা দিয়ে প্রতিমন্ত্রী বলেন, তারা আমাদের সহায়তা করে। তারা বিভিন্ন খাতে আমাদের সুযোগ-সুবিধা দেয়। আমরা চেষ্টা করব, তাদের শর্ত রাখার জন্য। আমরা হয়তো অনেক সময় তাদের সন্তুষ্ট রাখার চেষ্টা করি, তারপরও পারি না। আমাদের ভাগ্য খারাপ।

পটুয়াখালীতে ডায়রিয়ার প্রাদুর্ভাব

অধ্যাপক (এপিডেমিওলজিস্ট) ডা. মো. মুঈদুর রহমান, মেডিকেল এপিডেমিওলজিস্ট ডা. সাদিয়া সুলতানা, ফরিদপুরের সদরপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডা. সুমাইয়া আক্তার সুমাসহ মেডিকেল টেকনোলজিস্টরা। প্রতিনিধি দলের দলনেতা ডা. মো. মাইনুল হাসান জানান, আমরা আগামী তিনদিন পটুয়াখালী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালসহ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি চিকিৎসাধীন রোগীদের সঙ্গে প্রাসঙ্গিক তথ্য, খাবার পানি ও দৈনন্দিন কাজে ব্যবহৃত পানির উৎস, আক্রান্তের সময় ও ধরণ ইত্যাদি বিষয়ে বিভিন্ন তথ্য ও স্যাম্পল সংগ্রহ করবো। পরে পরীক্ষা নিরীক্ষা ও গবেষণার মাধ্যমে প্রাপ্ত কারণ ও ফলাফল সংশ্লিষ্ট সরকারি দপ্তরে দাখিল করবেন বলেও জানান তিনি। পটুয়াখালী মেডিকেলের তত্ত্বাবধায়ক ডা. দিলরুবা ইয়াসমিন লিজা বলেন, বর্তমান সময়ে বরিশাল বিভাগের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ডায়রিয়া আক্রান্ত রোগী পটুয়াখালীতে। তাই সরকারের পক্ষ থেকে আউটব্রেক ইনভেস্টিগেশন করতে আইইডিসিআর থেকে টিম এসেছেন। আমরা প্রতিনিধি দলকে সর্বোচ্চ সহযোগিতা করছি। সিভিল সার্জন কার্যালয়ের তথ্য মতে, গত ২৪ ঘণ্টায় আক্রান্ত হয়ে জেলায় বিভিন্ন সরকারি হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে ১১০ জন রোগী। গত এক সপ্তাহে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে ৭৭৯ জন, সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন ৭৭০ জন। চলতি বছরের শুরু থেকে ভর্তি হয়েছেন ৫৭৯৪ জন এবং এর মধ্যে সুস্থ হয়েছেন ৫৩৪৫ জন। এর মধ্যে অর্ধেক আক্রান্ত হয়েছে গত এক মাসে। জেলায় এখনও প্রায় তিন হাজার ব্যাগ আইভি স্যালাইন মজুদ আছে।

চাঁদপুরে আগুনে পুড়ল ১৪ ব্যবসা প্রতিষ্ঠান

স্টাফ রিপোর্টার : চাঁদপুরের শাহরাস্তি উপজেলার ঠাকুর বাজারে আগুনে পুড়ে গেছে ছোট-বড় ১৪টি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান। তবে এ ঘটনায় কেউ হতাহত হয়নি। গতকাল মঙ্গলবার ভোর রাতে একটি চায়ের দোকানের লাকড়ির চুলা থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়। শাহরাস্তি ফায়ার সার্ভিসের দুই ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। তবে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার আগেই ১৪টি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে ব্যবসায়ীদের দাবি। স্থানীয় কাউন্সিলর দেলোয়ার হোসেন মিয়াজী জানান, ঠাকুর বাজারের বিসমিল্লাহ সূতা ঘর, অনিল হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট, অনিল টি স্টল, টিপটপ লন্ড্রি, বিসমিল্লা আলু আড়ত, পরেশ স্টোর, আক্তার স্টোরসহ ১৪ ব্যবসা প্রতিষ্ঠান পুড়ে যায়। পুড়ে যাওয়া দোকানগুলোর মধ্যে বেশির ভাগ ছিল গোডাউন। ভাইস চেয়ারম্যান তোফায়েল আহমদ ইরান বলেন, রাস্তা সরু থাকায় ফায়ার সার্ভিস দ্রুত ঘটনাস্থলে আসা সম্ভব হয়নি। তারপরও ফায়ার সার্ভিসের প্রচেষ্টায় পুরো বাজার রক্ষা করা সম্ভব হয়েছে। শাহরাস্তি ফায়ার সার্ভিসের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মাহফুজুর রহমান অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা নিশ্চিত করে বলেন, একটা লাকড়ির চুলা থেকে আগুনের সূত্রপাত। একটি ইউনিট দিয়েই আগুন নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে। তবে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ এখন পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়নি।

পিরোজপুরে হত্যা মামলার প্রধান আসামিকে কুপিয়ে হত্যা

স্টাফ রিপোর্টার : পিরোজপুরে শত্রুতার জেরে সোহাগ শেখ (৩৩) এক যুবককে কুপিয়ে হত্যা করার অভিযোগ উঠেছে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে। শহিদুল নামে এক যুবক হত্যা মামলার প্রধান আসামি সোহাগ। গত সোমবার রাত সাড়ে ১১টার দিকে জেলার সদর উপজেলার কদমতলা ইউনিয়নের ভৈরমপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। নিহত সোহাগ ওই গ্রামের সিদ্দিক শেখের ছেলে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, এলাকায় আধিপত্য নিয়ে একটি পক্ষের সঙ্গে সোহাগ ও তার পরিবারের দীর্ঘদিন ধরে বিরোধ চলে আসছিল। গত ইউপি নির্বাচনের পর শহিদুল নামে একজন খুন হন। সে মামলায় প্রধান আসামি করা হয়েছিল সোহাগ শেখকে। সেই শত্রুতার কারণে এ হত্যাকাণ্ড ঘটতে পারে বলে মনে করছেন স্থানীয়রা। নিহতের ভাগনে সামসুর রহমান জানান, রাতে সোহাগদের বাড়ির কাছের মসজিদের পাশে স্থানীয় শামসু ও এমামসহ কয়েকজন সোহাগের ওপর অতর্কিত হামলা চালিয়ে তাকে কোপানো শুরু করে। এসময় তিনি চিৎকার করলে হামলাকারীরা সোহাগকে ফেলে রেখে চলে যায়। এর আগে তারা সোহাগকে কয়েকবার মেরে ফেলার হুমকিও দেয়। স্থানীয় ইউপি সদস্য মিজান হাওলাদার জানান, কুপিয়ে ফেলে রেখে যাওয়ার পরে সোহাগকে মৃত্য অবস্থায় পাওয়া যায়। ঘটনার সময় সোহাগের ভাগনে সামসুর রহমান কাছাকাছি ছিল। কারা কুপিয়েছে তা সে দেখেছে। এলাকায় আধিপত্য নিয়ে সোহাগদের সঙ্গে কিছু লোকের শত্রুতা ছিল। গত ইউপি নির্বাচনের পরে শহিদুল নামে একজন খুন হয়েছেন। সে মামলায় সোহাগকে এক নাম্বার আসামি করেছিল তারা। পিরোজপুর সদর থানার ওসি মো. আসিকুজ্জামান বলেন, শত্রুতার জেরে এ হত্যাকাণ্ড ঘটতে পারে এমনটা প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে। হত্যার মূল কারণ অনুসন্ধানে আমরা কাজ করে যাচ্ছি। এ ব্যাপারে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।

রাজধানীতে মাদকবিরোধী অভিযানে গ্রেপ্তার ৩০

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানীতে মাদকবিরোধী অভিযান চালিয়ে ৩০ জনকে গ্রেপ্তার করেছে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (ডিএমপি)। গত সোমবার ভোর ৬টা থেকে গতকাল মঙ্গলবার ভোর ৬টা পর্যন্ত রাজধানীর বিভিন্ন থানা এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়। ডিএমপির মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশনস বিভাগের অতিরিক্ত উপ-কমিশনার (এডিসি) কে এন রায় নিয়তি জানান, এ সময় তাদের কাছ থেকে ৮১৬ ইয়াবা, ২৯ কেজি ২৫ গ্রাম গাঁজা, ৩ গ্রাম হেরোইন ও ৮৪ বোতল বিদেশি মদ জব্দ করা হয়। তাদের নামে ডিএমপির বিভিন্ন থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে ২১টি মামলা দায়ের করা হয়েছে বলেও জানান তিনি।

কক্সবাজারে অপহরণের ২৬ ঘণ্টা পর পল্লী চিকিৎসক মুক্ত

স্টাফ রিপোর্টার : কক্সবাজারের টেকনাফে অপহরণের ২৬ ঘণ্টার পর 'পুলিশের অভিযানের মুখে' পল্লী চিকিৎসকসহ দুজনকে ছেড়ে দিয়েছে দুর্বৃত্তরা। তবে স্বজনরা মুক্তিপণ দেওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করলেও স্থানীয় একাধিক সূত্র জানিয়েছে, অন্তত ছয় লাখ টাকার বিনিময়ে তাদের মুক্তি দেওয়া হয়েছে। গত সোমবার রাত ১১টার দিকে টেকনাফ উপজেলার বাহারছড়া ইউনিয়নের শিলখালীর পাহাড়ি এলাকায় তাদের ছেড়ে দেওয়া হয় বলে জানান টেকনাফ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মুহাম্মদ ওসমান গণি। মুক্তিপ্রাপ্তরা হলেন- উখিয়া উপজেলার পালংখালী ইউনিয়নের পশ্চিম থাইংখালী এলাকার জাকের হোসাইনের ছেলে পল্লী চিকিৎসক মো. জহির উদ্দিন (৫১) ও টেকনাফ উপজেলার বাহারছড়া ইউনিয়নের শামলাপুর নয়াপাড়ার মৃত মো. শফির ছেলে মোহাম্মদ রফিক (৩২)। পুলিশ জানিয়েছে, উদ্ধার হওয়া দুজনই শারীরিকভাবে অক্ষত রয়েছেন। তাদের শরীরে আঘাতের কোনো চিহ্ন পাওয়া যায়নি। গত রোববার রাত ৯টায় টেকনাফের বাহারছড়া স্টেশনে চেম্বার শেষ করে অন্য যাত্রীদের সঙ্গে অটোরিকশাযোগে বাড়ি ফিরছিলেন জহির উদ্দিন। তাদের বহনকারী গাড়িটি শামলাপুর-হোয়াইক্যং সড়কের হোয়াইক্যং ঢালা এলাকায় পৌঁছালে যাত্রী বেশে তিনজন অস্ত্রের মুখে চালককে জিম্মি করেন। পরে পল্লী চিকিৎসকসহ দুজনকে পাহাড়ি এলাকার দিকে তুলে নিয়ে যায় দুর্বৃত্তরা। ঘটনার পরপরই অপহৃত জহির উদ্দিনের ভাই ও স্থানীয় সাংবাদিক মোহাম্মদ কমরুদ্দিন গণমাধ্যমের কাছে জানিয়েছিলেন, ঘটনার ঘণ্টা দেড়েক পর তার ভাইয়ের মোবাইল ফোন নম্বর থেকে কল দিয়ে অজ্ঞাতনামা এক ব্যক্তি ছয় লাখ মুক্তিপণ দাবি করেন। ওসি ওসমান গণি জানান, অপহরণ ঘটনাটি পুলিশ অবহিত হওয়ার পর থেকে অপহৃতদের উদ্ধারে বিশেষ অভিযান শুরু করে। পুলিশের একাধিক দল রোববার রাত থেকে গত সোমবার সকাল ১০টা পর্যন্ত অভিযান অব্যাহত রাখে। সকাল ১০টার পর থেকে বাহারছড়া ইউনিয়নের পাহাড়ের সম্ভাব্য অপরাধপ্রবণ এলাকাগুলোতে পুলিশ সাঁড়াশি অভিযান চালায়। গত সোমবার রাত ১১টার দিকে শিলখালী পাহাড়ি এলাকায় অভিযানের মুখে গ্রেপ্তার এড়াতে অপরাধীরা অপহৃত দুজনকে ছেড়ে দেয়। তাদের শরীরে আঘাতের কোনো চিহ্ন পাওয়া যায়নি। তবে স্বজনরা মুক্তিপণ দিয়েছে কিনা তা পুলিশ অবহিত নয়। উদ্ধার হওয়াদের জিজ্ঞাসাবাদের পর নিশ্চিত হওয়া যাবে বলে জানান তিনি। অপহৃত জহিরের ছোট ভাই মোহাম্মদ কমরুদ্দিন জানান, রাতে দুর্বৃত্তরা তার ভাইসহ দুজনকে ছেড়ে দিয়েছে। খবর পেয়ে শিলখালী পাহাড়ি এলাকা থেকে পুলিশ তাদের উদ্ধার করেছে। তার ভাইকে আনতে তিনি বাহারছড়া পুলিশ তদন্ত কেন্দ্রে অবস্থান করছেন। মুক্তিপণ ছাড়াই তার ভাইসহ দুজন ছাড়া পেয়েছেন তথ্য দিয়ে জানান, তার ভাইসহ অপহৃতদের উদ্ধারে পুলিশ আন্তরিকভাবে কাজ করেছে। তবে স্থানীয় বাসিন্দাসহ ভুক্তভোগী জহির উদ্দিনের কয়েকজন স্বজন নাম প্রকাশ না করার শর্তে দুর্বৃত্তদের অন্তত ছয় লাখ টাকা মুক্তিপণ দেওয়া হয়েছে বলে নিশ্চিত করেছেন। তবে মুক্তিপণের টাকা কোথায়, কীভাবে দেওয়া হয়েছে তা নিশ্চিত করতে পারেননি তারা। ওসমান গণি জানান, উদ্ধার হওয়ারা বাহারছড়া পুলিশ তদন্ত কেন্দ্রে রয়েছেন। ঘটনার ব্যাপারে জানতে তাদের কাছ থেকে প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে। পরে উদ্ধার হওয়াদের প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হবে। প্রসঙ্গত, গত এক মাস ধরে টেকনাফের পাহাড় কেন্দ্রিক অপহরণের ঘটনা বন্ধ ছিল। এর আগে গত ২০২৩ সালের মার্চ থেকে ২০২৪ সালের এ পর্যন্ত টেকনাফের বিভিন্ন এলাকা থেকে ১২০ জনকে অপহরণের ঘটনা ঘটেছে। এর মধ্যে ৬২ জন স্থানীয় বাসিন্দা, বাকিরা রোহিঙ্গা নাগরিক। অপহরণের পরিবারের তথ্য বলছে, অপহরণের শিকার ব্যক্তিদের মধ্যে অন্তত ৫৩ জন মুক্তিপণ দিয়ে ছাড়া পেয়েছেন।

নীলফামারীতে পরিত্যক্ত জমিতে মিলল রাইফেল-গোলাবারুদ

স্টাফ রিপোর্টার : নীলফামারীর কিশোরগঞ্জে মাটি খননের সময়ে ৩.৩ রাইফেলসহ গোলাবারুদ পাওয়া গেছে। গত সোমবার উপজেলার রংপুর-দিনাজপুর তিস্তা সেচ ক্যানেলের বাজার এলাকা থেকে এসব রাইফেল ও গোলাবারুদ উদ্ধার করা হয়। পুলিশ ও এলাকাবাসী জানান, গত সোমবার বিকেলে ক্যানেলের বাজার এলাকার একটি পরিত্যক্ত জমি খননের সময় শ্রমিকরা ৩.৩ রাইফেল, দুইটি মাইন ও একটি মর্টার সেল দেখতে পান। পরে বিষয়টি জানাজানি হলে সবাই সেগুলো দেখতে আসেন। খবর পেয়ে পুলিশ যায় এবং রাত সোয়া ৯টা পর্যন্ত ঘটনাস্থলে পুলিশের বোম ডিসপোজাল ইউনিটের অপেক্ষায় থাকে। কিশোরগঞ্জ থানার ওসি পলাশ চন্দ্র মণ্ডল বলেন, ৩.৩ রাইফেল, দুইটি মাইন ও একটি মর্টার সেল উদ্ধার করা হয়েছে। ঘটনাস্থলে পুলিশের বোম ডিসপোজাল ইউনিট গিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করবে।

মেহেরপুরে ৫০ অবৈধ জাল জব্দ পুড়িয়ে বিনষ্ট

স্টাফ রিপোর্টার : মেহেরপুরে ভৈরব নদে অভিযান চালিয়ে অবৈধ ৫০টি চায়না দুয়ারি জাল জব্দ করে আগুনে পুড়িয়ে বিনষ্ট করা হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার দুপুরের দিকে এ অভিযান চালানো হয়। অভিযানের নেতৃত্বে ছিলেন মেহেরপুর সদর উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মাঝহারুল ইসলাম। নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মাজহারুল ইসলাম বলেন, ভৈরব নদে জাল ফেলে অবৈধভাবে মাছ ধরা হচ্ছে, এমন গোপন অভিযোগ পেয়ে দুপুরে সেখানে অভিযান চালানো হয়। অভিযানে অবৈধ ৫০টি চায়না দুয়ারি জাল জব্দ করা হয়। পরে সেগুলো আগুনে পুড়িয়ে বিনষ্ট করা হয়। অভিযানে মেহেরপুর সদর উপজেলা সিনিয়র মৎস্য কর্মকতা মীর মো. জাকির হোসেন উপস্থিত ছিলেন।

দিনাজপুরে শিশু হত্যার দায়ে আসামির যাবজ্জীবন

স্টাফ রিপোর্টার : দিনাজপুরের ফুলবাড়ীতে মিরাজ কাজী (৫) নামে একটি শিশুকে হত্যার দায়ে মামলায় মমতাজ উদ্দিন নামে এক ব্যক্তিকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। পাশাপাশি তাকে ২৫ হাজার টাকা জরিমানা, অনাদায়ে আরও ছয় মাসের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। এদিকে অপরাধ প্রমাণ না হওয়ায় এ মামলায় তিনজনকে খালাস দিয়েছেন আদালত। গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে দিনাজপুরের অতিরিক্ত দায়রা জজ-২ আদালতের বিচারক শ্যামসুন্দর রায় এ রায় দেন। মমতাজ উদ্দিনের বাড়ি ফুলবাড়ী উপজেলার পশ্চিম খাজাপুর গ্রামে। নিহত মিরাজ কাজী একই গ্রামের মাহাবুব কাজীর ছেলে। খালাসপ্রাপ্তরা হলেন মমতাজ উদ্দিনের বোন মর্জিনা বেগম, ছেলে মোস্তাফিজুর রহমান ও ছেলের বউ জেসমিন আরা। দিনাজপুরের কোর্ট পুলিশ পরিদর্শক একেএম লিয়াকত আলী এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। আদালত সূত্রে জানা গেছে, ২০১৮ সালের ৮ জুলাই মিরাজ প্রতিবেশী মমতাজ উদ্দিনের বাড়িতে খেলতে যায়। এরপর থেকে শিশুটি নিখোঁজ ছিল। পরদিন ৯ জুলাই এলাকার একটি ডোবায় মিরাজের লাশ পাওয়া যায়। ওই দিনই শিশুর বাবা মাহবুব বাদী হয়ে চারজনকে আসামি করে ফুলবাড়ী থানায় হত্যা মামলা দায়ের করেন। মামলার শুনানি শেষে সাক্ষ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে গতকাল মঙ্গলবার এ রায় দেন বিচারক।

নাটোরে ২ ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষ, চালক নিহত

স্টাফ রিপোর্টার : নাটোর সদর উপজেলার দত্তপাড়া এলাকায় দুই ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে দিপু মণ্ডল নামে এক চালক নিহত হয়েছেন। গতকাল মঙ্গলবার সকালে নাটোর-ঢাকা মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত দিপু যশোর জেলার বড় হয়বতপুর এলাকার হায়দার আলী মণ্ডলের ছেলে। ঝলমলিয়া হাইওয়ে পুলিশের ওসি সাজেদুর রহমান সাজিদ জানান, সকালে সদর উপজেলার দত্তপাড়া ব্রিজ সংলগ্ন এলাকায় ঢাকামুখী পাথর বোঝাই একটি ট্রাকের সঙ্গে বিপরীত দিক থেকে আসা গম বোঝাই অপর একটি ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এ সময় পাথর বোঝাই ট্রাকটি রাস্তার পাশে উল্টে যায়। এতে ট্রাকটির চালক দিপু গুরুতর আহত হন। খবর পেয়ে নাটোর ফায়ার সার্ভিস কর্মীরা ওই চালককে উদ্ধার করে নাটোর সদর হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। তিনি বলেন, দুর্ঘটনাকবলিত ট্রাক দুটিকে মহাসড়ক থেকে সরানোর উদ্যোগ নেওয়ার পাশাপাশি আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

রাজশাহীতে পদ্মায় গোসলে নেমে ৩ শিশুর মৃত্যু

স্টাফ রিপোর্টার : রাজশাহীর পদ্মা নদীতে গোসল করতে নেমে পানিতে ডুবে তিন শিশুর মৃত্যু হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার দুপুর দেড়টার দিকে মহানগরীর শ্যামপুর বালুর ঘাট দিয়ে পদ্মায় গোসল করতে নেমে তারা নিখোঁজ হয়। পরে খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স রাজশাহী সদর দপ্তরের ডুবুরি দল ঘটনাস্থলে গিয়ে বিকেল পৌনে ৩টার দিকে তাদের তিনজনের লাশ উদ্ধার করে। তারা তিনজনই মাদ্রাসার শিক্ষার্থী। আইনি প্রক্রিয়া শেষে তাদের লাশ পরিবারের কাছে হস্তান্তরের প্রক্রিয়া চলছে। নিহত তিন শিশু হলো কাটাখালি পৌরসভার বাখরাবাজ এলাকার রেন্টু মিয়ার ছেলে যুবরাজ হোসেন, নূর ইসলামের ছেলে মো. নুরুজ্জামান ও লিটন হোসেনের ছেলে আরিফ হোসেন। তাদের সবার বয়স ১৩ থেকে ১৪ বছরের মধ্যে বলে জানিয়েছে ফায়ার সার্ভিস। আর তারা তিনজনই স্থানীয় একটি মাদ্রাসার শিক্ষার্থী। ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স রাজশাহী সদর দপ্তরের সিনিয়র স্টেশন অফিসার আবু সামা জানান, গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে ওই তিন শিশু এক সঙ্গে নদীতে গোসল করতে নামে। এ সময় তারা স্রোতের তোড়ে ডুবে যায়। পরে ফায়ার সার্ভিসে খবর দেওয়া হলে ডুবুরি ইউনিট গিয়ে পদ্মা নদীতে তাদের উদ্ধারে তল্লাশি অভিযান শুরু করে। পরে বিকেল পৌনে ৩টার দিকে ঘটনাস্থলের পাশ থেকেই তিন শিশুর লাশ উদ্ধার করে।

চট্টগ্রামে ব্যবসায়ীকে মারধরের মামলায় ছাত্রলীগ নেতা কারাগারে

স্টাফ রিপোর্টার : চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বন ও পরিবেশ বিজ্ঞান ইনস্টিটিউটের পেছনের ধানক্ষেতে আহমেদ হোসেন সোহেল নামে এক ব্যবসায়ীকে মারধরের মামলায় উত্তর জেলা ছাত্রলীগের সহ সভাপতি হাসান মুরাদকে কারাগারে পাঠিয়েছেন আদালত। গতকাল মঙ্গলবার চট্টগ্রামের চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কাজী শহিদুল ইসলাম আদালত এই আদেশ দেন। এর আগে গত ২৪ ডিসেম্বর চট্টগ্রাম সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট নুরুল হারুন আদালত গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেছিলেন। হাসান মুরাদ (৩৩), হাটহাজারী থানার চিকনদন্ডী এক নম্বর ওয়ার্ড ধোপা দিঘীর পাড় আকমল মিয়াজির বাড়ির দিদারুল আলমের ছেলে। মামলার বাদীর আইনজীবী অ্যাডভোকেট আবু সায়েম মোহাম্মদ নাসিম উদ্দীন বলেন, হত্যার উদ্দেশ্যে গুরুতর আঘাত করার ঘটনায় ব্যবসায়ী আহমেদ হোসেন সোহেল হাটহাজারী থানায় দায়ের করা মামলায় হাসান মুরাদ হাইকোর্টে জামিনের আবেদন করেন। হাইকোর্ট ৩ সপ্তাহের মধ্যে আদালতে আত্মসমর্পণ করার নির্দেশ প্রদান করেন। কিন্তু ৩ সপ্তাহ অতিবাহিত হওয়ার পরও আদালতে আত্মসমর্পণ না করায় গত ২৪ ডিসেম্বর গ্রেপ্তারি পরোয়ারা জারি করেছিল। গতকাল মঙ্গলবার আসামি হাসান মুরাদ আত্মসমর্পণ করে জামিন আবেদন করেন। আদালত শুনানি শেষে জামিন নামঞ্জুর করে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন। আদালত সূত্রে জানা যায়, আহমেদ হোসেন সোহেল হাটহাজারীর উত্তর ফতেয়াবাদ দক্ষিণ পাহাড়তলী নন্দীরহাট এলাকার হাজী মো. মুছার ছেলে। তিনি ওই এলাকায় ব্যবসা করে জীবিকা নির্বাহ করেন। আগে ব্যবসা নিয়ে অভিযুক্ত হাসানের সঙ্গে তার বিরোধ ছিল। সেই বিরোধের জেরে গত ২৯ অক্টোবর রাতে হত্যার উদ্দেশ্যে অপহরণ করে মারধর ও হত্যাচেষ্টার অভিযোগে চট্টগ্রাম আদালতে অভিযুক্ত হাসানসহ ৪ জনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন ভুক্তভোগী সোহেল। আদালত মামলাটি গ্রহণ করে হাটহাজারী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে (ওসি) এজাহার গ্রহণের নির্দেশ দেন। আদালতের আদেশের প্রেক্ষিতে চার আসামির বিরুদ্ধে ১৫ নভেম্বর হাটহাজারী থানায় নিয়মিত মামলা রুজু হয়। বর্তমানে মামলাটি চট্টগ্রামের চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে বিচারাধীন রয়েছে।

কেএনএফ সম্পৃক্ততায় রুমা ছাত্রলীগ সভাপতিসহ ৭ জন কারাগারে

স্টাফ রিপোর্টার : বান্দরবানের রুমা উপজেলায় সোনালী ব্যাংকে ডাকাতি, মসজিদে হামলা, পুলিশ ও আনসারের অস্ত্র ও টাকা লুটের মামলায় আরও সাতজনকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছেন আদালত। গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে বান্দরবানের চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের বিচারক এ এস এম এমরান তাদের কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন। তাদের মধ্যে রুমা উপজেলা ছাত্রলীগের সভাপতি ভান নুন নোয়ামও (৩৩) রয়েছেন। বাকিরা হলেন, বান্দরবানের রুমা উপজেলার মুনলাই পাড়ার বাসিন্দা লাল নুন নোয়াম (৬৮), লাল দাভিদ বম (৪২), চমলিয়ান বম (৫৬), লাল পেক লিয়ান (৩২), লাল মিন বম (৫০) এবং বান্দরবান সদর উপজেলা লাইমি পাড়ার বাসিন্দা ভান বিয়াক বম (২৩)। পুলিশ জানায়, গত সোমবার বিকেলে রুমা সদরে যৌথ অভিযানে কুকি-চিন ন্যাশনাল ফ্রন্টের (কেএনএফ) সন্দেহভাজন সদস্য হিসেবে এ সাতজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। পরে তাদের পুলিশি পাহারায় রুমা সদর থেকে এনে বান্দরবান আদালতে তোলা হয়। বান্দরবান আদালতের পুলিশের এসআই প্রিয়েল পালিত বিষয়টির সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, সাত আসামিকে আদালতে তোলা হয়। তাদের কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছেন আদালত। ২ এপ্রিল বান্দরবানের রুমায় সোনালী ব্যাংকে ডাকাতি, ম্যানেজারকে অপহরণ, মসজিদে হামলা, পুলিশের অস্ত্র লুটের ঘটনায় পাঁচটি মামলা দায়ের হয়। ৩ এপ্রিল দুপুরে বান্দরবানের থানচি উপজেলার সোনালী ব্যাংক ও কৃষি ব্যাংকে ডাকাতির ঘটনা ঘটে। তাতে চারটি মামলা দায়ের হয়। এ পর্যন্ত নয় মামলায় সর্বমোট ৭৮ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আদালতের নির্দেশে তাদের জেল হাজতে পাঠানো হয়েছে।

সম্পাদকীয়

মাদকের ভয়ংকর রূপ

মূলহোতাদের ধরতে হবে

দেশব্যাপী মাদকের বিস্তার ভয়ংকর আকার ধারণ করেছে। কিশোর-কিশোরীরাও ক্রমে বেশি করে মাদকাসক্ত হয়ে পড়ছে। মাদকের অর্থ জোগাড় করতে গিয়ে তারা নানা অপরাধে জড়িয়ে পড়ছে। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর বিরুদ্ধে দীর্ঘদিনের অভিযোগ, তাদের অভিযানে খুচরা বিক্রেতা, বাহক ও কিছু সেবনকারী ধরা পড়লেও মাদক ব্যবসা নিয়ন্ত্রণকারী গডফাদাররা থেকে যাচ্ছেন ধরাছোঁয়ার বাইরে। এ ক্ষেত্রে একটি প্রশংসনীয় উদ্যোগ নিয়েছে অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)। সম্প্রতি শীর্ষ মাদক ব্যবসায়ী বা গডফাদারদের অপরাধ তদন্তে নামে সিআইডি। তদন্তে অভিযোগের সত্যতা পাওয়ায় সিআইডি ১০ গডফাদারকে আইনের আওতায় এনেছে। তাঁদের বিরুদ্ধে মানি লন্ডারিং বা অর্থপাচার সংক্রান্ত মামলা হয়েছে। তাঁদের বিপুল সম্পত্তি ক্রোকের বিষয়টিও প্রক্রিয়াধীন। সিআইডির পক্ষ থেকে জানানো হয়, দেশের বিভিন্ন থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে করা ৩৫টি মামলার মানি লন্ডারিং সংক্রান্ত বিষয়ে তদন্ত করতে গিয়ে এই ১০ জনের সংশ্লিষ্টতা পাওয়া গেছে। প্রাথমিকভাবে সিআইডি মূল হোতা বা গডফাদারদের অবৈধভাবে অর্জিত অর্থ (ব্যাংক অ্যাকাউন্টে রাখা), ক্রয়কৃত জমি, বাড়ি, ফ্ল্যাটসহ বিপুল পরিমাণ স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির সন্ধান পেয়েছে। জব্দ করা অর্থের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১৭৮ কোটি টাকারও বেশি। এই ১০ গডফাদারের বিদেশে পাচার করা অর্থের পরিমাণ অন্তত ৮৫ কোটি ৪৭ লাখ টাকা এবং তাঁদের ক্রোকের প্রক্রিয়াধীন মোট সম্পদের পরিমাণ প্রায় ৩৭ কোটি টাকা। সিআইডি জানিয়েছে, পর্যায়ক্রমে মাদকের সব গডফাদারকেই আইনের আওতায় আনা হবে। মাদক কারবারে যাঁরা অবৈধভাবে সম্পদ ও অর্থবিত্তের মালিক হয়েছেন, তাঁদের অবৈধ সম্পদ আইনি প্রক্রিয়ায় সরকারি কোষাগারে চলে যাবে। গডফাদারদের তথ্য দিয়ে সিআইডিকে সহযোগিতা করার জন্য দেশপ্রেমিক নাগরিকদের প্রতি অনুরোধ জানানো হয়েছে। আমরা আশা করছি, গডফাদারদের আইনের আওতায় এনে দেশের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে রক্ষা করা হবে। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন ২০১৮ অনুযায়ী মাদকদ্রব্য পরিবহন, কেনাবেচা, সংরক্ষণ, উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ, অর্থ লগ্নীকরণ, পৃষ্ঠপোষকতাসহ বিভিন্ন অপরাধের সর্বোচ্চ শাস্তি যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বা মৃত্যুদণ্ড। আইনে জেলা পর্যায়ে ট্রাইব্যুনাল গঠন এবং ট্রাইব্যুনালে মামলা স্থানান্তরিত হওয়ার ৯০ দিনের মধ্যে বিচার সম্পন্ন করার কথা বলা হয়েছে, কিন্তু পর্যাপ্ত ট্রাইব্যুনালই এখনো গঠিত হয়নি। নানা কারণে বিচারপ্রক্রিয়ায় দীর্ঘ সময় লেগে যায় এবং অনেক অপরাধী আইনের ফাঁকফোকর দিয়ে বেরিয়ে আসে। তারা পুনরায় নতুন উদ্যমে মাদক কারবারে নিয়োজিত হয়। আমরা আশা করি, মাদক ব্যবসার মূল হোতাদের দ্রুত গ্রেপ্তার করা হবে। তাঁদের বিচারপ্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করা হবে। একই সঙ্গে যেকোনো মূল্যে মাদকের অনুপ্রবেশ বন্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে।

ভোজ্যতেলের দাম

কথা রাখেননি ভোজ্যতেল ব্যবসায়ীরা। ঈদের আনন্দের রেশ কাটতে না কাটতেই তারা প্রতি লিটার ভোজ্যতেলের দাম বাড়িয়ে দিয়েছেন ১০ টাকা। যা ঈদের আগে বিক্রি হয়েছে ১৬৩ টাকা, তা এখন বিক্রি হবে প্রতি লিটার ১৭৩ টাকায়। এর পেছনে ভোজ্যতেল আমদানিকারক-পরিশোধনকারীসহ পাইকারি ও খুচরা অসাধু ব্যবসায়ীদের কারসাজি রয়েছে বলে মনে করেন ভোক্তা সাধারণসহ সংশ্লিষ্ট মহল। স্বয়ং বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী এ নিয়ে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ ও সমালোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন, ভোজ্যতেল ব্যবসায়ীরা দাম বাড়ানো নিয়ে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ও ট্যারিফ কমিশনকে কিছু জানায়নি, যা দুঃখজনক। সরকার জরুরিভাবে বিষয়টি খতিয়ে দেখবে বলে জানিয়েছেন তিনি। ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের সঙ্গে আলোচনা করে নেওয়া হবে পরবর্তী সিদ্ধান্ত। ট্যারিফ কমিশন আলোচনা সাপেক্ষে পাইকারি বাজারে প্রতি লিটার ভোজ্যতেলের দাম চার টাকা বাড়িয়েছে। উল্লেখ্য, ঈদকে সামনে রেখে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে বাজার সহনীয় রাখতে ভোজ্যতেল, চিনি, চাল ও খেজুরের আমদানি শুল্ক কমিয়ে দেওয়া হয়, যা এখনো বহাল আছে। ভোজ্যতেলের আমদানি শুল্ক কমানো হয়েছিল ৫ শতাংশ। ১৫ এপ্রিল পর্যন্ত এর মেয়াদ থাকলেও ভোজ্যতেলের দাম মিলমালিকদের মর্জিমাফিক বাড়ানোর ব্যাপারে আপত্তি রয়েছে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের। মূলত ঈদের ছুটিকে কাজে লাগিয়ে একতরফাভাবে দাম বাড়িয়েছেন ভোজ্যতেল ব্যবসায়ীরা। এর জন্য তারা কৃত্রিম সংকট সৃষ্টির লক্ষ্যে ঈদের পর বাজারে তেলের সরবরাহ কমিয়ে দিয়েছেন, যেটি মূলত দাম বাড়ানোর অপকৌশল। সে অবস্থায় অসাধু ব্যবসায়ীরা যাতে ইচ্ছামতো দাম বাড়িয়ে ফায়দা লুটতে না পারে, সেজন্য বাজারে কঠোর মনিটরিং জরুরি হয়ে পড়েছে। এর বাইরেও রয়েছে ভোজ্যতেলের ভেজালের বিষয়টি। বাজারে প্রাপ্ত অধিকাংশ ভোজ্যতেল, তা সে নামি-দামিসহ যে কোম্পানিরই হোক না কেন, ভিটামিন সমৃদ্ধ ভোজ্যতেল পাওয়া যায় না বললেই চলে। বাজারজাতকৃত খোলা ভোজ্যতেলে তো নয়ই। ড্রামে বাজারজাতকৃত ভোজ্যতেলেও না। সেটি আরও বিস্ময়। যেসব ড্রামে এসব তেল ভরে বাজারে বিক্রি করা হয় সেগুলো অধিকাংশ বিষাক্ত সব রাসায়নিক কেমিক্যালের ড্রাম। এসব ড্রাম ভোজ্যতেল আমদানিকারক কোম্পানিগুলোর তৈরিও নয়। পাইকারি বাজার থেকে হাজার হাজার ড্রাম কিনে সেগুলোতে ভোজ্যতেল ভরে বিক্রি করা হয় খোলাবাজারে। ধোয়াও হয় না। কেননা তাতে খরচ হয়। সে অবস্থায় ভোজ্যতেলে ভিটামিন এ ও ডি মেশানোর প্রশ্নই ওঠে না। ভোজ্যতেলে ভিটামিন এ সমৃদ্ধকরণ আইন-২০১৩ বিদ্যমান থাকলেও এটি বাস্তবায়ন হচ্ছে না ভোজ্যতেল উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর অনীহার জন্য। ভোজ্যতেলে ভিটামিন এ ও ডি সমৃদ্ধকরণ আইন বিদ্যমান থাকলেও ড্রামে খোলা ভোজ্যতেল একটি বড় বাধা হিসেবে কাজ করছে বলে বিশেষজ্ঞদের অভিমত। নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ এবং ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ বিভাগের অবশ্য কর্তব্য হবে জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় ভোজ্যতেলে ভিটামিন এ ও ডি মেশানোর বিষয়টি নিশ্চিত করা এবং বাজারে খোলা তেল বিক্রি বন্ধে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ।

আইএমএফের পূর্বাভাস

বৈশ্বিক ঋণদাতা সংস্থা আইএমএফ বাংলাদেশের মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) কমার পূর্বাভাস দিয়েছে। সংস্থাটি বলেছে, চলতি ২০২৪ সালে জিডিপি প্রবৃদ্ধি হতে পারে ৫ দশমিক ৭ শতাংশ। এও বলেছে, ২০২৪ সালে তা কিছুটা বেড়ে হতে পারে ৬ দশমিক ৬ শতাংশ। আর ২০২৯ সালে তা বেড়ে দাঁড়াবে ৭ শতাংশ। আইএমএফের ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক আউটলুকের এপ্রিল সংস্করণে প্রকাশিত হয়েছে এই পূর্বাভাস। তদনুযায়ী চলতি বছরে বাংলাদেশের গড় মূল্যস্ফীতি দাঁড়াতে পারে ৯ দশমিক ৩ শতাংশ। আগামী বছর তা কমে দাঁড়াবে ৬ দশমিক ১ শতাংশে। ২০২৯ সালে মূল্যস্ফীতি কমে সাড়ে ৫ শতাংশ হতে পারে। উল্লেখ্য, বর্তমানে দেশে সাড়ে ৯ শতাংশের বেশি মূল্যস্ফীতি বিদ্যমান, যা জনজীবনে চাপ সৃষ্টি করছে। বিশ্বব্যাংক বলেছে, চড়া মূল্যস্ফীতি ব্যক্তি ও বেসরকারি পর্যায়ে ভোগ চাহিদা কমিয়ে দিচ্ছে। এর সঙ্গে জ্বালানি ও কাঁচামালের সংকট, সুদহার বৃদ্ধি এবং আর্থিক খাতের দুর্বলতা আস্থা হারাচ্ছে দেশী-বিদেশী বিনিয়োগের। বাংলাদেশের আরেক বড় উন্নয়ন সহযোগী এডিবির মতে, ২০২৩-২৪ অর্থবছরে প্রবৃদ্ধি হতে পারে ৬ দশমিক ১ শতাংশ এবং ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ৬ দশমিক ৬ শতাংশ। মূল্যস্ফীতি কমার সঙ্গে সঙ্গে বাড়বে বেসরকারি ভোগ চাহিদা। আইএমএফের পূর্বাভাসে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন অর্থমন্ত্রী মাহমুদ আলী। আইএমএফের ১০টি শর্তের মধ্যে ৯টি শর্ত পূরণ করায় বাংলাদেশের ঋণের বাকি কিস্তি পেতে কোনো সমস্যা হবে না। জাতীয় প্রবৃদ্ধি অর্জনে বছর শেষে দক্ষিণ এশিয়ায় দ্বিতীয় অবস্থানে থাকবে বাংলাদেশ। প্রতিবেশী দেশ ভারতের পরেই সর্বোচ্চ জিডিপি অর্জনে সক্ষম হবে দেশটি কিছু প্রতিকূলতা সত্ত্বেও, যা হবে পাঁচ দশমিক ছয় শতাংশ। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে সর্বোচ্চ সাত শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জন করবে ভারত। বাংলাদেশের পরে জিডিপি অর্জনের অবস্থানে রয়েছে যথাক্রমে ভুটান, মালদ্বীপ, নেপাল, শ্রীলঙ্কা ও পাকিস্তান। উল্লেখ্য, সরকার চলতি অর্থবছরে বাংলাদেশের জাতীয় প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা ঠিক করেছে ৭ দশমিক ৫ শতাংশ। বিশ্বব্যাংকের 'বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট আপডেট বা বাংলাদেশ উন্নয়ন হালনাগাদ' শীর্ষক ষান্মাসিক প্রতিবেদনের প্রকাশ উপলক্ষে বৈশ্বিক আর্থিক সংস্থাটির ঢাকা কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য উপস্থাপন করা হয়। তবে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বর্তমানে চার ধরনের চ্যালেঞ্জ রয়েছে বলেও মনে করে বিশ্বব্যাংক। এগুলো হলো- উচ্চ মূল্যস্ফীতি, বৈদেশিক মুদ্রার ঘাটতি, আমদানি নিয়ন্ত্রণ এবং আর্থিক খাতের ঝুঁকি। তবে এসব মোকাবিলায় বিভিন্ন খাতে সংস্কার কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে বাংলাদেশের অর্থনীতি সঠিক পথেই এগোচ্ছে বলে মনে করে বিশ্বব্যাংক। ইতোপূর্বে ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে বিশ্বব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক অ্যাক্সেল ভন ট্রটসেনবার্গ ঢাকা সফরে এসে বলেছেন, গত পাঁচ দশকে বিশ্বের অন্যতম দরিদ্র দেশ থেকে দ্রুত প্রবৃদ্ধির দেশে পরিণত হয়েছে বাংলাদেশ- যেটি হলো উন্নয়নের সেরা গল্প। কোভিড-১৯ অতিমারি, রাশিয়া-ইউক্রেন, ইসরাইল-হামাস যুদ্ধ এবং জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে বাংলাদেশ বেশ ভালোভাবেই সামনে এগিয়ে চলেছে। বাংলাদেশকে এগিয়ে নিতে বিশ্বব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আরও তিনটি বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেন। এগুলো হলো- নারীর ক্ষমতায়ন, মানবসম্পদ উন্নয়নে বিনিয়োগ বৃদ্ধি এবং জলবায়ু অভিযোজন। বাংলাদেশ এসব ক্ষেত্রেও কাজ করে চলেছে এবং অগ্রগতিও অর্জন করেছে। প্রণয়ন করেছে কর্মপরিকল্পনা। বাংলাদেশের এখন প্রধান লক্ষ্য ২০৩১ সালের মধ্যে উচ্চ-মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হওয়া এবং ২০৪১ সালের মধ্যে স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তোলা। এরই বাংলাদেশের প্রতি বিশ্বব্যাংক এবং আইএমএফের অব্যাহত সহযোগিতাসহ ইতিবাচক মনোভাবের বহিঃপ্রকাশ।

খাদ্য অপচয় রোধে চাই মিতব্যয় ও সচেতনতা

মো. জিলসুর রহমান

খাবারের অপচয় করতে নেই- খুবই সহজ সরল, সাদামাটা এই কথা সবাই জানে। তবে বাস্তবতা হলো নামিদামি বুফে রেস্তোরাঁর টেবিল থেকে শুরু করে সাধারণ পরিবারের ডাইনিং টেবিল- সব জায়গাতেই খাবার-দাবারের ব্যাপক অপচয় হয়। কেবল এই দিকটা খেয়াল না রাখার জন্য কতটা বাড়তি খরচ যে আপনার হচ্ছে, সে হিসাব হয়তো আপনি নিজেও রাখছেন না। খাবারের অপচয় কিন্তু কেবল অর্থের অপব্যয়ই নয়, বরং নষ্ট করা খাবার প্রকৃতি ও পরিবেশের ওপরও ফেলে নেতিবাচক প্রভাব। বিশ্বব্যাপী কার্বন নিঃসরণের ৮ শতাংশের জন্য দায়ী কেবল খাবারের অপচয়। খাবারের অপচয় এড়াতে এবং খাবারের ব্যয় কমাতে মিতব্যয় ও সচেতনতার বিকল্প নেই। সম্প্রতি জাতিসংঘের পরিবেশ বিষয়ক কর্মসূচির (ইউএনইপি) ওয়েবসাইটে বিশ্বের ‘খাবার অপচয়সূচক প্রতিবেদন-২০২৪’ শীর্ষক একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়েছে যেখানে খাবারের এ অপচয়কে ‘বৈশ্বিক ট্র্যাজেডি’ হিসেবে উলেস্নখ করা হয়েছে। বিশ্বে খাবারের অপচয় নিয়ে এটি জাতিসংঘের সংকলিত দ্বিতীয় প্রতিবেদন। এটি তৈরিতে জাতিসংঘকে সহযোগিতা করেছে অলাভজনক সংস্থা ডবিস্নউআরএপি। প্রতিবেদনটি এখন পর্যন্ত খাবার অপচয়ের সবচেয়ে পূর্ণাঙ্গ চিত্র তুলে ধরেছে। ডবিস্নউআরএপি বলছে, ‘এটা আমাদের হতভম্ব করে দিয়েছে। আসলে বছরের প্রতিদিন এক বেলায় যত খাবার নষ্ট হয়, তা দিয়ে বর্তমানে অনাহারে থাকা প্রায় ৮০ কোটি মানুষের সবাইকে খাওয়ানো সম্ভব। ওই প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বাংলাদেশে বাসাবাড়িতে একজন ব্যক্তি গড়ে বছরে ৮২ কেজি খাবার অপচয় করেন- যা যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, রাশিয়া ও ভারতের চেয়ে বেশি। বিশ্বে ২০২২ সালে মোট অপচয় হওয়া খাবারের পরিমাণ ১০০ কোটি টনের বেশি- যা বিশ্ববাজারে আসা মোট খাবারের পাঁচ ভাগের এক ভাগ। ওই প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বিশ্বে বাসাবাড়িতে এক ব্যক্তি বছরে গড়ে সবচেয়ে বেশি খাবার অপচয় করে মালদ্বীপে, ২০৭ কেজি। বিপরীতে সবচেয়ে কম খাবার নষ্ট হয় মঙ্গোলিয়ায়, ১৮ কেজি। বাংলাদেশের প্রতিবেশী দেশগুলোর মধ্যে বাসাবাড়িতে এক ব্যক্তি বছরে সবচেয়ে বেশি খাবার অপচয় করে পাকিস্তানে, ১৩০ কেজি। এরপরেই আছে নেপালে, ৯৩ কেজি। এরপর পর্যায়ক্রমে রয়েছে মিয়ানমার (৭৮ কেজি), শ্রীলংকা (৭৬ কেজি) ও ভারত (৫৫ কেজি)। সবচেয়ে কম ১৯ কেজি খাবার অপচয় হচ্ছে ভুটানে। খাবার অপচয় সূচকের হিসাবে যুক্তরাষ্ট্রে এক ব্যক্তি বাসাবাড়িতে গড়ে বছরে খাবার অপচয় করছেন ৭৩ কেজি। যুক্তরাজ্যের তা ৭৬ কেজি। চীনের ক্ষেত্রেও হিসাবটা একই। তবে তুলনামূলক কম অপচয় হচ্ছে রাশিয়ায়, ৩৩ কেজি। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০২২ সালে অপচয় হওয়া খাবারের ৬০ শতাংশই বাসাবাড়ির। এর পরিমাণ ৬৩ কোটি ১০ লাখ টন। ২৮ শতাংশ অপচয় হয়েছে রেস্তোরাঁ, ক্যানটিন ও হোটেলের মতো খাদ্য পরিষেবা ব্যবস্থাগুলোয়। কসাই ও মুদি দোকানে অপচয় হয়েছে ১২ শতাংশ খাবার। ওই বছরে অপচয় হওয়া ১০০ কোটি টনের বেশি খাবার ছিল বিশ্ববাজারে আসা খাদ্যদ্রব্যের প্রায় পাঁচ ভাগের এক ভাগ। জাতিসংঘের প্রতিবেদনে বলা হয়, বিশ্বের প্রায় ৮০ কোটি মানুষ যখন না খেয়ে আছে, তখন লাখো কোটি ডলারের খাবার ময়লার ঝুড়িতে ফেলা হচ্ছে। অন্যদিকে, জাতিসংঘের খাদ্য বর্জ্য কর্মসূচির (ফুড ওয়েস্ট প্রোগ্রাম) সাম্প্রতিক এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর মধ্যে মোট খাদ্য অপচয়ের ৫০ শতাংশ হয় সৌদি আরবে- যা বিশ্বে সর্বোচ্চ এবং দেশটিতে খাদ্য বর্জ্যের জন্য প্রতি বছর ৪০ বিলিয়ন সৌদি রিয়াল ক্ষতি হয়। এদিকে জাতিসংঘের পরিবেশ কর্মসূচি বলছে, প্রতি বছর সারা বিশ্বে প্রায় ১ দশমিক ৩ বিলিয়ন টন খাদ্য অপচয় হয়। ২০২৩ সালে সৌদি শস্য সংস্থার (সাগো) একটি গবেষণায় ওঠে এসেছে, খাদ্য অপচয়ের কারণে সৌদি যথেষ্ট আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে। ভোক্তা ব্যয়ের ওপর ভিত্তি করে ধারণা করা হচ্ছে, এর পরিমাণ বছরে প্রায় ৪০ বিলিয়ন সৌদি রিয়াল। এ ছাড়া সমীক্ষায় দেখা গেছে, প্রতি বছর ৪ দশমিক ০৬ মিলিয়ন টন খাদ্য নষ্ট হয়- যা লক্ষ্যমাত্রার ৩৩ দশমিক ১ শতাংশ পণ্যের সমতুল্য। গড়ে একজন ব্যক্তি বছরে প্রায় ১৮৪ কেজি খাদ্য অপচয় করেন। বিভিন্ন পরিসংখানে দেখা গেছে, পৃথিবীতে প্রতি বছর যে পরিমাণ খাবার উৎপাদন হয়, তার একটি বড় অংশ মাঠ থেকে আর খাবার টেবিল পর্যন্ত পৌঁছায় না। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার ‘ফুড ওয়েস্টেজ ফুটপ্রিন্ট : ইমপ্যাক্টস অন ন্যাচারাল রিসোর্সেস’ শীর্ষক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বিশ্বে বছরে প্রায় ১৩০ কোটি টন খাদ্য নষ্ট হয়- যা বিশ্বের মোট উৎপাদিত খাদ্যের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ। খাদ্যের এ অপচয়ে উন্নত দেশ আর উন্নয়নশীল দেশ কেউই বাদ যায় না। বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে জাতিসংঘের পরিবেশ বিষয়ক সংস্থা ‘ইউনেপ’-২০২১ সালে ‘ফুড ওয়েস্ট ইনডেক্স’ নামে রিপোর্ট প্রকাশ করে। এতে বলা হয়েছে, বাংলাদেশে বছরে ১ কোটি ৬ লাখ টন খাদ্য অপচয় হয়। দক্ষিণ এশিয়ায় ভারত আর পাকিস্তানের পর তৃতীয় সর্বোচ্চ খাদ্য অপচয় হয় বাংলাদেশে। শুধু খাবার টেবিলের অপচয় রোধ হলেই ৪২ লাখ ৬২ হাজার মানুষের সারা বছরের ভাতের চাহিদা মিটত। আজ বিশ্বব্যাপী খাদ্য দ্রব্যের দাম বাড়ছে, অথচ অপচয় কমছে না। খাদ্য অপচয়কে ইসলাম মোটেও সমর্থন করে না। বিশ্বনবী রাসুলুলস্নাহ (সা.) খাবার অপচয় রোধে খুব শক্ত হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেছেন। খাবার নষ্ট হওয়া থেকে বাঁচতে দস্তরখানা বিছিয়ে খাওয়ার কথা বলেছেন- যা সুন্নত। তিনি নিজেও দস্তরখানা বিছিয়ে খাবার গ্রহণ করতেন- যাতে খাবার পাত্র থেকে পড়ে নষ্ট না হয়। কারণ খাবার হলো মহান আলস্নাহর নেয়ামত। এর অপচয় কোনোভাবেই কাম্য নয়। হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, নবীজি (সা.) খাওয়ার পর তার তিনটি আঙুল চেটে নিতেন। তিনি বলতেন, তোমাদের কারও খাবারের লোকমা নিচে পড়ে গেলে সে যেন তার ময়লা দূর করে তা খেয়ে নেয় এবং শয়তানের জন্য তা ফেলে না রাখে। বর্ণনাকারী বলেন, আমাদের তিনি থালাও চেটে খাওয়ার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি আরও বলেছেন, খাদ্যের কোন অংশে বরকত রয়েছে, তা তোমাদের জানা নেই (তিরমিজি ১৮০৩)। খাবার নষ্ট করা যেমন অন্যায়, তেমনি গুনাহর কাজ। এ প্রসঙ্গে মহান আলস্নাহ কোরআনে ইরশাদ করেছেন, (তোমরা) খাও, পান কর কিন্তু অপচয় কর না। নিশ্চয়ই তিনি অপচয়কারীদের পছন্দ করেন না (সূরা আরাফ ৩১)। মহান আলস্নাহ আরও বলেছেন, নিশ্চয়ই অপব্যয়কারীরা শয়তানের ভাই (সূরা ইসরাইল ২৭)। খাওয়া-দাওয়া ও পানাহারের ক্ষেত্রে অপচয় ও বিলাসিতা খাদ্য নিরাপত্তাকে হুমকির মুখোমুখি করে দেয়। তাই কোরআনে এটিকে কড়াভাবে নিষেধ করা হয়েছে। আলস্নাহ বলেন, ‘তখন তোমরা উহার ফল আহার করিবে আর ফসল তুলিবার দিনে উহার হক প্রদান করিবে এবং অপচয় করিবে না’ (সূরা আনআম ১৪১)। রাসূল (সা.) বলেছেন, ‘পেটের এক-তৃতীয়াংশ আহারের জন্য, এক-তৃতীয়াংশ পানির জন্য ও এক তৃতীয়াংশ শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য’ (ইবনে মাযাহ : ৩৩৪৯)। আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুলস্নাহ (সা.) বলেছেন, ‘দুজনের খাবার তিনজনের জন্য এবং তিনজনের খাবার চারজনের জন্য যথেষ্ট’। মুসলিমের অন্য এক বর্ণনায় জাবের (রা.) থেকে বর্ণিত নবী (সা.) বলেছেন, ‘একজনের খাবার দুজনের জন্য, দুজনের খাবার চারজনের জন্য এবং চারজনের খাবার আটজনের জন্য যথেষ্ট’ (বুখারি-৫৩৯২, মুসলিম-২০৫৮, তিরমিজি-১৮২০)। বাদশাহ হারুনুর রশিদ একবার চারজন ডাক্তারকে একত্র করলেন। তার মধ্যে একজন ছিল হিন্দুস্থানি, দ্বিতীয় জন রোমীয়, তৃতীয় জন ইরাকি, চতুর্থ জন সাওয়াদি। তারপর চারজনকেই সম্বোধন করে বললেন, আপনারা এমন একটি ওষুধের নাম বলুন, যা কোনো কিছুর জন্যই ক্ষতিকর নয়। হিন্দুস্থানি চিকিৎসক বললেন, আমার মতে সেই জিনিস হলো হালিলাহ সিয়াহ বা কাল হালিলাহ। ইরাকি ডাক্তার বললেন, আমার মতে সেই জিনিস হলো হুব্বুর রালাদ। রোমীয় ডাক্তার বললেন, ওষুধ কোনো কিছুর জন্য ক্ষতিকর নয়- তা হলো গরম পানি। সর্বশেষ সাওয়াদি ডাক্তার বললেন, উপরিউক্ত সব মন্তব্য ভুল। কেননা, কাল হালিলাহ পাকস্থলীতে ক্ষত সৃষ্টি করে। আর গরম পানি পাকস্থলীকে করে দেয় শিথিল। তারপর সব হাকিম মিলে বললেন, তাহলে এবার আপনি বলুন, যে ওষুধটা কোনো কিছুর জন্যই ক্ষতিকর নয়। তখন সাওয়াদি হাকিম বললেন, তা হলো অধিক আগ্রহ সৃষ্টি না হওয়া পর্যন্ত আহার না করা ও খানার কিছু চাহিদা থাকা অবস্থায় খানা থেকে বিরত থাকা- এ কথার ওপর সব ডাক্তার একমত পোষণ করেন। জার্মান সংবাদ সংস্থা ডয়েচে ভেলের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সারা বিশ্বে প্রতি বছর খাদ্যদ্রব্যের এক-তৃতীয়াংশ ভাগাড়ে নিক্ষেপ করা হয়। এর ফলে, যে শুধু পরিবেশ দূষিত হয় তাই নয়, পকেটটাও অনেকটা ছোট হয়। তবে অপচয়ের বিরুদ্ধে লড়াই করতে প্রয়োজন অনেক শক্তি ও শৃঙ্খলা। ওই প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ব্রিটেনে একটি পরিবার বছরে গড়ে ৭০০ ব্রিটিশ পাউন্ড বা ৮৩০ ইউরো পর্যন্ত নিক্ষেপ করে থাকে আবর্জনার কন্টেইনারে; অর্থাৎ ফেলে দেওয়া খাবারের অর্থমূল্য এইরকম হবে। শুধু ব্রিটেনের সবচেয়ে বড় চেইন স্টোর টেস্কোর মাল সরবরাহকারী ও ভোক্তারা প্রতি বছর ৬০,০০০ টন খাদ্যের অপচয় করে। এই অবস্থার পরিবর্তন চায় এখন টেস্কো। শুধু যে ব্রিটেনে ভোজ্যপণ্য আবর্জনার কন্টেইনারে পতিত হয় তাই নয়, এটা একটা বৈশ্বিক সমস্যা।

> বাদশাহ হারুনুর রশিদ একবার চারজন ডাক্তারকে একত্র করলেন। তার মধ্যে একজন ছিল হিন্দুস্থানি, দ্বিতীয় জন রোমীয়, তৃতীয় জন ইরাকি, চতুর্থ জন সাওয়াদি। তারপর চারজনকেই সম্বোধন করে বললেন, আপনারা এমন একটি ওষুধের নাম বলুন, যা কোনো কিছুর জন্যই ক্ষতিকর নয়। হিন্দুস্থানি চিকিৎসক বললেন, আমার মতে সেই জিনিস হলো হালিলাহ সিয়াহ বা কাল হালিলাহ। ইরাকি ডাক্তার বললেন, আমার মতে সেই জিনিস হলো হুব্বুর রালাদ। রোমীয় ডাক্তার বললেন, ওষুধ কোনো কিছুর জন্য ক্ষতিকর নয়- তা হলো গরম পানি। সর্বশেষ সাওয়াদি ডাক্তার বললেন, উপরিউক্ত সব মন্তব্য ভুল। কেননা, কাল হালিলাহ পাকস্থলীতে ক্ষত সৃষ্টি করে। আর গরম পানি পাকস্থলীকে করে দেয় শিথিল। তারপর সব হাকিম মিলে বললেন, তাহলে এবার আপনি বলুন, যে ওষুধটা কোনো কিছুর জন্যই ক্ষতিকর নয়।

জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা বলছে, সর্বস্তরে এর বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে। বিশেষ করে মানুষের মধ্যে এই সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে, যে খাদ্যদ্রব্যের অপচয় এক বিরাট সমস্যা। এর অর্থ আমাদের ভোক্তাদের কাছ থেকেই শুরু করতে হবে। পেস্নটে অল্প পরিমাণ খাবার নেওয়া উচিত। বেঁচে যাওয়া খাবার পরে খাওয়ার জন্য ঠিকমতো উঠিয়ে রাখতে হবে। কেনাকাটার পরিকল্পনা অনেক আগে থেকেই করা উচিত। অতিরিক্ত খাবার ফেলে না দিয়ে অভাবগ্রস্তদের মধ্যে বিতরণ করতে হবে- এসব পরামর্শ জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার। তবে এই ব্যাপারে শুধু ক্রেতাদের সচেতন ও মিতব্যয়ী হলেই চলবে না খাদ্যদ্রব্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত বিভিন্ন সংস্থা যেমন সরকার ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানেরও চোখ খুলতে হবে।

(মো. জিলসুর রহমান : ব্যাংকার ও কলাম লেখক)

করদাতাদের সম্মান করলেই বাড়বে রাজস্ব

মোহাম্মদ সিরাজ উদ্দিন

সভ্যতার চরম উন্নতির যুগে এই শিরোনামে লেখা কলামটি কতটা গুরুত্ব পাবে, তা নিয়ে চিন্তিত বটে! কিন্তু যখন মনের গভীর আবেগ থেকে তৈরি হওয়া যন্ত্রণার আগুন নেভানো প্রয়োজন হয়, তখন মানুষ যেমন আপনজনকে নিজের মনের কথা বলে বা লিখে কিছুটা হালকা হয়। তেমনি হয়তো বা এই লেখার কিছুটা সার্থকতা থাকতেও পারে। করদাতার মনের কষ্টের কথাগুলো হলো কর অফিসের লোকদের সঙ্গে পেরে ওঠা কঠিন, কথায় আছে “আকাশের যত তারা, পুলিশের তত ধারা”। কিন্তু এখন দেখা যায় “আয়কর আইনের যত ধারা, সব ধারাতেই করদাতারা খাবে ধরা”। কর অফিসের কর্তারা সিন্দুক থেকে আইন বের করে হলেও হয়রানি করার কৌশল আবিষ্কার করে নেন। যেমনটি যুগ যুগ থেকে করা হতো। একসময় ব্রিটিশ শাসন আমলে, স্বাধীনতার পর ভারতবর্ষে ‘পিটুনি করের’ আইন ব্যবস্থা চালু করেছিল। এই পিটুনি করের ব্যবস্থাটি ছিল এরকম, “কোন বিধিনিষেধ আছে এমন ঘটনা ঘটার ৫০০ গজের মধ্যে থাকলে সবাইকে বেধড়ক পিটুনি খেতে হবে এবং পিটুনি খাওয়ার জন্য কর দিতে হবে। শুধু তাই নয়, পিটুনি দেওয়ার সময় যদি লাঠি ভেঙে যায়, তাহলে সেই লাঠির জন্যও জরিমানা দিতে হবে।” কী অবাক করার মতো কর পদ্ধতি! কিন্তু আস্থার খবর হলো, বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার ৫৪ বছরেও এনবিআর পিটুনি করের কোনও এসআরও দেয়নি। তাহলে করদাতার মনের কষ্টগুলো কোথায়? একটু দেখা যাক। একজন করদাতা অভিজ্ঞতা এরকম একদিন তিনি তার নিজের একটা রিটার্ন নিয়ে সংশ্লিষ্ট সার্কেলে গেলেন। অফিসে ঢুকতেই তিনি প্রচণ্ড ভয় পেয়ে গেলেন। কারণ অন্য একজন করদাতার সঙ্গে অফিসের কেউ চেঁচামেচি করছেন। আপনার এই নেই, সেই নেই, যান! এগুলো ঠিক করে নিয়ে আসেন, তারপর রিটার্ন জমা নেবো। তিনি একটু একটু করে এগিয়ে গিয়ে বললেন “বাবারা আমি রিটার্ন নিয়ে আসছি, কোথায় দিবো?” একজন কম্পিউটার অপারেটর বললেন আমাকে দেন, পিয়ন টাইপের একজন বললেন আমাকে দেন। সুপারভাইজার বললেন একজনকে দিলেই হবে, ভালোভাবে চেক করে দেখ ঠিক আছে কিনা? তারপর কম্পিউটার অপারেটর নিলেন, ভালো করে পাতা উলটাতে লাগলেন, আর চোখে-মুখে বিরক্তি দেখাতে থাকলেন। আপনি এটা কি নিয়ে আসছেন? আপনার এনআইডি, টিআইএন মূল কপি দেখান, আয় এত কম কেন, ইত্যাদি নানা প্রশ্ন। অথচ এগুলো একটাও বলার কোনও প্রয়োজন নেই। অনেক করদাতার অভিযোগ আয়কর অফিসে গেলেই মক্কেল এসেছে ভেবে অনেক আইনকানুনের ভয় দেখানো হয়। স্যার নেই, কাল আসেন, আপনার রিটার্ন ভুল আছে, সঠিক নেই, আপনার আয় এত কম দেখিয়েছেন, স্যারের কাছে গেলে ধরবে, আপনার ইটিআইএন খুলেছেন অনেক আগে, রিটার্ন জমা দেন নাই অনেক টাকা জরিমানা হবে, এই কথাগুলো কমন কথা। যেমন রাজনীতির মাঠের কিছু মুখস্থ বুলির মতো। এগুলো না বললে কর অফিসের লোকজনের পেটের ভাত হজম হয় না। পিয়ন থেকে সুপারভাইজার বা দুই একজন ডিসিটি পর্যায়ের কর্মকর্তা এই আচরণ করেন বলে অভিযোগ আসে।

এছাড়া কোনও রকম রিটার্ন জমার প্রাপ্তি স্বীকার নিয়ে আসলেও ভয় কাটছে না। কিছু দিন পরপর ফোন করে দেখা করতে বলা, কখনও কখনও চিঠি দিয়ে বিশাল জরিমানার ভয় দেখানো ইত্যাদি অভিযোগ আছে কর অফিসের বিরুদ্ধে। কর আদায় ব্যবস্থাপনার আদি ইতিহাস আর বর্তমান বাস্তবতার মানদণ্ড তুলনা করতে গেলে দেখা যায়. মানুষগুলোর পরিবর্তন হলেও আচরণ বা রীতিনীতির বা পদ্ধতি উন্নতি বলতে চেয়ার-টেবিল ও অফিসের সাজসজ্জার পরিবর্তন ছাড়া বাকি সবই অবনতি। এই চিত্রটি সব কর অফিসে আছে এমন নয়। তবে অধিকাংশই চিত্রই প্রায় একই রকম। এর নেতিবাচক দিক হলো করদাতারা দেশের একজন সম্মানিত নাগরিক, তারা কর অফিসে অসম্মানের অভিজ্ঞতা নিয়ে ফিরে আসবেন তা কাম্য নয়। এর নানা নেতিবাচক দিক রয়েছে।

যেমন করদাতারা কর দিতে নিরুৎসাহী হচ্ছেন, করযোগ্য অনেক করদাতা কর অফিস এড়িয়ে যাচ্ছেন, কর-ফাঁকি বেড়ে যাচ্ছে। দেশের রাজস্ব ঘাটতি হচ্ছে এবং ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে দেশের অর্থনীতি। কর্তৃপক্ষের করণীয় কী করতে পারে? প্রতিটি কর-সার্কেলে করদাতাবান্ধব পরিবেশ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত সুপারিশগুলো ভেবে দেখতে পারে ১. করদাতা বা তার প্রতিনিধি কর অফিসে গেলেই আন্তরিকতার সঙ্গে কুশল বিনিময় করা; ২. ইতিবাচক অভ্যর্থনা দিয়েই কাজের পরিবেশ তৈরি করা; ৩. রিটার্ন বা তৎসংশ্লিষ্ট কোনও বিষয় নিয়ে গেলে তা আন্তরিকতার সঙ্গে গ্রহণ করা ও তা বুঝিয়ে বলা; ৪. করদাতার সঙ্গে কোনও বিরূপ আচরণ না করা; ৫. কোনও ঘাটতি থাকলে তা বুঝিয়ে দেওয়া; ৬. জোরপূর্বক বকশিশ বা কোনও সম্মানি আদায় না করা; ৭. রিটার্নের প্রাপ্তি স্বীকার একই দিনে এবং দ্রুততম সময়ের মধ্যে দিয়ে দেওয়া; ৮. রিটার্নের প্রাপ্তি স্বীকার সহজীকরণ করা, যেমন যিনি রিটার্ন গ্রহণ করবেন, তিনিই স্বাক্ষর করলে প্রাপ্তি স্বীকার রসিদ গ্রহণযোগ্য হবে এমন সার্কুলার দেওয়া (অনলাইনে স্বাক্ষর ছাড়াই তা গ্রহণযোগ্য)। এতে করদাতার অনেক সময় বাঁচবে এবং কর অফিসের প্রতি করদাতার আস্থা তৈরি হবে। আমাদের চিন্তায়, চেতনায় ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন আনা জরুরি। তাহলে রাজস্ব আদায়ে নানান অসুবিধা থাকলেও ইতিবাচক কিছু করা সম্ভব হবে। না হলে রাজস্ব আদায়ে বারবার নিম্নমুখী সূচকের ভার বহন করা কঠিন হবে। লেখক: আয়কর আইনজীবী

শিক্ষার মানোন্নয়ন কি সম্ভব?

ড. কামরুল হাসান মামুন

সত্যিকারের আদর্শিক মানুষদের শূন্যতা এখন প্রবল। এখন যারা মডেল তারা কি আসলেই আদর্শিক মানুষ? নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা এখন কাদের মডেল ভাবছে? এইভাবে প্রিয় দেশটা আজ দুঃসহ সময় পার করছে। এই পথকে আরও পিচ্ছিল করার জন্য সরকার নতুন একটা শিক্ষাক্রম তৈরি করেছে যার মাধ্যমে উদাহরণ হওয়ার মতো বড় মানুষ তৈরির পথ চিরতরে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ষাট বা আশির দশকেও অনেক বড় আলোকিত মানুষ ছিল। বড় কবি ছিলেন, বড় টেলিভিশন ব্যক্তিত্ব, চলচ্চিত্র পরিচালক, অভিনেতা, নাট্যকার, শিক্ষক, সাংবাদিক, গবেষক ছিলেন। যেমন ৬০ ও ৭০ দশকের বাংলাদেশের কবি লেখক কারা ছিলেন? শামসুর রাহমান, হুমায়ুন আজাদ, নির্মলেন্দু গুণ, সৈয়দ শামসুল হক, আসাদ চৌধুরী, শহীদ কাদরী, আবদুল মান্নান সৈয়দ, আবু হেনা মোস্তফা কামাল, আহমদ শরীফ, আলাউদ্দিন আল আজাদ, হেলাল হাফিজ, জিয়া হায়দার, দাউদ হায়দার, রুদ্র মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, হাসান হাফিজুর রহমান, জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা, আহমদ ছফা, আলমগীর কবির, মুনীর চৌধুরী, জহির রায়হান, খান আতাউর রহমান, ব্যারিস্টার সৈয়দ ইশতিয়াক আহমেদ, আলতাফ মাহমুদ, ফজলে লোহানী এইরকম আরও অনেক নাম নেওয়া যাবে। সবার নাম এই মুহূর্তে মনেও আসছে না। ফজলে লোহানী, আবদুল্লাহ আবু সায়ীদের মতো টেলিভিশন ব্যক্তিত্ব, রুনা লায়লা, সাবিনা ইয়াসমিন, নিলুফার ইয়াসমিন, আজম খানের মতো গায়ক, জুয়েল আইচের মতো জাদুশিল্পী, আবু হেনা মোস্তফা কামালের মতো গীতিকার কি আমরা তৈরি করতে পারছি? শুধু জাতীয় পর্যায় না। আমাদের গ্রাম পর্যায়েও উদাহরণ দেওয়ার মতো শিক্ষক ছিলেন, রাজনীতিবিদ ছিলেন, ব্যবসায়ী ছিলেন। এখন চোখ খুললেই স্মার্ট ধান্দাবাজ দেখি, স্মার্ট দুর্নীতিবাজ দেখি, স্মার্ট ঋণখেলাপি, স্মার্ট আমলা দেখি। ভালো মানুষ কীভাবে তৈরি করতে পারবো? যারা কবি, সাহিত্যিক, লেখক, অভিনেতা, শিক্ষক, সাংবাদিক, গবেষক হতে পারতো তাদের বিরাট অংশ পড়ে ইংরেজি মাধ্যমে। যারা বাংলাভাষা ঠিক মতো পড়েনি, বাংলা সাহিত্য পড়েনি, বাংলা গান শোনেনি তারা লেখক হবে কীভাবে? এই যে এত শত শত ছেলেমেয়েরা বিশ্বসেরা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে যাচ্ছে তাদের সরকারি চাকরিতে কীভাবে নেওয়া যায় সেই চিন্তা কি কেউ করেছে? আপন ভাষায় না পড়লে জানা, শেখা ও বোঝা হয় ভাসা ভাসা। এরা ভালো হতে পারতো ছেলেমেয়েদের নির্দিষ্ট অংশ বড় হয় বিদেশে চলে যাবে স্বপ্ন নিয়ে। তাদের স্বপ্নগুলো খুব ছোট। বিদেশে গিয়ে একটু পড়াশোনা করে একটা ছোটখাটো চাকরি পেলেই নিজে এবং তাদের বাবা-মায়েরা সফল মনে করে। অথচ আমরা যদি বাংলা মাধ্যমকে উন্নত করতে পারতাম এবং ওরা যদি বাংলা মাধ্যমে পড়তো তাদের একটা বড় অংশই লেখক, শিক্ষক, গবেষক হতো। এই ইংরেজি মাধ্যম দিয়ে আমরা কী পাচ্ছি তার কি কোনো গবেষণা আছে? কেউ কি ভাবছে? ৪০ বছরের ইংরেজি মাধ্যম দিয়ে দেশ কী পেল আর কী হারালো? যারা গেল তারা ফিরে আসলেও তাদের কি যথোপযুক্ত চাকরির জায়গা দেওয়ার ব্যবস্থা? এই যে এত শত শত ছেলেমেয়েরা বিশ্বসেরা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে যাচ্ছে তাদের সরকারি চাকরিতে কীভাবে নেওয়া যায় সেই চিন্তা কি কেউ করেছে? বাংলা মাধ্যমের স্কুল ও কারিকুলামকে নষ্ট করে আমাদের নষ্ট হওয়ার পথ আরও পিচ্ছিল করে দ্রুত সেই পথে নামার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। তাই শিক্ষকতাকে পেশা হিসেবে নেওয়ার স্বপ্ন নিয়ে এখন আর কেউ বড় হয় না। যারা বিসিএস পরীক্ষায় বসে তাদের স্বপ্ন থাকে প্রশাসন, রাজস্ব, পররাষ্ট্র বা পুলিশ ক্যাডার হওয়ার। কিংবা শিক্ষা ক্যাডার ছাড়া অন্য যেকোনো ক্যাডার। কেউ শিক্ষা ক্যাডার পেলে তত খুশি হয় না। মন্দের ভালো ভেবে হয়। হলে তাদের কেউ অভিনন্দনের বন্যায় ভাসায় না। এমনকি শিক্ষা ক্যাডার পাওয়া ব্যক্তিও পরের বছর আবার পরীক্ষা দেওয়ার প্রস্তুতি নেয়। আশায় থাকে অন্য কোনো ক্যাডারে যাওয়ার। এর কারণ হলো, অন্যান্য ক্যাডারে ক্ষমতা আছে। শিক্ষকের কোনো ক্ষমতা নেই। সরকার নিজের স্বার্থে শিক্ষকতা ও অন্যান্য ক্যাডারের মধ্যে সুযোগ-সুবিধা ও সামাজিক সম্মানের দিক থেকে অনেক বেশি বৈষম্য তৈরি করে রেখেছে। ক্ষমতার প্রতি আকর্ষণ মানুষের থাকবেই। কিন্তু মানুষ এখন দায়িত্বকে ক্ষমতা হিসেবে ধরে নিয়েছে। কাউকে বঞ্চিত করে বা অত্যাচার করে তার ওপরে আধিপত্য প্রকাশ করাকে তারা ক্ষমতা মনে করে। শিক্ষক জ্ঞানের ধারা সচল রেখে সমাজকে অজ্ঞানতার আবর্জনা থেকে মুক্ত রাখে। মুখে সবাই বলে, শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড, শিক্ষক মানুষ গড়ার কারিগর। কিন্তু জাতীয় বাজেটে শিক্ষায় বরাদ্দ দেখুন! পৃথিবীর যেসব দেশ শিক্ষায় সবচেয়ে কম বরাদ্দ দেয় বাংলাদেশ সেই দেশগুলোর তলানিতে। যতটুকু দেয় তাতেও আছে ছলচাতুরী। প্রযুক্তির বরাদ্দকেও শিক্ষার সাথে যুক্ত করে দেয়। শিক্ষায় এত কম বরাদ্দ দিলে সঙ্গত কারণেই শিক্ষকদের বেতনসহ অন্যান্য সুবিধা কম দিতে হবে এবং করাও হয় তাই। তার উপর দেখা যায় একজন প্রশাসন ক্যাডার শিক্ষকের ওপর ছড়ি ঘোরায়। দুইদিন পরপর কী করা যাবে আর কী করা যাবে না তা নিয়ে প্রজ্ঞাপন পাঠায়। শিক্ষকতা পেশা এমন হওয়া হওয়া উচিত যেখানে শিক্ষকরা মুক্ত স্বাধীন জীবন যাপন করতে পারে। শিক্ষকদের মুক্ত স্বাধীন জীবন ও নিরাপত্তা না দিতে পারলে শিক্ষকরা সৃষ্টিশীল হবে কীভাবে? প্রশাসন ক্যাডারের প্রশাসকরা ঠিক করে দেয় শিক্ষকের কোথায় বদলি হবে, তার প্রোমোশন হবে কিনা। শিক্ষকরা তো সরকারের কাছে গাড়ি, বাড়ি চায় না। আমলাদের যেখানে গাড়ি উপহার দেওয়া হয়, শিক্ষকদের সেই জায়গায় ভালো বেতন দিতে শত কার্পণ্য। ক্ষমতার প্রতি আকর্ষণ মানুষের থাকবেই। কিন্তু মানুষ এখন দায়িত্বকে ক্ষমতা হিসেবে ধরে নিয়েছে। কাউকে বঞ্চিত করে বা অত্যাচার করে তার ওপরে আধিপত্য প্রকাশ করাকে তারা ক্ষমতা মনে করে। আসল ক্ষমতা তো পদাধিকার বলে কোনো সেক্টর থেকে সর্বোচ্চ ফলাফল বের করে আনার মধ্যে। আমাদের দেশের মানুষের ক্ষমতার প্রতি লিপ্সা অনেক বেশি। এর একটা বড় কারণ হলো, একটি গণতান্ত্রিক দেশে জনগণের যে ক্ষমতা থাকার কথা, তা এখানে নেই। নেই কোনো নাগরিক অধিকার ও সুবিধা। প্রতিদিন এদেশের নাগরিকরা এত বেশি বঞ্চিত ও নিষ্পেষিত হচ্ছে যে, যতটুকু ক্ষমতা প্রয়োগের সুযোগ পাচ্ছে, তা-ই আঁকড়ে ধরতে চাচ্ছে। নাগরিক হিসেবে কোনো ক্ষমতা নেই বলেই, ক্ষমতার ক্ষুধা আমাদের এত বেশি। ড. কামরুল হাসান মামুন ।। অধ্যাপক, পদার্থবিজ্ঞান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

> শিক্ষক জ্ঞানের ধারা সচল রেখে সমাজকে অজ্ঞানতার আবর্জনা থেকে মুক্ত রাখে। মুখে সবাই বলে, শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড, শিক্ষক মানুষ গড়ার কারিগর। কিন্তু জাতীয় বাজেটে শিক্ষায় বরাদ্দ দেখুন! পৃথিবীর যেসব দেশ শিক্ষায় সবচেয়ে কম বরাদ্দ দেয় বাংলাদেশ সেই দেশগুলোর তলানিতে। যতটুকু দেয় তাতেও আছে ছলচাতুরী। প্রযুক্তির বরাদ্দকেও শিক্ষার সাথে যুক্ত করে দেয়। শিক্ষায় এত কম বরাদ্দ দিলে সঙ্গত কারণেই শিক্ষকদের বেতনসহ অন্যান্য সুবিধা কম দিতে হবে এবং করাও হয় তাই। তার উপর দেখা যায় একজন প্রশাসন ক্যাডার শিক্ষকের ওপর ছড়ি ঘোরায়। দুইদিন পরপর কী করা যাবে আর কী করা যাবে না তা নিয়ে প্রজ্ঞাপন পাঠায়। শিক্ষকতা পেশা এমন হওয়া হওয়া উচিত যেখানে শিক্ষকরা মুক্ত স্বাধীন জীবন যাপন করতে পারে। শিক্ষকদের মুক্ত স্বাধীন জীবন ও নিরাপত্তা না দিতে পারলে শিক্ষকরা সৃষ্টিশীল হবে কীভাবে? প্রশাসন ক্যাডারের প্রশাসকরা ঠিক করে দেয় শিক্ষকের কোথায় বদলি হবে, তার প্রোমোশন হবে কিনা। শিক্ষকরা তো সরকারের কাছে গাড়ি, বাড়ি চায় না। আমলাদের যেখানে গাড়ি উপহার দেওয়া হয়, শিক্ষকদের সেই জায়গায় ভালো বেতন দিতে শত কার্পণ্য। ক্ষমতার প্রতি আকর্ষণ মানুষের থাকবেই। কিন্তু মানুষ এখন দায়িত্বকে ক্ষমতা হিসেবে ধরে নিয়েছে। কাউকে বঞ্চিত করে বা অত্যাচার করে তার ওপরে আধিপত্য প্রকাশ করাকে তারা ক্ষমতা মনে করে। আসল ক্ষমতা তো পদাধিকার বলে কোনো সেক্টর থেকে সর্বোচ্চ ফলাফল বের করে আনার মধ্যে। আমাদের দেশের মানুষের ক্ষমতার প্রতি লিপ্সা অনেক বেশি। এর একটা বড় কারণ হলো, একটি গণতান্ত্রিক দেশে জনগণের যে ক্ষমতা থাকার কথা, তা এখানে নেই। নেই কোনো নাগরিক অধিকার ও সুবিধা। প্রতিদিন এদেশের নাগরিকরা এত বেশি বঞ্চিত ও নিষ্পেষিত হচ্ছে যে, যতটুকু ক্ষমতা প্রয়োগের সুযোগ পাচ্ছে, তা-ই আঁকড়ে ধরতে চাচ্ছে

তীব্র গরমে পুড়ছে পশ্চিমবঙ্গ

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : তীব্র ও অসহ্য গরমে কাহিল গোটা পশ্চিমবঙ্গ। উত্তর থেকে দক্ষিণ, পূর্ব থেকে পশ্চিম সব জায়গায় গরমের অস্বস্তি। সূর্যের তেজ কমা তো দূরের কথা, প্রতিদিন লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়েই চলেছে। বেলা যত বাড়ছে সূর্যের চোখরাঙানি তত বাড়ছে। স্বাভাবিকের থেকে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা অন্তত পাঁচ ডিগ্রি বেশি হওয়ায় তাপপ্রবাহের কবলে পড়লো কলকাতা। গতকাল শনিবার কলকাতার তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াস পার করেছে। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস, কলকাতার এই তাপমাত্রা আরও বাড়বে। আবহাওয়া দপ্তর আরও জানিয়েছে, এখন পর্যন্ত এই গরম কমার কোনো সম্ভাবনা নেই। সোমবার পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের বেশকিছু জেলায় তাপপ্রবাহ বইতে পারে। আটটি জেলায় তীব্র তাপপ্রবাহের কমলা সর্তকতা জারি করা হয়েছে। এমনকি, পশুপাখিদের সুস্থ রাখতে ওআরএস পানির (লবন-চিনি মেশানো পানি) ব্যবস্থা রেখেছে আলিপুর চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষ। মেদিনীপুরের মতো পশ্চিমাঞ্চলের জেলাগুলোর পারদ ছুতে পারে ৪৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। গরমের দাপট থাকবে দুই দিনাজপুর, মালদহ, পুরুলিয়া,বাঁকুড়া, ঝাড়গ্রাম, মেদিনীপুর, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, নদিয়া ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা ও উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বেশকিছু অঞ্চলে। আবহাওয়া দপ্তরের পরিচালক সোমনাথ দত্ত জানিয়েছেন, এই হাড় পোড়ানো দহনজ্বালা আরও দুই থেকে তিন দিন থাকবে। গতকাল শনিবার ও আজ রোববার এই দুইদিন কলকাতাসহ দক্ষিণবঙ্গের তাপমাত্রা আরও ২ থেকে ৩ ডিগ্রি বাড়তে পারে। আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, দার্জিলিং, ডুয়ার্স,কোচবিহার কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার,জলপাইগুড়িতে আগামী ২৪ ঘন্টায় হালকা অথবা বজ্রপাতসহ বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কলকাতার বাসিন্দা সোমনাথ বোস বলেন, নির্বাচনে কাজ করতে এসে গরমে একজন সিআরপিএফ জওয়ান মারা গেলেন। জানি না, এই গরম আর কতটা বাড়বে। প্রচণ্ড গরমে বেশি করে পানি পান করলেও অসুস্থ হয়ে পড়ছি। উত্তর ২৪ পরগনার ভাটপাড়ার বাসিন্দা তন্দ্রা পাল বলেন, গরমে ভীষন কষ্ট হচ্ছে। গতকাল পরিচিত এক লোক আমার সামনেই মাথা ঘুরে পড়ে গেলেন। এমন পরিস্থিতিতে মশলাদার খাবার একদমই খাচ্ছি না। খুব হালকা খাবার খাচ্ছি, সেই সঙ্গে বেশি করে পানি পান করছি। দিন মজুরে রাজেশ চৌধুরী বলেন, যতই সতর্ক থাকি না কেন।

যে কারণে ভারত সফর বাতিল করলেন এলন মাস্ক

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্রের টেক-বিলিওনিয়ার এলন মাস্ক গতকাল শনিবার জানিয়েছেন যে, তিনি তার ভারত সফর বাতিল করেছেন। এই সফরে বৈদ্যুতিক গাড়ি উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান টেসলার এই কর্ণধারের ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে সাক্ষাৎ করে দেশটিতে বিশাল অঙ্কের বিনিয়োগের বিষয়ে আলোচনা করার কথা ছিল। খবর এএফপির। এলন মাস্কের টেসলা কোম্পানি সম্প্রতি বাজার থেকে চার হাজার সাইবার ট্রাক মডেলের যানবাহন প্রত্যাহারের ঘোষণা দেয়। আর এই ঘোষণার একদিন পরেই এলন মাস্ক তার ভারত সফর বাতিল করলেন। টেসলার সাইবার ট্রাকগুলোর গতি বাড়ানোর প্যাডেলে ত্রুটির কারণে সেগুলোকে বাজার থেকে উঠিয়ে নেওয়া হচ্ছে। এ ধরনের ত্রুটি থাকলে যানবাহন চলার সময় দুর্ঘটনার ঝুঁকি বেড়ে যায়। গতকাল শনিবার নিজের সোশ্যাল মিডিয়া প্লাটফর্ম এক্সে দেওয়া এক পোস্টে এলন মাস্ক বলেন, 'দুর্ভাগ্যজনকভাবে টেসলার প্রতি ভীষণ দায়িত্ববোধের কারণে ভারত সফরে যাওয়া দেরি হচ্ছে, তবে আমি আশা করছি এ বছরের শেষ দিকে এই সফর করতে পারব।' আজ রোববার মাস্কের ভারত সফর শুরু হওয়ার কথা ছিল। দুই দিনের এই সফরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে সাক্ষাৎ ছাড়াও এরোস্পেস কোম্পানিগুলোর শীর্ষ কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠকের কথা ছিল তার। গত মাসে ভারতের সরকার বৈদ্যুতিক গাড়ির ওপর থেকে কর কমিয়ে আনার সিদ্ধান্ত নেয়। আর এর পরপরই টেসলার পক্ষ থেকে জানানো হয় কোম্পানিটি ভারতে গাড়ি উৎপাদন কারখানার জন্য জায়গা খুঁজছে। ভারতে আগামী তিন বছরের মধ্যে উৎপাদন শুরু করতে ৫০ কোটি মার্কিন ডলার বিনিয়োগ করতে চায় টেসলা। আমদানি কর কমানোর মাধ্যমে নতুন নীতিমালার আওতায় ভারত টেসলার কাছ থেকে ৩৫ হাজার ডলার বা তার বেশি দামি আট হাজার বৈদ্যুতিক গাড়ি আমদানি করতে চায় প্রতি বছর। ভারতের গণমাধ্যমগুলোর প্রতিবেদন অনুসারে প্রথমে টেসলা জার্মানির কারখানা থেকে এসব গাড়ি আমদানি করবে যতক্ষণ না তারা ভারতে তাদের উৎপাদন ইউনিট চালু করছে। টেসলার সবচেয়ে কমদামি গাড়ি মডেল-৩ সেডান এখন যুক্তরাষ্ট্রে ৩৯ হাজার ডলারে বিক্রি হচ্ছে। নিজেকে 'মোদি ভক্ত' হিসেবে পরিচয় দেওয়া এলন মাস্ক এর আগে ২০০৭ সালে ভারত সফর করেছিলেন।

সংযুক্ত আরব আমিরাতে ঝড়বৃষ্টিতে মৃত বেড়ে ৪

এফএনএস বিদেশ : সংযুক্ত আরব আমিরাতে গত সপ্তাহের মাঝামাঝি হওয়া ঝড় ও ভারি বৃষ্টিতে মৃতের সংখ্যা বেড়ে চারজনে দাঁড়িয়েছে। আজ রোববার ঝড়টি প্রথমে ওমানে আঘাত হানে, এতে সেখানে অন্তত ২০ জন নিহত হয়। তারপর মঙ্গলবার আরব আমিরাতে হাজির হয়ে দেশটিতে ৭৫ বছরের মধ্যে সবচেয়ে বেশি বৃষ্টিপাতের কারণ হয়। শুক্রবার ফিলিপিন্স সরকার জানিয়েছে, আরব আমিরাতে বৃষ্টির কারণে সৃষ্ট ঢলে নিজেদের গাড়িতে থাকা দুই ফিলিপিনো নারী ও এক পুরুষের মৃত্যু হয়েছে। উত্তরাঞ্চলীয় রাস আল খাইমা আমিরাতে ঢলের সঙ্গে ভেসে যাওয়া গাড়িতে থাকা সত্তরোর্ধ এক আমিরাতি পুরুষের মৃত্যু হয়। ওমান ও সংযুক্ত আরব আমিরাতে হওয়া এ ধরনের ঝড় ও বৃষ্টির জন্য মানুষের কারণে বাড়তে থাকা বৈশ্বিক উষ্ণতাকে দায়ী করেছেন বিজ্ঞানীরা।

রয়টার্স জানিয়েছে, বিশ্বের অন্যতম ব্যস্ত ভ্রমণ কেন্দ্র দুবাই আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ঝড়ের তিন দিন পরও বিপর্যস্ত ফ্লাইট সূচী সামাল দিতে হিমশিম খাচ্ছে। আজ রোববার পর্যন্ত দুই দিনের জন্য ফ্লাইটের আগমণ সীমিত করেছে তারা। বিশ্বের বৃহত্তম আন্তর্জাতিক এয়ারলাইন্সগুলোর অন্যতম সংযুক্ত আরব আমিরাতের পতাকাবাহী এমিরেটস জানিয়েছে, দুবাই হয়ে ট্রানজিটের পরিকল্পনা করা যাত্রীদের জন্য চেক-ইন স্থগিত করা হয়েছে। তবে যাদের গন্তব্য দুবাই শহর তারা আগের মতোই স্বাভাবিকভাবে ভ্রমণ করতে পারবেন। ফ্লাইট ট্র্যাকিং ওয়েবসাইট ফ্লাইটরাডার২৪ এর তথ্য অনুযায়ী, মঙ্গলবার থেকে শুক্রবার সকাল পর্যন্ত দুবাইগামী ও দুবাই থেকে ছাড়ার কথা থাকা ১৪৭৮টি ফ্লাইটের সূচী বাতিল করা হয়েছে। সংযুক্ত আরব আমিরাতের রাজধানী আবু ধাবির রাষ্ট্রীয় বাহন ইতিহাদ জানিয়েছে, সেখানে ফ্লাইট চলাচলে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে এসেছে। শুক্রবারও দুবাইয়ের সঙ্গে আবু ধাবিকে সংযোগকারী প্রধান মহাসড়ক আংশিক বন্ধ ছিল। বিকল্প একটি সড়কে জমে থাকা অল্প পানির মধ্য দিয়ে গাড়িগুলোকে চলাচল করতে দেখা গেছে। শারজাহসহ আরব আমিরাতের উত্তরাঞ্চলের বাসিন্দারা এখনও তাদের বাড়িতে আটকা পড়ে আছেন বলে গণমাধ্যমের খবরে বলা হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন, সেখানে ব্যবসাপাতির ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। সংযুক্ত আরব আমিরাতে সচরাচর বৃষ্টি হয় না। দেশটি তার মরু জলবায়ু ও অত্যধিক তাপমাত্রার জন্য পরিচিত।

'সুপার-লার্জ ওয়ারহেডের' পরীক্ষা চালাল উত্তর কোরিয়া

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : কৌশলগত ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্রের জন্য নকশা করা 'সুপার-লার্জ ওয়ারহেডে'র পরীক্ষা চালিয়েছে উত্তর কোরিয়া। পারমাণবিক শক্তিধর দেশটির পারমাণবিক ও অস্ত্র কর্মসূচির বিষয়ে জাতিসংঘের নিষেধাজ্ঞা কার্যক্রম পর্যবেক্ষণের সময়ে এই পরীক্ষা চালানো হলো। দেশটির রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যম এ তথ্য দিয়েছে। খবর এএফপির। কিম জং উন সরকারের পারমাণবিক ও অস্ত্র কর্মসূচির ওপর জাতিসংঘের নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘনের বিষয়টি পর্যবেক্ষণ চলাকালে রাশিয়ার ভেটো প্রদানের পরপরই উত্তর কোরিয়া সরকারের পক্ষে এই ঘোষণা দেওয়া হলো। বিশ্লেষকরা হুঁশিয়ারি দিয়ে আসছিলেন, উত্তর কোরিয়া নতুন করে ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্রের পরীক্ষা চালাতে পারে। ইউক্রেন যুদ্ধে ব্যবহারের লক্ষ্যে রাশিয়ার জন্য পাঠানোর আগে এই পরীক্ষা চালানো হতে পারে, এমনটাই বলে আসছিলেন তারা। যুক্তরাষ্ট্র ও দক্ষিণ কোরিয়া অভিযোগ করে আসছে, উত্তর কোরিয়া নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে রাশিয়ায় অস্ত্র সরবরাহ করেছে। গতকাল শনিবার উত্তর কোরিয়ার সরকারি বার্তা সংস্থা কেসিএনএ জানায়, শুক্রবার বিকেলে এই পরীক্ষা চালানো হয়েছে।

ইসরায়েলগামী সব ফ্লাইট বাতিল করলো এয়ার ইন্ডিয়া

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : ইরান-ইসরায়েল দ্বন্দ্বে নতুন করে যুদ্ধের মেঘ ঘনিয়েছে মধ্যপ্রাচ্যে। এবার তার ছায়া পড়লো ভারতেও। বর্তমান অস্থির পরিস্থিতিতে আগামী ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত ইসরায়েলের রাজধানী তেল আবিবগামী সব ফ্লাইট বাতিল ঘোষণা করেছে বিমানসংস্থা এয়ার ইন্ডিয়া। যাত্রী সুরক্ষার কথা ভেবেই এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে এয়ার ইন্ডিয়া কর্তৃপক্ষ। এর আগে, গত সপ্তাহে দিল্লি ও তেল আবিবের মধ্যে ফ্লাইট চলাচল বাতিলের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। শুক্রবার এক বিবৃতিতে এয়ার ইন্ডিয়া জানিয়েছে, আগামী ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত তেল আবিবে নিজেদের পরিষেবা বন্ধ করে দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। এতে চলতি মাসে এয়ার ইন্ডিয়ার কোন ফ্লাইট তেল আবিবের উদ্দেশ্যে রওনা দেবে না এবং সেখান থেকে কোন ফ্লাইট ভারতে আসবে না। সংস্থাটি আরও জানিয়েছে, মধ্যপ্রাচ্যের সার্বিক পরিস্থিতির উপর নজর রাখছে তারা। যেসব যাত্রী এরইমধ্যে টিকিট কেটেছেন, তাদের সাহায্য করবে এয়ার ইন্ডিয়া। টিকিট বাতিলের জন্য অতিরিক্ত খরচ নেওয়া হবে না। চলতি মাসের শুরুতে সিরিয়ার দামেস্কে ইরানি কনস্যুলেটে হামলার জবাবে ইসরায়েলে ক্ষেপণাস্ত্র ছোড়ে ইরান। জবাবে ইরানের ইসফাহানে হামলা চালিয়ে পরিস্থিতি জটিল করে তুলেছে ইসরায়েল। তবে তেহরানের দাবি, ইরানে

হামলা চালাতে ব্যর্থ হয়েছে ইসরায়েল। এদিকে, ইসরায়েলেও ওই হামলার বিষয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে কোনো মন্তব্য করেনি। সূত্র: এনডিটিভি

সিরিয়ায় আইএসের হামলায় ২৮ সেনা নিহত

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : আন্তর্জাতিক ইসলামি জঙ্গি গোষ্ঠী ইসলামিক স্টেটের (আইএস) পৃথক দু'টি হামলায় সিরিয়ার সরকারি বাহিনীর ২৮ জন সেনা নিহত হয়েছেন। স্থানীয় সময় গত শুক্রবার এ ঘটনা ঘটে। স্থানীয় সময় গতকাল শনিবার (দেশটির মানবাধিকার সংস্থা সিরিয়ান অবসারভেটরি ফর হিউম্যান রাইটসের বরাত দিয়ে এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থা এএফপি। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গত শুক্রবার সিরিয়ার পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশ হোমসে সেনাসদস্যদের বহনকারী একটি বাসকে লক্ষ্য করে বন্দুক হামলা আইএসের বন্দুকধারীরা।

ইউরোপীয় বর্জ্য যেভাবে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় যায়

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : ইউরোপীয় বর্জ্যের ব্যবসা খুবই লাভজনক এবং কম ঝুঁকিপূর্ণ। ব্যবসায়ীরা অবৈধ উপায়ে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ইউরোপের বর্জ্য পাচার করেন। এতে পরিবেশ, অর্থনীতি ও স্বাস্থ্যঝুঁকি তৈরি হয়। সম্প্রতি প্রকাশিত জাতিসংঘের প্রতিবেদন বলছে, একদল অসাধু ব্যবসায়ী বৈধ চ্যানেলের ফাঁকগুলোকে কাজে লাগিয়ে ইউরোপ থেকে বর্জ্য মালয়েশিয়া, ভিয়েতনাম, থাইল্যান্ড ও ইন্দোনেশিয়াসহ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোতে পাচার করছেন। সহজে মুনাফা করা যায় বলে এবং আইনের কড়া প্রয়োগ না থাকা বা ধরা পড়লেও খুব অল্প জরিমানায় ছাড় পেয়ে যাওয়ায় তারা এই ব্যবসায় ঝুঁকছেন বলে জানাচ্ছে প্রতিবেদনটি। ইউরোপীয় কমিশনের হিসেবে, ইউরোপীয় ইউনিয়ন থেকে রপ্তানি করা ১৫ থেকে ৩০ ভাগ বর্জ্য অবৈধ উপায়ে যাচ্ছে।

এতে কয়েকশ কোটি ইউরো মুনাফা করছেন ব্যবসায়ী-রা। জাতিসংঘ বলছে, ২০১৭ থেকে ২০২১ সালের মধ্যে আশিয়ান দেশগুলো ১০ কোটি টন ধাতু, কাগজ ও প্লাস্টিক বর্জ্য আমদানি করেছে। এর দাম পাঁচ হাজার কোটি ডলার। ২০১৮ সালে চীন বর্জ্য আমদানি রোধে উদ্যোগ নেয়। ফলে বর্জ্যের বড় বাজারটি সরে যায় দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার দিকে। ইন্দোনেশিয়া সেক্ষেত্রে বিকল্প প্রধান গন্তব্য হিসেবে তৈরি হতে থাকে। তবে অবৈধ এই ব্যবসা বন্ধ করা একেবারে অসম্ভব নয় বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞরা। ইটালির ক্যাটোলিকা ডেল সাক্রো কুওরে বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক সেরেনা ফাভারিন বলেন, 'সব দেশে একইরকমের আইনের প্রয়োগের জন্য আন্তঃরাষ্ট্রীয় কাঠামোগুলো জোরালো করা দরকার। একই রকমের নিয়ম কানুন থাকলে যোগাযোগ করা যেতে পারে।'

বিনোদন

গ্র্যামিজয়ী গায়িকা মেন্ডিসার রহস্যজনক মৃত্যু

বিনোদন ডেস্ক : আমেরিকান আইডল তারকা এবং গ্র্যামি পুরস্কার বিজয়ী সংগীতশিল্পী মেন্ডিসা মারা গেছেন। টেনেসির ফ্র্যাঙ্কলিনের বাড়িতে রহস্যজনকভাবে মৃত অবস্থায় পাওয়া গেছে গায়িকাকে। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৪৭ বছর। পিপল ডটকমের প্রতিবেদন অনুসারে, মেন্ডিসার মৃত্যুর প্রাথমিক কারণ তাৎক্ষণিকভাবে জানা যায়নি। ফ্র্যাঙ্কলিন পুলিশ বিভাগ তাঁর মৃত্যুর তদন্ত শুরু করেছে। মেন্ডিসার প্রতিনিধি একটি বিবৃতির মাধ্যমে গায়িকার মত্যুর সংবাদটি নিশ্চিত করেছে। ন্যাশভিলের ফিস্ক ইউনিভার্সিটিতে অধ্যয়নরত অবস্থায় মেন্ডিসা ফিস্ক জুবিলি গায়কদের সঙ্গে সংগীত চর্চা শুরু করেন। ২০০৬ সালে আমেরিকান আইডলের সিজন ৫-এ অংশগ্রহণের পর মেন্ডিসা খ্যাতি অর্জন করেন, যেখানে তিনি বিজয়ী টেলর হিক্সের সাথে প্রতিযোগিতা করে দর্শকদের মন জয় করেছিলেন। শো'তে তাঁর সাফল্যের পরে তিনি ২০০৭ সালে তাঁর প্রথম অ্যালবাম 'ট্রু বিউটি' প্রকাশ করেন এবং খ্রিস্টান সংগীতে নিজের কর্মজীবন শুরু করেন। মেন্ডিসার সংগীত ক্যারিয়ারও ছিল সফল। 'ফ্রিডম', 'ইটস ক্রিসমাস', 'হোয়াট ইফ উই আর রিয়েল', 'আউট অফ দ্য ডার্ক', 'ওভারকামার' এবং 'ওভারকামার: দ্য গ্রেটেস্ট হিট'সহ বেশ কয়েকটি অ্যালবাম প্রকাশ করেছেন মেন্ডিসা যেগুলো ছিল।

নিজের গানের ভুবন সম্পর্কে ধারণা দিলেন ফারিণ

বিনোদন ডেস্ক : অভিনয়ের তাসনিয়া ফারিণ এলেন গানে। প্রথম দানেই বাজিমাত! ঈদের 'ইত্যাদি'তে নিজের প্রথম মৌলিক গান করলেন তাহসান রহমান খানের সঙ্গে। নিজের গানের ভুবন সম্পর্কে ফারিণ ধারণা দিলেন সংবাদ মাধ্যমকে। গানে হাতেখড়ি অভিনয়ে তিনি তুমুল জনপ্রিয়। মজার বিষয় হলো, অভিনয়ে ফারিণের কোনো প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা না থাকলেও গানে রয়েছে। শৈশবেই গানে হাতেখড়ি তাঁর। 'যশোরে আমি যখন ক্লাস থ্রিতে পড়ি তখন ওস্তাদ বাবলু খানের কাছে গান শিখতাম। পরে ঢাকায় এসে হলিক্রসে ভর্তি হওয়ার পর মগবাজারে নজরুল একাডেমিতে ভর্তি হই। স্কুল শেষ করেই সরাসরি চলে যেতাম গান শিখতে। মা দুপুরের খাবার নিয়ে আসতেন। নজরুল একাডেমিতে নজরুলগীতির পাশাপাশি শিখেছি উচ্চাঙ্গসংগীতও। ঢাকায় তালিম নিয়েছি প্রয়াত খালিদ হোসেনের কাছে। দুর্ভাগ্যজনকভাবে আমরা ওনাকে হারিয়ে ফেলেছি। এ ছাড়া ইয়াকুব আলী খান, করিম শাহাবুদ্দিন স্যারদের কাছেও গান শিখেছি, ওনাদের সন্তানরাও এখন গান করেন'- বললেন ফারিণ। ফারিণের প্রিয় শিল্পী পুরনো দিনের কণ্ঠশিল্পীদেরই বেশি পছন্দ ফারিণের। তাঁদের কণ্ঠেই শোনেন গান। বলেন, 'গানের ক্ষেত্রে আমার পছন্দ পুরনোরাই। সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, ফিরোজা বেগমের গান শুনতে পছন্দ করি। ফেরদৌস আরা, নাশিদ কামালদের কণ্ঠে নজরুলসংগীত শুনতেও ভালো লাগে।

সাত পাকে বাঁধা পড়লেন রাতুল-রূপাঞ্জনা

বিনোদন ডেস্ক : গত বছরের শুরুর দিকে ছেলেকে সাক্ষী রেখে বাগদান সারেন টলিউড অভিনেত্রী রূপাঞ্জনা মিত্র। দীর্ঘ ৬ বছর সম্পর্কে থাকার পর গতকাল পরিচালক রাতুল মুখার্জির সঙ্গে সাতপাকে বাঁধা পড়লেন তিনি। হিন্দুস্তান টাইমসের তথ্য অনুসারে, গত শুক্রবার গোধূলি লগ্নে সাতপাকে বাঁধা পড়েন রাতুল-রূপাঞ্জনা। বিয়ের সাজে একে অপরের গলায় মালা পরান তারা। এরপর ছেলে রিয়ানকে সামনে রেখে সাতপাক, শুভদৃষ্টি, সিঁদুর দান সবই সম্পন্ন করেন রূপাঞ্জনা। ২০০৭ সালে রিজাউল হককে বিয়ে করেন রূপাঞ্জনা মিত্র। দু'জনের ঘর আলো করে জন্ম নেয় পুত্র রিয়ান। তবে দীর্ঘস্থায়ী হয়নি সেই সম্পর্ক। ২০১৮ সালে ডিভোর্সের পথে হাঁটেন টালিগঞ্জের জনপ্রিয় এই অভিনেত্রী। তবে প্রাক্তন স্বামীর প্রতি কোনো ক্ষোভ নেই রূপাঞ্জনার। কিন্তু দাম্পত্যে জীবনে সুখী ছিলেন না, এজন্য বিচ্ছেদের সিদ্ধান্ত নেন তারা। প্রথম সংসার ভাঙার পর ছেলে রিয়ানের সঙ্গে একা থাকতে শুরু করেন রূপাঞ্জনা। মাঝে 'এ আমার গুরুদক্ষিণা'খ্যাত বিশ্বরূপ ব্যানার্জির সঙ্গে তার নাম জড়িয়েছিল। কিন্তু বিষয়টি স্বীকার করেননি এই দুই তারকা। এ খবরের সত্যতাও জানা যায়নি। পরবর্তীতে রাতুল মুখার্জির সঙ্গে সম্পর্কে জড়ান রূপাঞ্জনা।

বয়সে এ অভিনেত্রীর চেয়ে ছয় বছরের ছোট রাতুল। আর এ নিয়ে অনেক সমালোচনা চলছে। যদিও দুই তারকা নিন্দুকদের কথাকে মোটেও পাত্তা দেন না। এর আগে এক সাক্ষাৎকারে রূপাঞ্জনা মিত্র বলেছিলেন- 'আমি মিষ্টি একটি সম্পর্কে রয়েছি। এই সম্পর্ক আমার কাছে খুবই বিশেষ। রাতুল এবং আমার বয়সের ফারাক রয়েছে ঠিকই। তবে বয়স অনুপাতে ও অনেক ম্যাচিওর। এই সম্পর্ক পূর্ণতা পাক সেটা আমি চাই। বিয়ে করতেও আমার আপত্তি নেই।' 'পালক' সিনেমার মাধ্যমে পরিচালনায় হাতেখড়ি হয় রাতুল মুখার্জির। এ সিনেমায় শাশ্বত চ্যাটার্জি ও রূপাঞ্জনা মিত্র প্রধান চরিত্রে দেখা যায়। 'বাঘ বন্দি খেলা' শিরোনামের টিভি সিরিয়ালে যুক্ত ছিলেন রাতুল।

হাসাপতালে ভর্তি দিব্যাঙ্কা ত্রিপাঠী

বিনোদন ডেস্ক : দিব্যাঙ্কা ত্রিপাঠী টেলিভিশনের জনপ্রিয় অভিনেত্রী। যিনি ধারাবাহিক 'বানু ম্যায় তেরি দুলহান' সিরিয়ালে বিদ্যা চরিত্র দিয়ে অভিনয় শুরু করেছিলেন। তিনি 'ইয়ে হ্যায় মোহাব্বাতেইন' হিন্দি সিরিয়ালে ডাক্তার ঈশিতা ভাল্লা চরিত্রেও অভিনয় করে দর্শকের মনে জায়গা করে নিয়েছিলেন। বর্তমানে সংকটে কাটছে এই অভিনেত্রীর সময়। কইমই এর এক প্রদিবেদন থেকে জানা যায়, এই মুহূর্তে মুম্বইয়ের কোকিলাবেন হাসাপতালে ভর্তি দিব্যাঙ্কা। গত বৃহস্পতিবার দুর্ঘটনার মুখে পড়েন অভিনেত্রী। দিব্যাঙ্কার হাতের দুটি হাড় ভেঙেছে। গত শুক্রবার অভিনেত্রীর বর্তমান অবস্থা জানিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে দিব্যাঙ্কার পক্ষ থেকে তার টিম জানায়, অভিনেত্রীর হাতের দুটি হাড় ভেঙে গিয়েছে। খুব শীঘ্রই অস্ত্রোপচার করতে হবে তার। এ সময়ে সবার সহযোগিতা চাওয়া হয়। দিব্যাঙ্কার স্বাস্থ্যের খবরের পাশাপাশি অভিনেত্রীর স্বামী বিবক দাহিয়ার কাজের বিষয়েও বলা হয়েছে পোস্টটিতে। বলা হয়েছে, আমরা দুঃখের সঙ্গে জানচ্ছি, বিবেকের (দিব্যাঙ্কার স্বামী) আগামী লাইভ সেশন পরবর্তী নির্দেশ না আসা পর্যন্ত স্থগিত করা হয়েছে। কয়েক ঘণ্টা আগে দিব্যাঙ্কা দুর্ঘটনার মুখোমুখি হন এবং এখন তিনি হাসপাতালে। বিবেক এই মুহূর্তে তার সঙ্গেই রয়েছেন। এই অবস্থায় সবার সহযোগিতা জন্য ধন্যবাদ। কয়েকমাস আগেই দিব্যাঙ্কার লিগামেন্টে অস্ত্রোপচার হয়েছিল। দিব্যাঙ্কা ইনস্টাগ্রামে তার একটি ভিডিয়ো শেয়ার করেছিলেন, যেখানে তিনি লিগামেন্ট সার্জারি থেকে সুস্থ হয়ে ওঠার জার্নি সকলের সঙ্গে ভাগ করে নেন। আর এবার আবারও দুর্ঘটনার মুখে পড়লেন অভিনেত্রী। 'ইয়ে হ্যায় মোহাব্বাতেইন' এর সেট থেকেই সেটেই অভিনেতা বিবেক দাহিয়ার সঙ্গে আলাপ দিব্যাঙ্কার। ২০১৬ সালের ৮ জুলাই বিয়ে করেন তারা।

বড় পর্দায় আসছেন মেহজাবীন

বিনোদন ডেস্ক : বর্তমান সময়ে ছোট পর্দার অন্যতম জনপ্রিয় অভিনেত্রী মেহজাবীন চোধুরী। ক্যারিয়ারে দর্শকদের অসংখ্য হিট নাটক উপহার দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, ওয়েব ফিল্মেও নিজের অভিনয়গুণে কেড়েছেন দর্শকদের নজর। গত শুক্রবার ছিল এই অভিনেত্রীর জন্মদিন। জন্মদিনে ঢাকার একটি পাঁচতারা হোটেলে জমকালো এক আয়োজনের মধ্য দিয়ে সিনেমার ঘোষণা দিলেন মেহজাবীন। প্রথমবারের মতো প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেতে যাচ্ছে তাঁর সিনেমা। মেহজাবীন চৌধুরীর জন্য এ যেন স্বপ্নের দিনের মতো। সেই সঙ্গে তার দর্শকের জন্যও বড় সংবাদ। এ বছরেই মুক্তি দেওয়া হবে সিনেমা হলে। নিজের প্রথম সিনেমা নিয়ে

গণমাধ্যমকে মেহজাবীন চৌধুরী বলেন, জন্মদিনে সিনেমার ঘোষণা, বিষয়টা আমার জন্য খুব স্পেশাল। এতটুকু বলতে পারি, দর্শক এই সিনেমায় ভিন্ন এক মেহজাবীনকে দেখতে পাবেন। এ সময় তিনি আরো বলেন, এমন একটা টিমের সঙ্গে কাজ করতে পেরে নিজেকে সত্যিই ভাগ্যবান মনে হচ্ছে। 'প্রিয় মালতী' সিনেমায় মেহজাবীন ছাড়াও নাদের চৌধুরী, শাহজাহান সম্রাট, রিজভী রিজুসহ আরো অনেকে অভিনয় করেছেন। সব ঠিক থাকলে চলতি বছরেই সিনেমাটি প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাবে।

ফের শাকিব-অপুর এক হওয়ার গুঞ্জন

বিনোদন ডেস্ক : ঢালিউডে এই মুহূর্তে চিত্রনায়ক শাকিব খানকে নিয়ে জল্পনা-কল্পনা শুরু হয়েছে নেটিজেনদের মধ্যে। দুই ছেলের বাবা হলেও সেভাবে সংসার করার সুযোগ হয়নি নায়কের জীবনে। এবার সে সুযোগ হতে চলেছে এমনই গুঞ্জন উঠেছে নেটপাড়ায়। জানা গেছে, ঢালিউড কিং শাকিব খান খুব শিগগিরই স্বাভাবিক ছন্দে ফিরছেন। শুরু করতে চলেছেন সংসার। আর শাকিবের এমন প্রশ্ন শুনে মুচকি হেসে অপু বলেন, এ বিষয়টি আসলে পারিবারিক। তাই এ বিষয়ে কিছু নাই বলি। আমরা সবাই চাই সেলিব্রেটিদের কাজ নিয়ে মিডিয়ায় ফোকাস থাকুক। ব্যক্তিজীবন এখানে না টেনে আনাই ভালো। অপুর এমন বক্তব্য শোনার পরই দুইয়ে দুইয়ে চার মেলাচ্ছেন নেটিজেনরা। মন্তব্যের ঘরে বেশিরভাগ নেটিজেনই লিখেছেন, আমেরিকায় নয় মাস কাটানোর

এ সংসার শুরুর আভাস পাওয়া গেছে ঢালিউড কুইন খ্যাত অপু বিশ্বাসের কথায়। সম্প্রতি বাংলাদেশ চলচ্চিত্র শিল্পী সমিতির ২০২৪-২৬ মেয়াদের নির্বাচনে ভোট দিতে এসেছিলেন অপু। সেখানেই ভোট দেয়ার পর নানা প্রশ্নের উত্তর দিতে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন নায়িকা। একসময় অপুকে প্রশ্ন করা হয় ছেলে জয়কে নিয়ে। খুব শিগগিরই পড়াশুনার জন্য দেশের বাইরে যাচ্ছে জয়। এ বিষয়ে অপু বলেন, আমি চাই না মিশ্র প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে জয় বড় হোক। এরপর ওর বাবা, পরিবারের সব সদস্যের অনুমতির পরই জয়কে বিদেশে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। এরপরই অপুকে প্রশ্ন করা হয়, যেহেতু জয় এখন ছোট তাই বিদেশে ও একা থাকবে না। বাবা- মা হিসেবে জয়ের পাশে তারাও থাকবেন কি না? সময়েই অপুর প্রতি ফের দুর্বল হয়ে পড়েন শাকিব। আবার নেটিজেনদের একাংশ লিখেছেন, প্রথম প্রেম ভুলতে পারেননি শাকিব-অপু।

গত দুই বছরে শাকিব-অপুর একে অন্যের পাশে থাকা, একজন অন্যজনকে সাপোর্ট দিতে দেখেছে ভক্ত ও নেটিজেনরা। এবারের রোজার ঈদে একসঙ্গে শ্বশুর, শ্বাশুড়ি, ননদকে সঙ্গে নিয়ে অপুর শাকিবের বাড়িতে ঈদ উদযাপনও চোখে পড়েছে ভক্তদের। আর তাই এই মুহূর্তে নেটপাড়ায় জোরালো গুঞ্জন চলছে যে, জয়কে নিয়েই শাকিব-অপু বিদেশের মাটিতে পাততে চলেছেন তাদের সুখের সংসার। সত্যি কি তাই, এ বিষয়ে অবশ্য সরাসরি কিছু বলতে নারাজ শাকিব-অপু।

শ্রীনগরে শ্যামসিদ্ধিতে মসিউর রহমান মামুনের উঠান বৈঠক

শ্রীনগর, মুন্সীগঞ্জ প্রতিনিধি : মুন্সীগঞ্জ শ্রীনগরে উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ও উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারন সম্পাদক মসিউর রহমান মামুনের উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। শুক্রবার বিকালে উপজেলার শ্যামসিদ্ধি ইউনিয়নের ৫ নং ওয়ার্ডবাসীর উদ্যোগে এই উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। শ্যামসিদ্ধি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও সরকারি শ্রীনগর কলেজের সাবেক জিএস নাজির হোসেনের সভাপতিত্বে উঠান বৈঠকে বক্তব্য রাখেন আসন্ন ৬ষ্ঠ উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী মসিউর রহমান মামুন। তিনি বলেন বিগত ৫ বছর শ্রীনগর উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যানের দায়িত্বে ছিলাম। জনগণের সাথে আমার ওয়াদা ছিল আমি নিজে দূর্ণীতি করব না এবং দূর্ণীতিবাজদের প্রশ্রয় দেবো না। আশা করি জনগণের ওয়াদার বরখেলাপ করিনি ও আগামীতে সততা, নিষ্ঠার সাথে যেন দায়িত্ব পালন করতে পারি এজন্য পুনরায় আপনাদের সমর্থন চাই। উপজেলা পরিষদের অসমাপ্ত উন্নয়নমূলক কাজ সমাপ্ত করতে আপানাদের সকলকে পাশে চাই। আসন্ন শ্রীনগর উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে চেয়ারম্যান পদ প্রার্থী হিসেবে আপনাদের সকলের দোয়া, সমর্থন ও ভোট আশা করছি।

অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন শ্যামসিদ্ধি ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারন সম্পাদক নজরুল ইসলাম, পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান আবদুল কাইয়ুম রতন, ইউপি সদস্য সাদেক পাঠান, পাটাভোগ ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান হামিদুল্লাহ খাঁন মুন, কোলাপাড়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান রফিকুল ইসলাম বাবু, উপজেলা আওয়ামী যুবলীগের যুগ্ম সম্পাদক সুমন সিকদার প্রমুখ।

এসময় উপস্থিত ছিলেন শ্রীনগর উপজেলা আওয়ামী লীগ নেতা শাহ আলম খাঁন, শ্রীনগর উপজেলা জাতীয় শ্রমিকলীগের আহ্বায়ক মাহবুব আলম বিদ্যুৎ, সদস্য সচিব রমজান হোসেন বাবু মৃধা, শ্যামসিদ্ধি ইউনিয়ন যুবলীগ নেতা আলী আকবর সিকদার, ইউপি সদস্য মো. হারুন শেখ, আবদুর রউফ, মো.রাজু, মহিলা সদস্য রাশিদা বেগম, জাহানারা বেগম, শ্যামসিদ্ধি ইউনিয়ন স্বেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি জহিরুল ইসলাম সজলসহ আবদুল হক, রউফ দেওয়ান, সেলামতি বাগবাড়ীর শফি শেখ, আরমান শেখ এবং ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

নাজিরপুরে কালব এর নির্বাচন; সভাপতি নিহার, সম্পাদক সুব্রত

নাজিরপুর, পিরোজপুর প্রতিনিধি : উৎসবমূখর পরিবেশে পিরোজপুরের নাজিরপুরে উপজেলা শিক্ষক কর্মচারী কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিমিটেড (কালব) এ ব্যাবস্থাপনা কমিটির নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। কালব এর উপজেলা কার্যালয়ে শুক্রবার সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত একটানা এ ভোট গ্রহন অণুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতি পদে চেয়ার প্রতীকের নিহার রঞ্জন মজুমদার ১৭২ ভোট, সহ-সভাপতি পদে টিউবওয়েল প্রতীকের তুলসী দাস বড়াল ২০৪ ভোট সাধারন সম্পাদক পদে ফুটবল প্রতীকের সুব্রত সমদ্দার ২০৩ ভোট, কোষাধ্যক্ষ পদে কলম প্রতীকের গোপাল কৃষ্ণ মল্লিক, সদস্য পদে গোলাপ ফুল প্রতীকের সঞ্জয় বেপারী ২১৯ ভোট ও কলস প্রতীকের পরিমল চন্দ্র বড়াল ১৬৭ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন। ওই কমিটি আগামী ৩ বছর সংগঠনের কার্যক্রম পরিচালনা করবেন। পিরোজপুর জেলা ও নাজিরপুর উপজেলা সমবায় কর্মকর্তাদের তত্ত্বাবধায়নে ও থানা পুলিশের নিয়ন্ত্রনে এ ভোট গ্রহন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

প্রবাসীকে হত্যার বিচারের দাবিতে সিরাজদিখানে মানববন্ধন

সিরাজদিখান, মুন্সীগঞ্জ প্রতিনিধি : মুন্সীগঞ্জের সিরাজদিখানের বালুচরে ঘর থেকে ডেকে নিয়ে প্রবাসীকে হত্যার সুষ্ঠু বিচারের দাবিতে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ করেছে স্বজন ও এলাকাবাসী। শনিবার বেলা ১১টার দিকে উপজেলার চরপানিয়া এলাকায় ঘন্টাব্যাপি মানববন্ধন ও বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয়। এতে অংশ নেয় নিহতের স্ত্রী-সন্তানসহ কয়েক শতাধিক এলাকাবাসী। এ সময় তারা অভিযোগ করে বলেন, পাওনা টাকা নিয়ে বিরোধের জেরে বাসা থেকে ডেকে নিয়ে হত্যা করা হয় সৌদি আরব প্রবাসী মুজিবুরকে (৪৫)। এ ঘটনায় মামলা দায়ের হলেও ঘটনায় জড়িত খাসকান্দি এলাকার জহির হোসেনকে এখনো গ্রেপ্তার করতে পারেনি পুলিশ। তাকে গ্রেপ্তার ও ফাঁসি নিশ্চিতের দাবি জানান পরিবারের সদস্যরা। উল্লেখ্য, গেল ১০ মার্চ চরপানিয়া এলাকার একটি ক্ষেত থেকে প্রবাসী মুজিবুরের ক্ষতবিক্ষত লাশ উদ্ধার করে পুলিশ।

কাঁকরোল ফুলে কৃত্রিম পরাগায়ন ঘটাচ্ছেন কৃষক। বাড়ৈপাড়া এলাকা, মিঠাপুকুর, রংপুর।

আগ্রাসী লবণপানি থেকে বাঁচার আকুতি

পাইকগাছা, খুলনা প্রতিনিধি : আশির দশকের একেবারেই শেষের দিকে তখনও উপকূলীয় উপজেলা খুলনার কয়রা-পাইকগাছায় প্রায় প্রতিটা পরিবারের গোয়াল ভরা গরু, পুকুর ভরা মাছ আর গোলাভরা ধান থাকতো। যাদের জায়গা জমি ছিল না, তারাও ভাগে জমি চাষ করে নূন্যতম বছরের খোরাকিটা ঘরে রাখতো। পাইকগাছায় একটি ইউনিয়ন লতার ভৌগলিক আয়তন অনুসারে ১৩% বনভূমি/বৃক্ষরাজি (সবুজে সমারহ) ছিল, যেটা নেমে এসেছে প্রায় শুন্যের কোটায়। ৯০ দশকের প্রারাম্ভেই লতার মানুষের ভাগ্যে কালো মেঘের পূর্বাভাস দেখা দেয়। শুরু হয় ওয়াপদা কেটে লবণাক্ত পানি প্রবেশ করানোর গুনজন। অবশেষে স্থানীয় কিছু স্বার্থন্বেষী মানুষের সহায়তায় তৎকালীন প্রবল প্রতাপশালী ওয়াজেদ সাহেব বহিরাগত কিছু জমির মালিককে ম্যানেজ করে বিঘা প্রতি নাম মাত্র হারি দিয়ে বাগদা চাষ শুরু করে। লতার প্রাণ অথ্যাৎ গয়সা এবং পোদা নদী/খাল যার আয়তন ছিল প্রায় ১২১ একর। যে খালগুলো দিয়ে ১৮/১৯ নম্বর পোল্ডারের ১৮টি গ্রামের পানি নিষ্কাশন হতো। অতিবৃষ্টি বা কোন বন্যায় যদি ওই এলাকা পানিতে প্লাবিত হতো তাহলে ৬ ঘন্টার ব্যবধানে এই গয়সা/পোদা খাল দিয়ে পানি নেমে যেত। সেই গয়সা কিংবা পোদার খাল এখন মৃত প্রায়। যার আয়তন এখন অর্ধেকের ও নিচে নেমে এসেছে। অনেকাংশ ভূমিদস্যুরা গিলে ফেলেছে। সবচেয়ে হতাশা এবং দুর্ভাগ্যজনক বিষয় হলো লতার ভৌগলিক হৃদস্পন্দন এই খাল দুটি নব্বই দশকের পর থেকে বহিরাগতদের দখলে। যে খাল গুলো দিয়ে অবাধে পানি নিষ্কাশন হতো। সেই খাল এখন ১২-১৫টি খন্ডে বিভক্ত। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে বলার বা দেখার কেউ নেই। প্রতিবছর বর্ষার সময় এই খাল পাড়ের মানুষ জলাবদ্ধতার স্বীকার হচ্ছে। ৯০ দশকের শুরুতে লতায় লবণপানি প্রবেশ করলো। নীল নঁকশা অনুসারে বাগদা চাষ শুরু হলো আর লতার সাধারণ মানুষদের নিস্পেষিত করে প্রতিনিয়ত সুবিধাভোগ করতে থাকলো তথাকথিত কিছু দালালচক্র। লতার আপামর জনসাধারণ শতকারা ৯০% মানুষ লবণ পানির বিরুদ্ধে এবং তৎকালীন ঘের মালিক ওয়াজেদ আলীর বিরুদ্ধে তিব্র আন্দোলন গড়ে তোলেন। লতার আবাল, বৃদ্ধ, বনিতা সকল স্তরের মানুষ এই আন্দোলনে যোগ দেয়। দফায় দফায় উপজেলায় হাজার হাজার মানুষের স্লোগান, উপজেলা নির্বাহী অফিসারের অফিস ঘেরা, থানা ঘেরা ইত্যাদি কর্মসূচী। এই আন্দোলনের মহানায়ক ছিলেন বর্তমান মহান জাতীয় সংসদের মাননীয় সংসদ সদস্য উপকূলীয় বন্ধু মো. রশীদুজ্জামান। তারপর নিরবাচ্ছিন্ন অন্ধকার ইতিহাস। ওয়াজেদ আলী মামলা করল লতার অসহায় মানুষের নামে। লুট, মার্ডার, অগ্নি সংযোগসহ আরো অনেককিছু মামলা করে। পুলিশ প্রশাসন মাঠে নামলো, গণহারে শুরু হলো গ্রেপ্তার। শ্যামল, গোপালসহ অনেককে রিমান্ডে দিল। তারপর জেল হাজতে প্রেরণ। ওই সময় কোন পুরুষ মানুষ এলাকায় থাকতে পারতো না পুলিশের ভয়ে। এই আন্দোল ছড়িয়ে পড়লো পাইকগাছা উপজেলার অন্য ইউনিয়নে। ৪নং দেলুটি ইউনিয়নে প্রকাশ্যদিবালোকে ওয়াজেদ আলীর বাহীনি মিছিলে গুলি করে করুনাময়ের মাথার খুলি উড়িয়ে দিল। তারপরও প্রশাসন ও নেতাদের কব্জা করে সেই ওয়াজেদ আলী উপজেলাব্যাপী লবণপানি বহাল রেখে তৎকালীন সরকার প্রধানের কাছ থেকে সোনার ম্যাডেল নিয়ে বাগদা চিংড়ি চাষ তিব্র থেকে তীব্রতর করলো। এদিকে ওইসব মানুষ যারা বিনা কারণে জেলে তাদের পরিবার হয়ে গিয়েছিল অচল, তাদের সংসারে ছেলে মেয়ে, স্ত্রী না খেয়ে দিনতিপাত করতো। বাধ্যহয়ে তৎকালীন ধামাচাপাদের ষড়যন্ত্রে আন্দোলন স্থমিত হতে বাধ্য হয়। ওয়াজেদ আলীর সাথে আপস করিয়ে দেওয়া হয়, যারা আপস করে দিয়েছিল তারা পেয়েছিল মোটা অংকের টাকা আর যারা আপোষে বাধ্য হলো তারা পেল শুধু জেল থেকে মুক্তি। তারপর প্রতিবার নির্বাচন আসে, লোনাপানি, লতার পোদা নদী, গয়সার খাল ইস্যু হয়।

তিন উপজেলার মানুষের চলাচলের বাশের সাকো ভেঙ্গে গেল

কালীগঞ্জ, ঝিনাইদহ প্রতিনিধি : তিন উপজেলার চিত্রা নদীর উপর একমাত্র ভরসা বাঁশের সাঁকো দিয়ে চলাচল। কিন্তু সেতুটি ভেঙ্গে পড়ায় এলাকার মানুষ চিন্তায় পড়েছে। বর্তমানে তিন উপজেলার অন্তত ২০টি গ্রামের কয়েক হাজার মানুষ ঝুঁকি নিয়ে চলাচল করছেন। এতে শিক্ষার্থীসহ এলাকাবাসীকে দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে। কালীগঞ্জ উপজেলার পশ্চিমে ফাদিলপুর গ্রামের মৎস্য পাড়ায় চিত্রা নদীর উপরে বাশের সেতু দিয়ে মানুষের চলাচলের একমাত্র ভরসা ছিল। সেটি ভেঙ্গে পড়েছে প্রায় ১৫ দিন। ফলে ২০টি গ্রামের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। দেশ স্বাধীনের পর থেকে এলাকাবাসীর চাঁদায় নির্মিত বাঁশের সাঁকো দিয়েই এই অঞ্চলের মানুষ চলাচল করে আসছেন। কালীগঞ্জ, কোটচাদপুর ও ঝিনাইদহ এই তিন উপজেলার প্রায় ২০ গ্রামের মানুষের চলাচলের একমাত্র ভরসা বাঁশের সাঁকো। বিকল্প কোনো পথ না থাকায় এই সাঁকো দিয়েই যাতায়াত করতে হয় গ্রামবাসিদের। দেশ স্বাধীনের পর থেকে এলাকার মানুষ এই বাশের সাকো দিয়ে চলাচল করছে। স্থানীয়দের উদ্যোগে নির্মিত সাঁকোটি সপ্রতি বছর মেরামত করেন নিজেরাই। তবে এর একটি স্থায়ী সমাধান চান এলাকার বাসিন্দারা। বিশেষ করে ঝিনাইদহ, কালীগঞ্জ ও কোটচাদপুর উপজেলার শেষ সীমানায় চিত্রা নদীর উপর ফাজিলপুর মৎস্য পড়া নামক স্থানে স্থায়ী কোনো সেতু না থাকায় নিজেদের নির্মিত বাঁশের সাঁকো দিয়ে ঝুঁকি নিয়ে চলাচল করছেন স্থানীয়রা। সাঁকোটির উত্তর পাশে গান্না বাজারের পাশে রয়েছে মশিউর রহমান কলেজ, ছবেদ আলী মাধ্যমিক বিদ্যালয়, গান্না প্রাথমিক বিদ্যালয়, পূর্ব পাশে রয়েছে রামনগর এ এণ্ড জে কলেজ, কেবি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, রামনগর প্রাথমিক বিদ্যালয়, ফাদিলপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়, কালুখালি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সহ আর ও অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। অথচ স্বাধীনতার পর থেকে এই অঞ্চলের মানুষের যাতায়াতে ভোগান্তি লাঘবে কোনো সেতু নির্মাণ হয়নি। উপজেলা পর্যায়ে সরকারি কোনো সহায়তা না পাওয়ায় এলাকার মানুষ বাঁশ-কাঠ অর্থ ও স্বেচ্ছা শ্রমে বাঁশের সাঁকোটি তৈরি করেন। প্রতি বছর এলাকাবাসীর অর্থায়নে সাঁকোটি মেরামত করা হয়। এদিকে চিত্র নদীর ওপর একটি সেতুর অভাবে দু'পাড়ের কৃষক তাদের ফসল উৎপাদন, ফসল ঘরে ও হাটবাজারে নিতে চরম ভোগান্তিতে পড়েন। ভোটের সময় জনপ্রতিনিধিরা ওয়াদা দিলেও তা বাস্তবে মিলছে না। তাই এলাকাবাসী চিত্রা নদীর ওপর একটি সেতু নির্মাণ করার জন্য সরকারের প্রতি জোর দাবি জানিয়েছেন। ফাদিলপুর গ্রামের রেজাউল ইসলাম বলেন, 'দীর্ঘদিন ধরে নদীর ওপর ব্রিজ নির্মাণের দাবি জানিয়ে কোনো লাভ হয়নি। ফলে বাধ্য হয়ে এলাকাবাসী চাঁদা তুলে নদীর ওপর বাঁশের সাঁকো তৈরি করেন। কিন্তু সেটিও ভেঙে গেছে। এক-দুই দিনের নয়, বছরের পর বছর এমন দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে তিন উপজেলার মানুষকে। ঝুঁকিপূর্ণ এ সাঁকো পার হতে গিয়ে অনেকবার দুর্ঘটনায় পড়তে হয়েছে অনেকের। বর্ষায় এ দুর্ভোগ পৌঁছায় আরও চরমে। সাঁকো মেরামতে সরকারি কোনো অনুদানও পাওয়া যায় না। তিন উপজেলার মধ্যে কালীগঞ্জের সুন্দরপুর দুর্গাপুর ইউনিয়ন, এলাঙ্গি ইউনিয়ন, গান্না ইউনিয়ন ও মহারাজপুর ইউনিয়নের চিত্রা নদীর উপর মানুষের চলাচলে ভরসা একটি মাত্র বাঁশের সাঁকো।

হাকিমপুর উপজেলা পরিষদ নির্বাচন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ভাইস চেয়ারম্যান নির্বাচিত হতে যাচ্ছেন শাহিন

হিলি, দিনাজপুর প্রতিনিধি : ৬ ষ্ঠ উপজেলা পরিষদ নির্বাচনের ১ম ধাপে আগামী ৮ মে অনুষ্ঠিতব্য দিনাজপুরের হাকিমপুর উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান হতে যাচ্ছেন বর্তমান উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান শাহীনুর রেজা শাহীন। বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হতে যাওয়ায় ইতোমধ্যে সামাজিক যোগযোগ ফেসবুকে অনেকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়েছেন। দিনাজপুর জেলা সিনিয়র নির্বাচন কর্মকর্তা ও রিটানিং অফিসারের কার্যালয় সূত্রে জানা যায়,হাকিমপুর উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে বর্তমান উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান হারুন উর রশীদ হারুন, সাবেক পৌর মেয়র কামাল হোসেন রাজ ও আমিনুল ইসলাম উপজেলা চেয়ারম্যান পদে মনোনয়ন পত্র জমা দেন। এদিকে ভাইস চেয়ারম্যান পদে বর্তমান উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান শাহীনুর রেজা শাহিন ও সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান আমিনুল ইসলাম এবং মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান পদে বর্তমান মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান পারুল নাহার ও নুরুন্নাহার বেগম মনোনয়ন পত্র জমা দিয়েছেন। যাচাই-বাচাইয়ে ৩ টি পদে ৭ জনেরই মনোনয়ন বৈধ ঘোষনা করে সিনিয়র নির্বাচন কর্মকর্তা ও রিটানিং অফিসার। এরই মধ্যে গত বৃহস্পতিবার (১৮ এপ্রিল) হাকিমপুর উপজেলা পরিষদ ভাইস চেয়ারম্যান প্রার্থী আমিনুল ইসলাম ব্যক্তিগত সমস্যা দেখিয়ে তার প্রার্থীতা প্রত্যাহারের আবেদন করেন সিনিয়র নির্বাচন কর্মকর্তা ও রিটানিং অফিসারের কাছে। তিনি প্রার্থীতা প্রত্যাহার করে নেওয়ায় বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় হাকিমপুর উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান নির্বাচিত হতে যাচ্ছেন শাহীনুর রেজা শাহিন।

পাগলা মসজিদের দানবাক্সে পাওয়া ২৭ বস্তা টাকা চলছে গণনা

কিশোরগঞ্জ প্রতিনিধি : বীর ঈশা খাঁর অধস্তন পুরুষ দেওয়ান জিলকদর খার স্মৃতি বিজড়িত কিশোরগঞ্জের ঐতিহ্যবাহী পাগলা মসজিদের ৯টি লোহার দানবাক্স খোলে এবার পাওয়া গেছে ২৭ বস্তা টাকা ছাড়াও রয়েছে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রাসহ ডায়মন্ড ও স্বর্ণ রূপার বিভিন্ন অলংকার। শনিবার সকাল সাত ঘটিকা থেকে গণনার কাজ শুরু হয়েছে তা চলবে বিকেল পর্যন্ত। এর আগে গত ৯ ডিসেম্বর ৩ মাস ২০ দিনে পাওয়া গিয়েছিল ২৩ বস্তায় ৫ কোটি ৭৮ লাখ ৯ হাজার ৩২৫ টাকা। এবার সর্বোচ্চ রেকর্ড ৪ মাস ১০ দিনে ৯টি লোহার দানবাক্স খোলে এবার পাওয়া গেছে ২৭ বস্তা টাকা চলছে গননার কাজ। বস্তার টাকাগুলো মসজিদের মেঝেতে ঢেলে মাদ্রাসার ১০২ জন ছাত্র, ৩৬ জন শিক্ষক, রূপালী ব্যাংকের ৭০ জন কর্মকর্তা, ২০ জন পুলিশ, ১০ জন আনসার সদস্য টাকাগুলো গণনায় কাজ করছেন।

বাঘায় পদ্মায় টিনের ডুঙ্গা ডুবে আবারও যুবক নিখোঁজ

বাঘা, রাজশাহী প্রতিনিধি : রাজশাহীর বাঘায় পদ্মায় টিনের ডুঙ্গা ডুবে আবারও আসাদ হোসেন (১৮) নামের এক যুবক নিখোঁজ হয়েছে। শনিবার দুপুর ১টার দিকে চকরাজাপুর পদ্মা নদীর খেয়াঘাটে এ ঘটনা ঘটে। আসাদ হোসেন উপজেলার দাদপুর চরের আশরাফুল ইসলামের ছেলে।

জানা যায়, আসাদ হোসেন টিনের তৈরী ডুঙ্গা নিয়ে মাছ ধরতে চকরাজাপুর পদ্মা নদীর খেয়াঘাটে পশ্চিমে যাচ্ছিল। সে পদ্মার মাঝামাঝি স্থানে পৌঁছলে পদ্মার পাকে পড়ে ডুবে যায়। তার সাথে থাকা দুইজন এগিয়ে গিয়েও উদ্ধার করতে পারেনি। পরে চকরাজাপুর ইউনিয়ন চেয়ারম্যানের সহযোগিতায় নৌকা ও জাল নিয়ে এক ঘন্টা খোঁজ করে তাকে পাওয়া যায়নি।

চাষিদের কাছ থেকে শসা কিনে ঢাকায় পাঠানোর ব্যবস্থা করছেন পাইকার। বলদিপুকুর এলাকা, মিঠাপুকুর, রংপুর।

পুঠিয়ায় ১০ চাকার ট্রাক গিলে খাচ্ছে কোটি কোটি টাকার সড়ক

পুঠিয়া, রাজশাহী প্রতিনিধি : রাজশাহী পুঠিয়ায় উপজেলা প্রশাসন এবং থানার সঙ্গে ট্রাক মালিকদের সমঝোতা থাকায়। রাত উপজেলার বিভিন্ন সড়কে টেক্টার এবং ১০ চাকার ড্রামট্রাকগুলো পুকুর খননের মাটি পরিবহন করতে গিয়ে গ্রামীণ সড়কগুলো নষ্ট করার অভিযোগ উঠেছে। এতে করে উপজেলার কোটি কোটি টাকা ব্যয় করে সড়কগুলো সংস্কার বা নির্মাণ করা শেষ না হতে পূর্বের ন্যায় গর্ত ভাঙাচুড়া আকার ধারণ করছে। সড়কে মানুষের চলাচলে দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে। প্রশাসন প্রতিদিন কাড়িকাড়ি টাকা পাওয়ার জন্য তারা কোনো কঠোর কোনো পদক্ষেপ গ্রাহন করছে না। শিলমাড়িয়ায় ইউনিয়নে (পুঠিয়া-দুর্গাপুর) আসনের একজন প্রভাবশালী নেতার সাতজন অনুসারী মিলে একটি পুকুর খনন প্রতিরোধ কমিটি গঠন করা হয়েছে। অবশ্য তাদের টাকা দিলে পুকুর খনন করতে দিচ্ছেন। খননের টাকা ওই নেতার নিকটে পৌঁছে দিতে হয়। প্রশাসনের সঙ্গে সমঝোতা হলে কোনো জরিমানা হয় না। আর সমঝোতা না হলেই জরিমানা হয় বলে একাধিক অভিযোগ রয়েছে। গত বৃহস্পতিবার রাতে এক পুঠিয়া-দুর্গাপুরের পুলিশের এক উর্ধর্বতন নিজে পুকুর খননকারী দুইটি ভেকু এবং একটি মোটবাইক ভাঙচুড় করার অভিযোগ উঠেছে। পরবর্তী সময়ে এলাকাবাসীর রোশানলে পরে সে গাড়ি নিয়ে পুলিশ সদস্যদের নিয়ে পালাতে বাধ্য হয়। উপজেলা প্রকৌশলী সূত্রে জানা গেছে, ৬টি ইউনিয়ন পরিষদ এলাকায় মোট ৬শ' ৪৫ কিমি সড়কপথ রয়েছে। এর মধ্যে পাকা সড়কের রয়েছে ৩শ ৩৪ কিলোমিটার। বর্তমানে উপজেলার বিভিন্ন স্থানে প্রশাসনের এবং থানা পুলিশের সঙ্গে সমঝোতা করে পুকুর খননের কাজ চলছে। পুকুর খননকারীদের মাটি পরিবহন কাজে নিয়োজিত প্রতিদিন অর্থশতাধিক ১০ চাকার ড্রামট্রাক উপজেলার গ্রামীণ সড়কগুলোতে চলাচল করতে দেখা যাচ্ছে। বেশিভাগ ট্রাকের আবার প্লেট নম্বার নেই। একাধিক ব্যক্তির অভিযোগ,রাতেরআধাঁরে ৫০/৬০ টন মাটি নিয়ে তিব্র গতিতে যখন ট্রাকগুলো যাতায়াত করছে। তখন শব্দে সড়কের পাশে থাকা ঘড়বাড়িগুলো কেঁপে উঠছে। সড়কের পাশে থাকা সাধারণ মানুষের ঘুম হারাম হচ্ছে। ট্রাকের অতিরিক্ত ওজনের কারণে,সড়কগুলো দ্রুত নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

হোসেনপুরে এসএসসি পরীক্ষার্থীদের বিশেষ পরীক্ষা নিলেন ইউএনও

হোসেনপুর, কিশোরগঞ্জ প্রতিনিধি : কিশোরগঞ্জের হোসেনপুরে ২০২৪ সালের 'এসএসসি পরীক্ষার্থীদের অবকাশকালীন মূল্যায়ন পরীক্ষা' নামে ব্যতিক্রমী এক পরীক্ষার আয়োজন করলেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) অনিন্দ্য মন্ডল। আর ব্যতিক্রমী এ পরীক্ষায় কক্ষ পরিদর্শকের দায়িত্ব পালন করেন স্বয়ং উপজেলার বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তারা। শনিবার সকাল ১০.৪৫ মিনিটে উপজেলার হোসেনপুর পাইলট বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে এ মূল্যায়ন পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে। জানা যায়, বাংলাদেশের সংবিধান ও সমসাময়িক বিষয়ের উপর ঘন্টাব্যাপী অনুষ্ঠিত পরিক্ষায় ১৮৪ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেন। এর মধ্যে ১৩১ জন মেয়ে শিক্ষার্থী ও ৫৩ জন ছেলে শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেন। পরীক্ষা পরিদর্শন করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার অনিন্দ্য মন্ডল, হোসনপুর সার্কেলের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সুজন চন্দ্র সরকার, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. মো: তানভীর হাসান জিকো, কৃষি অফিসার একেএম শাহজাহান কবির, প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা ডা. মো: উজ্জ্বল হোসাইন, প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা ইসতিয়াক হোসাইন উজ্জ্বল, উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা মো: এহছানুল হক, সাবেক অধ্যাপক এবিএম ছিদ্দিক চঞ্চল, হোসেনপুর পাইলট বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক কাজী আছমা বেগম প্রমুখ। পরীক্ষা দিতে আসা শিক্ষার্থীরা জানান, এসএসসি পরীক্ষার পর এ পরীক্ষাটি আমাদের জন্য খুবই গুরত্বপূর্ণ, আমরা সংবিধান ও বহি:র্বিশ্বের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে জেনেছি, এ পরীক্ষা ভবিষ্যতে আমাদের বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রস্তুতিতে সাহায্য করবে। উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) অনিন্দ্য মন্ডল জানান, ২০২৪ সালে এসএসসি পরীক্ষায় অংশ গ্রহণকারী পরিক্ষার্থীরা যেন মাদক ও কিশোর গ্যাং থেকে নিজেকে মুক্ত রাখে, সে লক্ষ্যে মার্চ মাসের ২০ তারিখ তাদেরকে একটি করে বাংলাদেশের সংবিধান ও কারেন্ট এ্যাফেয়ার্স প্রদান করা হয়।

সিংড়ায় ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকের মাঝে বিনামূল্যে সার-বীজ বিতরণ

সিংড়া, নাটোর প্রতিনিধি : ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক বলেছেন, শস্য ও মৎস্য ভান্ডার খ্যাত হিসেবে পরিচিত চলনবিল। চলনবিলকে আরো সমৃদ্ধি করতে চার হাজার কোটি টাকা ব্যায়ে উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। শনিবার দুপুরে নাটোরের সিংড়ায় উপজেলা পরিষদ হলরুমে কৃষি প্রণোদনা কর্মসূচির আওতায় পাঁচ হাজার ৪০০ জন ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকের মাঝে বিনামূল্যে পাট ও আউশ বীজ এবং সার বিতরণের শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠানে ভিডিও কন্‌ফারেন্সে যুক্ত হয়ে প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক এসব কথা বলেন।

হোসেনপুরে লোডশেডিংয়ে জনজীবন অতিষ্ঠ

হোসেনপুর, কিশোরগঞ্জ প্রতিনিধি : কিশোরগঞ্জের হোসেনপুরে লোডশেডিংয়ের কারণে অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছে বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ। এতে চরম দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে ব্যবসায়ী ও শিক্ষার্থীদের। এ ছাড়া লোডশেডিংয়ের প্রভাবে ইন্টারনেটের গতি কম থাকায় অনেক সময় ব্যাংক থেকে টাকা উত্তোলন করতেও দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হচ্ছে গ্রাহকদের। বিশেষ করে করে গ্রামাঞ্চলে লোডশেডিংয়ের এ অবস্থা খুবই ভয়াবহ। অনেক গ্রামে ২৪ ঘন্টায় এক ঘণ্টার বেশি বিদ্যুৎ পাচ্ছেন না গ্রাহকেরা। ভুক্তভোগী উপজেলার শাহেদল গ্রামের লাদেন মিয়াসহ অনেকেই জানান, বৃহস্পতিবার রাত-দিন মিলে দুই ঘন্টার বেশি বিদ্যুৎ পায়নি তারা। বিদ্যুৎতের এমন ভেলকিবাজি উপজেলার অন্যান্য এলাকাতেও। এহেন পরিস্থিতিতে হোসেনপুরের সর্বত্রই লোডশেডিংয়ে জনজীবন অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছে। হোসেনপুর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির জোনাল অফিস সূত্রে জানা যায়, উপজেলার ৬টি ইউনিয়ন ও ১টি পৌর এলাকার জন্য ৫৫ হাজার গ্রাহকের বিপরীতে গ্রীষ্ম মৌসুমে বিদ্যুতের মোট চাহিদা রয়েছে ১৫ মেগাওয়াট। সেখানে তারা চাহিদার এক তৃতীয়াংশ পাচ্ছে। এর মধ্যে পৌর এলাকায় চাহিদা রয়েছে আড়াই থেকে পৌনে তিন মেগাওয়াট। তাই উপজেলার ৬টি ফিডার এক সাথে সচল রাখতে পারছে না বিদ্যুৎ সংশ্লিষ্ট সাবষ্টেশন কতৃপক্ষ। তাই বাধ্য হয়েই অন্য সব ফিডারগুলোতে নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ করা সম্ভব হচ্ছে না। ফলে হোসেনপুর পৌর এলাকায় লোডশেডিংয়ের মাত্রা কিছুটা কম হলেও গ্রামাঞ্চলে অনেক বেশি হচ্ছে।

হাঁসে মুগডাল ক্ষেত ক্ষতি করায় দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ

বামনা, বরগুনা প্রতিনিধি : বরগুনার বামনায় ফসলী জমিতে আবাদ করা মুগডাল হাঁসে নস্ট করাকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় এক পক্ষ বামনা থানায় মামলা দায়ের করলে মামলার বাদীকে পিটিয়ে হাত ভেঙ্গে দিয়েছে ওই মামলার আসামীরা। গুরুতর আহত মামলার বাদী মো. ইউনুস হাওলাদারকে বামনা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসা প্রদান করা হচ্ছে। শনিবার(২০ এপ্রিল) সকালে বরগুনার বামনা উপজেলার রামনা ইউনিয়নের দক্ষিন রামনা গ্রামে এই ঘটনাটি ঘটে। এর আগে গত শুক্রবার (১৯ এপ্রিল) দুপুরে ফসলী জমিতে আবাদ করা মুগডাল হাঁসে নস্ট করাকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষে ৬জন গুরুতর আহত হয়। আহতরা হলেন, মো. ইউনুস হাওলাদার (৪৫) তার স্ত্রী মাহিনুর বেগম (৪০) ও মেয়ে হাসি (২৫) এছাড়াও অপর পক্ষের আহতরা হলেন, হালিম হাওলাদার (৫০), আপং হাওলাদার (২৫) ও দুলাল হাওলাদার (৩২)। সংঘর্ষের ঘটনায় মো. ইউনুস হাওলাদার প্রতিপক্ষ ১৩ জনকে আসামি করে বামনা থানায় একটি মামলা দায়ের করেন। এদিকে আহত অপর পক্ষ এই রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত থানায় কোন মামলা দায়ের করেন নি। সরেজমিনে ঘটনাস্থলে গিয়ে জানাগেছে, দক্ষিন রামনা গ্রামের হালিম হাওলাদার(৫০) ও ইউনুস হাওলাদার(৪৫) প্রতিবেশী নিকট আত্মীয়। ইউনুস হাওলাদারের বাড়ীর পাশে হালিম হাওলাদারের মুগডাল ক্ষেত পালিত হাঁসে নষ্ট করা নিয়ে বাকবিতান্ডায় উভয় পক্ষের মধ্যে ব্যাপক সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। এ সময় প্রতিপক্ষরা ইউনুস হাওলাদারের বসতঘরে ভাংচুর চালায় এবং একটি অটো রিক্সা ও একটি মাড়াই মেশিন পুকুরে ফেলে দেয়। এদিকে ইউনুস হাওলাদার বামনা থানায় প্রতিপক্ষের ১৩ জনকে আসামি করে মামলা দায়ের করায় শনিবার সকালে তাকে পিটিয়ে হাত ভেঙ্গে দিয়েছে আসামীরা।

বড়াইগ্রামে স্বামী-স্ত্রী-সন্তানকে পিটিয়ে আহত করার অভিযোগ

বড়াইগ্রাম, নাটোর প্রতিনিধি : নাটোরের বড়াইগ্রামে ছাগলে ফসল খাওয়া বন্ধ করতে নিজের জমিতে বেড়া দেয়ায় স্বামী-স্ত্রী ও সন্তানকে পিটিয়ে জখম করেছে প্রতিপক্ষরা। শুক্রবার বিকালে উপজেলার নগর ইউনিয়নের জালোড়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। বড়াইগ্রাম উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীন আহতরা হলেন-মৃত দেলবার মৃধার ছেলে আহসান হাবীব (৬০), তার স্ত্রী সাহারা বানু (৫৫) ও ছেলে সাদিকুল ইসলাম (৩০)।

আহত আহসান হাবীব জানান, প্রতিবেশী মৃত সঞ্জিৎ হালদারের ছেলে সুব্রত হালদারের ছাগল তার জমির পটল গাছ খেয়ে নষ্ট করে। এ কারণে তিনি জমির চারপাশে বেড়া দিতে সজিনা ডালের খুঁটি পোঁতেন। কিন্তু সুব্রত হালদার সেসব ডাল উপড়ে ফেলে দিয়ে শৈলেন হালদার, সুদেব হালদার ও শান্ত হালদারকে নিয়ে আহসান হাবীবের বাড়িতে গিয়ে তাদের উপর চড়াও হন। এ সময় সুব্রত তার বাড়ির দিকে বেড়া দেয়া যাবে না বলে হুমকি দেন। পরে তর্ক-বিতর্কের একপর্যায়ে তারা বাঁশের লাঠি দিয়ে আহসান হাবীব ও তার ছেলেকে পিটিয়ে জখম করেন। তাদের চিৎকার শুনে সাহারা বানু এগিয়ে এলে হামলাকারীরা তাকেও পিটিয়ে হাত ভেঙ্গে দেন। এ সময় তারা সাহারা বানুর গলায় থাকা স্বর্নের চেইন ও ঘর থেকে ৮০ হাজার টাকা নিয়ে যায়। খবর পেয়ে স্বজনরা তাদের উদ্ধার করে বড়াইগ্রাম হাসপাতালে ভর্তি করেন। এ ব্যাপারে জানতে চাইলে সুব্রত হালদার বলেন, তারা আমাদের ঘরের পাশ দিয়ে সজিনা ডালের বেড়া দিচ্ছে। ভবিষ্যতে সজিনা গাছে পোকা হলে সেগুলো আমাদের ঘরে ঢুকতে পারে ভেবে তাদেরকে বেড়া দিতে মানা করেছি। এ সময় দুই পক্ষে ধস্তাধস্তি হলেও তাদের মারপিটের অভিযোগ সঠিক নয়। বড়াইগ্রাম থানার ওসি শফিউল আজম খান বলেন, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। বর্তমানে পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে। লিখিত অভিযোগ পেলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

আনারস ও কাঁঠাল নিয়ে ক্রেতার অপেক্ষায় বিক্রেতারা। সমতা ঘাটে মৌসুমি ফলের ভাসমান হাট, বনরুপা, রাঙামাটি।

হকিতে শিরোপা নির্ধারণী ম্যাচ নিয়ে নাটক

স্পোর্টস ডেস্ক : প্রিমিয়ার ডিভিশন হকি লিগ শেষে আবাহনী ও মেরিনার্সের পয়েন্ট সমান ২৭ হওয়ায় শিরোপা নির্ধারণের জন্য প্লে-অফ ম্যাচের দিনক্ষণ ঠিক করেছিল বাংলাদেশ হকি ফেডারেশন। আজ রোববার বিকাল ৪টায় মাওলানা ভাসানী স্টেডিয়ামে এই ম্যাচ খেলতে দুই দলকে চিঠি দিয়েছে লিগ কমিটি। তবে এই দিন প্লে-অফ ম্যাচটি হচ্ছে না, তা নিশ্চিত। কারণ দুই প্রতিপক্ষ মেরিনার্স ও আবাহনী রোববার ম্যাচ খেলবে না বলে চিঠি দেবে বাংলাদেশ হকি ফেডারেশনকে। আবাহনীর ম্যানেজার মাহবুব হারুন শনিবার দুপুরে জানিয়েছেন, 'আমাদের চারজন খেলোয়াড় বিমানবাহিনী সদস্য। বিমানবাহিনী টুর্নামেন্ট খেলতে ভারত যাচ্ছে। আমাদের যে চারজন বিমান বাহিনী দলের সাথে ভারত যাচ্ছেন, তার দুজনই গোলরক্ষক। গোলরক্ষক ছাড়া তো আর আমরা খেলতে পারবো না। তাই বিকেলে ফেডারেশনকে চিঠি দিচ্ছি ম্যাচটি যেন পরে আয়োজন করা হয়।' আবাহনীর প্রতিপক্ষ মেরিনার ইয়াংস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক হাসান উল্লাহ খান রানা বলেন, 'আমাদের দুজন বিমানবাহিনীর হয়ে খেলতে ভারত যাচ্ছেন। বিদেশি খেলোয়াড়রাও চলে যাচ্ছেন। তাই রোববার আমরাও খেলব না এই মর্মে বিকেলেই ফেডারেশনকে চিঠি দিচ্ছি।' উল্লেখ্য, শুক্রবার মোহামেডান ও আবাহনীর ম্যাচটি মারামারি ও লাল কার্ডের কারণে পণ্ড হয়ে যায়। ম্যাচের ১৮ মিনিট বাকি থাকতে লাল কার্ডের প্রতিবাদে খেলতে অস্বীকৃতি জানায় মোহামেডান। তাতে আবাহনীকে ৫-০ গোলে বিজয়ী ঘোষণা করেন আম্পায়ার। আবাহনীর জয় তাদের পয়েন্ট দাঁড়ায় ২৭, যা মেরিনার্সের সমান। মোহামেডান জিতলেই চ্যাম্পিয়ন হতো। তারা যখন না খেলে মাঠ থেকে বেরিয়ে যান, তখন আবাহনীর বিপক্ষে ৩-২ গোলে এগিয়ে ছিল সাদা-কালোরা। আবাহনী-মেরিনার্স দুই ক্লাবই ম্যাচটি বিমানবাহিনী দল ভারত থেকে ফিরে আসার পর খেলতে চায়। তাহলে দুই সপ্তাহের ব্যাপার। যার অর্থ শেষ পর্যন্ত প্লে-অফ ম্যাচ না হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। কোনো দলই হয়তো ঝুঁকি নিতে চাইবে না। তখন যুগ্ম চ্যাম্পিয়ন ঘোষণা করা হবে দুই দলকে। অতীতেও এভাবে বাইলজ লঙ্ঘন করার অভিযোগ আছে হকিতে।

বার্সার বিদায়ে সমর্থকদের এ কেমন বাজে আচরণ!

স্পোর্টস ডেস্ক : প্রিয় দলের ব্যর্থতায় এখন সামাজিক মাধ্যমেই চড়াও হয়ে থাকেন ভক্ত-সমর্থকরা। যা অনেক সময় মাত্রা ছাড়ায়। যেমনটা ঘটেছে বার্সেলোনা ডিফেন্ডার জোয়াও কান্সেলোর বেলায়। চ্যাম্পিয়নস লিগ থেকে বার্সার বিদায়ের পর কাঠগড়ায় তোলা হয় তাকেই। যার প্রভাব পড়ে তার সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্টে। সেখানে তার পুরো পরিবার তো বটেই সমর্থকরা অনাগত সন্তানেরও মৃত্যু কামনা করেছেন! পিএসজির বিপক্ষে কোয়ার্টার ফাইনালের প্রথম লেগে বার্সা ৩-২ গোলে এগিয়েছিল। ব্যবধানটা গড়ে দেয় দ্বিতীয় লেগ। সেখানে ৪-১ গোলের পরাজয়ে বিদায় নিশ্চিত হয় তাদের। ফরাসি জায়ান্টদের বিপক্ষে পরাজয়ের পর ২৯ বছর বয়সী কান্সেলোকেই খলনায়ক বানানো হয়। কারণ উসমান দেম্বেলের ওপর তার করা ফাউলের পর পেনাল্টিতে তৃতীয় গোলটি পায় ফরাসি জায়ান্টরা। ওই ম্যাচের পর ইএসপিএনের সঙ্গে এক সাক্ষাতের পর ভয়ানক অভিজ্ঞতার কথা এভাবেই তুলে ধরেন তিনি, 'লোকজন সব ধরনের কথাই বলে। ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টে আমার কন্যার মৃত্যু কামনাও করে। যার এখনও জন্মই হয়নি। তারা আমার মুখের ওপর এসব বলবে না, কারণ এতে সমস্যা তৈরি হবে।কিন্তু মন্তব্যের ঘরে তারা যা খুশি লিখে দেয়।'

জার্মানির আস্থা এখন নাগেলসম্যানের ওপরেই

স্পোর্টস ডেস্ক : অনেকে ভেবেছিলেন চলতি বছরে পরিবর্তনের হাওয়া লাগতে পারে জার্মানের হেড কোচের পদে। তবে সেটা আর হলো না। নতুন কাউকে নয়, বরং বর্তমান দেশটির কোচ জুয়িয়ান নাগেলসম্যানের ওপরেই আস্থা রাখছে জার্মানরা। ২০২৬ বিশ্বকাপ পর্যন্ত নাগেলসম্যাচের চুক্তির মেয়াদ

বাড়িয়েছে দেশটি। গত শুক্রবার এক বিবৃতির মধ্যে দিয়ে নিশ্চিত করে জার্মান ফুটবল ফেডারেশন। নতুন করে জার্মান জাতীয় দলের দায়িত্ব নেওয়ার চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করার পর এক বিবৃতিতে নাগেলসম্যান বলেন, 'এটি হৃদয়ে নেওয়ার মতো একটি সিদ্ধান্ত। জাতীয় দলের কোচ হওয়া এটি একটি অনেক বড় সম্মানের বিষয়।' সেইসঙ্গে নিজের আগামীর পরিকল্পনা নিয়ে তিনি বলেন, 'সফল, আবেগপূর্ণ পারফরম্যান্সের মাধ্যমে আমাদের অনেক দূর যাওয়ার সুযোগ রয়েছে। মার্চে ফ্রান্স ও নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে দুটি জয় তার পূর্বাভাস দিয়েছে।' জার্মান জাতীয় দলের দায়িত্ব নেওয়ার আগে ২০২১ থেকে ২০২৩ তিন মৌসুম জার্মানের সবচেয়ে সফল ক্লাব বায়ার্ন মিউনিখের দায়িত্ব পালন করেন ৩৬ বছর বয়সি এই কোচ। এরপর গেল বছর জার্মান জাতীয় দলের দায়িত্ব নেয় নাগেলসম্যান। এর আগে ২০১৪ সালে আর্জেন্টিনাকে হারিয়ে চতুর্থ বারের মতো বিশ্বকাপ জেতে জার্মানরা। তবে ২০১৮ এবং সর্বশেষ ২০২২ বিশ্বকাপে ভক্তদের হতাশ করেছে দলটি। তবে আসন্ন ২০২৬ বিশ্বকাপে নাগেলসম্যানের নেতৃত্বে দুর্দান্ত কিছু করবে জার্মানি। সেটাই সকল জার্মান সমর্থকের প্রত্যাশা।

দৌড় প্রতিযোগিতায় এগিয়ে রইলেন যারা

স্পোর্টস ডেস্ক : বঙ্গবন্ধু স্টেডিয়ামে ক্ষনিকের জন্য যেন দেখা মিলল উসাইন বোল্টের! বিখ্যাত উদযাপনে জ্যামাইকান কিংবদন্তিকে আসলে মনে করিয়ে দিলেন নাহিদ রানা। নাহিদের কথা শুরুতেই বলার কারণ বঙ্গবন্ধু স্টেডিয়ামে ক্রিকেটারদের নিয়ে বিসিবির বিশেষ ফিজিক্যাল অ্যাসেসমেন্টের দৌড় প্রতিযোগিতায় দুই গ্রুপের একটিতে প্রথম হয়েছেন এই তরুণ ফাস্ট বোলার। সবার আগে দৌড় শেষ করে উদযাপনে নাহিদ যখন উসাইন বোল্টকে স্মরণ করিয়ে দিতে ব্যস্ত, পাশেই করতালিতে তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছেন মাহমুদউল্লাহ রিয়াদ, নাঈম হাসানের মতো সিনিয়র সতীর্থরা। দেশের ক্রিকেটের অনেক স্মরণীয় ঘটনার সাক্ষী বঙ্গবন্ধু স্টেডিয়ামে ২০০৫ সালের পর কোনো ক্রিকেটীয় কার্যক্রম দেখা গেল। যদিও সেটা ব্যাট-বলের লড়াই ছিল না। বাংলাদেশ দলের নতুন স্ট্রেন্থ ও কন্ডিশনিং কোচ নাথান কেলির অধীনে ক্রিকেটারদের ফিটনেস পরখ করাই ছিল মূল উদ্দেশ্য। সকাল ৬টা থেকে সাড়ে ৭টা পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু স্টেডিয়ামের অ্যাথলেটিক্স ট্র্যাকে ক্রিকেটারদের রানিং পর্যবেক্ষণ করেন কেলি।

সেমি-ফাইনালে হলান্ডকে নিয়ে ম্যানচেস্টার সিটির অনিশ্চয়তা

স্পোর্টস ডেস্ক : রেয়াল মাদ্রিদের কাছে হারের ম্যাচটি মানচেস্টার সিটির ফুটবলারদের হৃদয়েই শুধু ক্ষত তৈরি করেনি, শরীরেও আঁচড় কেটেছে। সেই ম্যাচে পাওয়া চোট থেকে যেমন এখনও পুরোপুরি সেরে উঠতে পারেননি আর্লিং হলান্ড। শনিবার এফএ কাপের সেমি-ফাইনালে চেলসির বিপক্ষে এই স্ট্রাইকারের খেলা অনিশ্চিত বলে জানালেন সিটি কোচ পেপ গুয়ার্দিওলা। ঘরের মাঠে বুধবার টাইব্রেকারে হেরে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের শিরোপা ধরে রাখার স্বপ্ন ভেঙে যায় সিটির। সেই ধাক্কা সামলে ওঠার আগেই এফএ কাপের শিরোপা ধরে রাখার অভিযানে কঠিন চ্যালেঞ্জে নামতে হচ্ছে তাদেরকে।

রেয়ালের বিপক্ষে ম্যাচের শেষ দিকে সেদিন হলান্ড ও কেভিড ডে ব্রুইনেকে তুলে নিয়েছিলেন গুয়ার্দিওলা। চেলসির বিপক্ষে ম্যাচের আগে সংবাদ সম্মেলনে শুক্রবার গুয়ার্দিওলা জানালেন, দুজনকেই সেদিন মূলত তুলে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন তিনি। "আর্লিং একটু সমস্যা অনুভব করছিল, পেশির কোনো কিছু। কেভিন খুবই ক্লান্ত ও শ্রান্ত হয়ে পড়েছিল, আর পারছিল না। চোটের কারণে পাঁচ মাস বাইরে থাকার পর কিছুদিন আগে সে ফিরেছে, কাজেই এরকম হওয়া স্বাভাবিক।" হলান্ড ও ডে ব্রুইনে, দুজনই চোটের কারণে এই মৌসুমে লম্বা সময় বাইরে ছিলেন। যে ধরনের ব্যস্ত সূচির ভেতর দিয়ে যেতে হচ্ছে দলকে, তাতে ফুটবলারদের চোট ও ক্লান্তিকে স্বাভাবিক বলেই মনে করেন গুয়ার্দিওলা। "যে পরিমাণ ম্যাচ আমরা এই মৌসুমে ও গত মৌসুমে খেলেছি, এটা স্বাভাবিকই। তরতাজা হয়ে ওঠার সময় খুব একটা মেলে না। বাড়তি সময় খেলতে হয়েছে আমাদের এবং তীব্রতাও ছিল প্রচণ্ড। আমরা তো মেশিন নই, অবসাদ তাই থাকারই কথা।" চ্যাম্পিয়ন্স লিগ থেকে বিদায়ের পরপরই এফএ কাপে নামতে হচ্ছে, প্রিমিয়ার লিগের শিরোপা লড়াইও এখন কঠিন মোড়ে। বাস্তবতা মেনে নিয়েই লড়াইয়ের জন্য দল প্রস্তুত বলে জানালেন গুয়ার্দিওলা। "বিকল্প তো কিছু নেই, নিজেদের নিয়ে হতাশ হয়ে পড়ে থাকলে চলবে না। জয়ের জন্যই আমরা লড়াইয়ে নামি। তবে কখনও কখনও ম্যাচ হারতেও হয়। এটাই হয়েছে।"

জরিমানার মুখে লখনউ ও চেন্নাইয়ের অধিনায়ক

স্পোর্টস ডেস্ক : আইপিএলে গত শুক্রবার চেন্নাই সুপার কিংসের বিপক্ষে হেসে খেলেই জিতেছে লখনউ সুপার জায়ান্টস। ১৭৭ রানের লক্ষ্যে দুই ওপেনার লোকেশ রাহুল ও কুইন্টন ডি ককের ফিফটিতে ভর করে ৮ উইকেটে জিতেছে তারা। কিন্তু স্লো ওভার রেটের কারণে দুই দলের অধিনায়ককেই জরিমানা করা হয়েছে। লখনউ অধিনায়ক লোকেশ রাহুল ও চেন্নাই অধিনায়ক রুতুরাজ গায়কোয়াড়কে ১২ লাখ রুপি জরিমানা করা হয়েছে। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই) বিবৃতিতে জানিয়েছে, 'স্লো ওভার রেট বজায় রাখায় লখনউ অধিনায়ক লোকেশ রাহুলকে জরিমানা করা হয়েছে। একইভাবে চেন্নাই অধিনায়ক গায়কোয়াড়কেও স্লো ওভার রেটের কারণে জরিমানা করা হয়েছে।'

নিষিদ্ধ হলেন মার্টিনেজ

স্পোর্টস ডেস্ক : অ্যাস্টন ভিলাকে উয়েফা ইউরোপা কনফারেন্স লিগে সেমিফাইনালে তোলার নায়ক ছিলেন আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপজয়ী গোলরক্ষক এমিলিয়ানো মার্টিনেজ। লিলের বিপক্ষে কোয়ার্টার ফাইনালে দুটি পেনাল্টি ঠেকিয়ে দলকে জেতান তিনি। তবে আগামী ২ মে গ্রিসের ক্লাব অলিম্পিয়াকোসের বিপক্ষে সেমিফাইনালের প্রথম লেগে খেলতে পারবেন না মার্টিনেজ। আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপজয়ী এই গোলরক্ষককে এক ম্যাচের জন্য নিষিদ্ধ করেছে উয়েফা। কারণ, কনফারেন্স লিগের কোয়ার্টার ফাইনালের দুই লেগ মিলিয়ে তিনটি হলুদ কার্ড দেখেছেন তিনি।

কোয়ার্টার ফাইনালের দ্বিতীয় লেগের ম্যাচে দুবার হলুদ কার্ড দেখেন মার্টিনেজ। প্রথমবার ম্যাচের ৩৯ তম মিনিটে তাকে হলুদ কার্ড দেন রেফারি। এরপর ম্যাচ ট্রাইব্রেকারে গড়ালে সেখানেও হলুদ কার্ড পান মার্টিনেজ। সবমিলিয়ে মার্টিনেজ ম্যাচে দুটি হলুদ কার্ড দেখার পরও লাল কার্ড দেখাননি রেফারি। কারণ উয়েফার নিয়ম অনুযায়ী, ম্যাচের নিয়মিত সময়ে দেখা হলুদ কার্ড টাইব্রেকারের সময়ের দেখা হলুদ কার্ডের সঙ্গে যোগ হয় না। তবে এটা আবার সামগ্রিক কার্ড দেখার হিসেবে যোগ হয়। তাই লাল কার্ড না পেলেও, ঠিকই নিষেধাজ্ঞায় পড়েছেন।

সোহানুরের রেকর্ড হলো না

স্পোর্টস ডেস্ক : ২০২১ সালে সর্বশেষ লিগে ৩৩ গোল করে হয়েছিলেন সর্বোচ্চ গোলদাতা। এবারও একই রকম হেসেছে সোহানুর রহমানের স্টিক। গত শুক্রবার পুলিশের বিপক্ষে শেষ ম্যাচের আগে ৩৭ গোল করে ফেলেন তিনি। এমন গোলবন্যা যাঁর স্টিকে হকি লিগে এক আসরে সর্বোচ্চ গোলদাতার রেকর্ডটায় তো তিনি চোখ রাখতেই পারেন। সেই চোখ তাঁর ঠিকই ছিল। গত শুত্রকার দরকার ছিল তাঁর ৩ গোল। সুপার সিক্সেই মোহামেডানের বিপক্ষে হ্যাটট্রিক করা সোহানুরের জন্য সেটি অসম্ভব কিছু ছিল না। কিন্তু রেকর্ডের চাপ যেন চেপে বসে তাঁর মাথায়। নইলে পাঁচটি পেনাল্টি কর্নার থেকেও কোনো গোল করতে না পারা সোহানুরের সঙ্গে যায় না। কিন্তু এদিন স্টিকে-বলে হচ্ছিলই না যেন তাঁর। হ্যাটট্রিক আর রেকর্ডের লক্ষ্য নিয়ে শেষ পর্যন্ত এক গোল পেয়েছে সোহানুর। সেটি পেনাল্টি স্ট্রোক থেকে।

স্বাস্থ্য

যে নীরব রোগে মানুষ অন্ধ হতে পারে

স্বাস্থ্য ডেস্ক : কোনো ধরনের উপসর্গ বা তেমন কোনো সমস্যা ছাড়াই হঠাৎ করেই একটি রোগে একসময় অন্ধ হয়ে যেতে পারেন মানুষ। চোখের এই রোগটির নাম হচ্ছে গ্লুকোমা। গ্লুকোমার কারণে চোখের একটি নির্দিষ্ট স্নায়ু দুর্বল হয়ে পড়ে বা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আর এই প্রক্রিয়া এত ধীরে ধীরে চলতে থাকে যে অনেকেই এটা হয়তো খেয়ালই করেন না। গ্লুকোমা কী? গ্লুকোমা হচ্ছে চোখের একটি রোগ যেখানে চোখের পেছনে থাকা অপটিক স্নায়ু ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়ে। এই স্নায়ুর কাজ হচ্ছে চোখকে মস্তিস্কের সাথে যুক্ত করা। ব্রিটিশ সাস্থ্য সেবা বিভাগ এনএইচএস-এর তথ্য অনুযায়ী, চোখের সামনের অংশে তরল জমা হওয়ার কারণে সেটি চোখের ওপর যে চাপ সৃষ্টি করে তার কারণে এটি হয়। গ্লুকোমার প্রাথমিক অবস্থায় চিকিৎসা করানো না হলে এর কারণে দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে মানুষ অন্ধ হয়ে যেতে পারে। সব বয়সের মানুষেরই গ্লুকোমা হতে পারে। তবে ৭০-৮০ বছর বয়সীদের এতে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা বেশি থাকে। গ্লুকোমার উপসর্গ কী?

প্রাথমিক অবস্থায় গ্লুকোমায় কোনো ধরনের উপসর্গ থাকে না। শুধু পরীক্ষার মাধ্যমেই এটি শনাক্ত করা সম্ভব হয়। কারণ, বহু বছর ধরে ধীরে ধীরে এটি তৈরি হয় এবং এটি চোখের দৃষ্টিসীমাকে আক্রান্ত করে। বিশেষ করে আপনার নাকের কাছে যে দৃষ্টিসীমা এটি সবার আগে আক্রান্ত হয়। এটা এতোটা ধীরে হয় অনেক মানুষ বুঝতেই পারে না যে তার দৃষ্টিসীমা পরিবর্তিত হচ্ছে। পরিস্থিতি খারাপ হতে হতে আক্রান্তরা বুঝতে শুরু করে তারা পাশে থাকা কোনো কিছুই দেখতে পান না। চিকিৎসা করানো না হলে গ্লুকোমার কারণে আক্রান্তরা স্থায়ীভাবে অন্ধ হয়ে যায়। গ্লুকোমার উপসর্গের মধ্যে রয়েছে চোখে ঝাপসা দেখা, কোনো উজ্জ্বল আলোর দিকে তাকালে তার চারপাশে রংধনুর মতো গোল বৃত্ত দেখা ইত্যাদি। গ্লুকোমায় দুই চোখেই আক্রান্ত হতে পারে। তবে একচোখ বেশি আক্রান্তও হতে পারে। হঠাৎ করেই গ্লুকোমার উপসর্গ দেখা দেয়া শুরু হতে পারে এবং এসব উপসর্গের মধ্যে থাকতে পারে: চোখে প্রচণ্ড ব্যথা বমি বমি ভাব ও বমি চোখ লাল হয়ে যাওয়া মাথাব্যথা চোখের চারপাশে নরম হয়ে যাওয়া আলোর চারপাশে বৃত্ত দেখা ঝাপসা দেখা কখন চিকিৎসা নিতে হবে? আপনার চোখের দৃষ্টি নিয়ে যদি আপনার কোনো ধরনের সন্দেহ থাকে তাহলে অবশ্যই চিকিৎসকের কাছে যান। গ্লুকোমা থাকলে প্রাথমিক অবস্থায় সেটি চিকিৎসার মাধ্যমে সারিয়ে তোলা সম্ভব। চিকিৎসা নেয়া না হলে ধীরে ধীরে তা দৃষ্টিশক্তি কেড়ে নিতে পারে। আর হঠাৎ করে গ্লুকোমার উপসর্গ দেখা দিলে দেরি না করে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। এটা স্বাস্থ্যগত জরুরি অবস্থা এবং অনেকের হাসপাতালে ভর্তি হয়ে চিকিৎসা নেয়ার দরকার হতে পারে। গ্লুকোমার ধরন বিভিন্ন ধরনের গ্লুকোমা হতে পারে। তবে সবচেয়ে বেশি দেখা যায় প্রাইমারি ওপেন অ্যাঙ্গেল গ্লুকোমা। এটি অনেক বছর ধরে ধীরে ধীরে তৈরি হয়। চোখের নিষ্কাশন নালীতে ধীরে ধীরে প্রতিবন্ধকতা তৈরি হলে এই গ্লুকোমা হয়। অন্য গ্লুকোমার মধ্যে রয়েছে অ্যাকিউট অ্যাঙ্গেল ক্লোসার গ্লুকোমা- এটা খুব একটি দেখা যায় না। চোখের নিষ্কাশন নালী হঠাৎ করে বন্ধ হয়ে গেলে বা এতে প্রতিবন্ধকতা তৈরি হলে, চোখের উপর চাপ তৈরি হয় এবং এই গ্লুকোমা হয়। সেকেন্ডারি গ্লুকোমা- এটা চোখের কোনো রোগ থাকলে তার কারণে হয়। যেমন চাখের প্রদাহজনিত রোগ বা ইউভেআইটিস। শিশুদের গ্লুকোমা বা কনজেনিটাল গ্লুকোমা- বিরল এক ধরনের গ্লুকোমা যা খুব কম বয়সী শিশুদের মধ্যে হয় তাদের চোখের গঠনে অস্বাভাবিকতার কারণে। গ্লুকোমার কারণ বিভিন্ন কারণে গ্লুকোমা হতে পারে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে যখন চোখের তরল ভালোভাবে বের হতে না পেরে চোখের ওপর উল্টো প্রেসার বা চাপ সৃষ্টি করে, তখন গ্লুকোমা হয়। এই চাপের কারণে চোখকে মস্তিস্কের সাথে সংযুক্তকারী স্নায়ু ক্ষতিগ্রস্ত হয় যাকে বলা হয় অপটিক নার্ভ। বিভিন্ন কারণে গ্লুকোর ঝুঁকি বাড়তে পারে। এর মধ্যে রয়েছে- বয়স- বয়স যত বাড়বে, গ্লুকোমার ঝুঁকি তত বাড়বে জাতিসত্ত্বা- আফ্রিকান, ক্যারিবিয়ান এবং এশিয়ানদের মধ্যে গ্লুকোমার ঝুঁকি বেশি থাকে। ৪০ বছর বয়সের পরই এদের ঝুঁকি তৈরি হয়। পারিবারিক- আপনার মা-বাবা বা ভাই-বোনদের মধ্যে কারো গ্লুকোমা থাকলে আপনার ঝুঁকিও অনেক বেড়ে যায়। স্বাস্থ্যগত সমস্যা- যেমন কাছে বা দূরে দেখার ক্ষেত্রে চোখে কোনো সমস্যা থাকলে কিংবা ডায়াবেটিসে আক্রান্তদের গ্লুকোমা হওয়ার আশঙ্কা বেশি থাকে। গ্লুকোমা প্রতিরোধে তেমন কিছু করার আছে কি না তা স্পষ্ট নয় তবে নিয়মিত চোখ পরীক্ষা করানোর মাধ্যমে প্রাথমিক অবস্থায় গ্লুকোমা শনাক্ত করা যায়।

যা চিকিৎসার মাধ্যমে সারিয়ে তোলা সম্ভব। গ্লুকোমার টেস্টকোনো উপসর্গ না থাকলেও নিয়মিত চোখ পরীক্ষা করালে গ্লুকোমা শনাক্ত করা যায়। প্রতি দুই বছর পর পর একবার করে চোখ পরীক্ষা করানো উচিত। খুব দ্রুত এবং ব্যথাহীন টেস্টের মাধ্যমে গ্লুকোমা শনাক্ত করা যায়। যেমন দৃষ্টিশক্তির পরীক্ষা কিংবা আপনার চোখের ওপর কতটা চাপ পড়ছে তার টেস্ট ইত্যাদি। টেস্টে যদি আপনার গ্লুকোমা শনাক্ত হয় তাহলে দেরি না করে চক্ষুরোগ বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেয়া উচিত। গ্লুকোমার চিকিৎসা গ্লুকোমার কারণে কেউ অন্ধ হয়ে গেলে তার দৃষ্টিশক্তি আর ফিরিয়ে আনা যায় না।

গরমে সোডিয়ামের মাত্রা ঠিক রাখার উপায়

স্বাস্থ্য ডেস্ক : প্রচণ্ড গরম এখন। বাড়ির বাইরে বের হলেই ঘামে ভিজছে জামা। কমছে এনার্জিও। আর এতেই লুকিয়ে বিপদ। ঘামের সাথে বের হয়ে যাচ্ছে প্রচুর লবণও। ঘাটতি হচ্ছে সোডিয়ামের। এই ভারসাম্য নষ্ট হলেই বিগড়ে যেতে পারে শরীর। ভুলের বাতিক, আচ্ছন্নভাব, মাথা ঝিমঝিম থেকে খিঁচুনি পর্যন্ত হতে পারে। সোডিয়াম বেশিমাত্রায় রক্তে থাকে। কোষের মধ্যে প্রবেশ করে খুব অল্প। এটি অতি প্রয়োজনীয় ইলেকট্রোলাইট যা কোষের কার্যক্ষমতা ঠিক রাখে। সোডিয়াম কোষের পর্দা তৈরি হতে সাহায্য করে। পর্দা ক্ষতিগ্রস্ত হলে কোষের ক্ষতি হয় মারাত্মক। রোজ ৭০-৮০ এম ই কিউ সোডিয়াম প্রয়োজন। সব বয়সীদের জন্য রক্তে সোডিয়ামের স্বাভাবিক মাত্রা হলো ১৩৫-১৪৫ এমইকিউ/লিটার। এর থেকে কমে গেলেই সমস্যা। তিন ধরনের হাইপো নেট্রিমিয়া দেখা যায়। মাইল্ড হাইপো নেট্রিমিয়া ১৩০-১৩৪ এমইকিউ/লিটার মডারেট হাইপো নেট্রিমিয়া ১২৫-১২৯ এমইকিউ/লিটার সিভিয়ার হাইপো নেট্রিমিয়া ১২৫ এমইকিউ/লিটারের নিচে সোডিয়ামের মাত্রা থাকলে। কারা আক্রান্ত? সোডিয়াম কমে যাওয়ার পোশাকি নাম, হাইপোনাট্রেমিয়া। তিন ধনের কারণ আছে যার জন্য কমতে পারে সোডিয়াম।

সোরিয়াসিসের সমস্যা, স্বস্তি মিলবে যেভাবে

স্বাস্থ্য ডেস্ক : সোরিয়াসিস হলো এক ধরনের চর্মরোগ। বিশ্বের হাজার হাজার মানুষ এই চর্মরোগে ভুগছেন। যদিও সোরিয়াসিস অসংক্রামক চর্মরোগ। হাত-পা, কনুই, হাঁটু বা হাঁটুর নিচের অংশে লাল লাল দানা বা ফুসকুড়ির দেখা যায়। এসব ফুসকুড়ি ধীরে ধীরে বড় হয়। এরপর সাদা মাছের আঁশের মতো আস্তরণ পড়তে শুরু করে। এটি ব্যথা ও জ্বালাপোড়ার সৃষ্টি করে। চুলকালে রক্তপাতও হতে পারে। অনেক সময় মাথার ত্বকেও সোরিয়াসিস দেখা দেয়। মরা ত্বক সাদা সাদা গুঁড়ার মতো ঝরতে থাকে বলে অনেকেই খুশকি ভেবে অবহেলা করেন। বিশেষজ্ঞদের মতে, সোরিয়াসিস কখনো পুরোপুরি সেরে যায় না। অন্যান্য ক্রনিক বা দীর্ঘমেয়াদি রোগের মতো এটিও নিয়ন্ত্রণে রাখতে হয়। পরিবারে কারো সোরিয়াসিস থাকলে অন্যান্যরাও এ সমস্যায় ভুগতে পারেন। এ কারণে সচেতন থাকা জরুরি। যেহেতু সোরিয়াসিস দীর্ঘমেয়াদি চর্মরোগ ও এটি নিয়ন্ত্রণে রাখা জরুরি, তাই কিছু নিয়ম মেনে চললে স্বস্তি মিলবে এ সমস্যা থেকে। চলুন তবে জেনে নিন তেমনই ৭ উপায়-

>> আপেল সিডার ভিনেগারের স্বাস্থ্য উপকারিতা অনেক। ওজন কমানো থেকে শুরু করে শারীরিক নানা সমস্যার সমাধান করে এই উপাদান। শুধু তা-ই নয় বরং রূপচর্চাতেও ব্যবহৃত হয় আপেল সিডার ভিনেগার। জানেন কি, এই উপাদান সোরিয়াসিসের সমস্যাতেও স্বস্তি দেয়। যখনই আক্রান্ত স্থানে চুলকানির সৃষ্টি হবে কিংবা অতিরিক্ত আঁশ ছড়াবে, ঠিক তখনই সামান্য ভিনেগারের সঙ্গে পানি মিশিয়ে সোরিয়াসিসের স্থানে ব্যবহার করুন। ১৫-২০ মিনিট রেখে স্থানটি শুকিয়ে গেলে ধুয়ে ফেলুন। তবে খেয়াল রাখবেন, আক্রান্ত স্থানে ক্ষত বা রক্তপাত হলে এটি ব্যবহার করবেন না। >> সোরিয়াসিসের স্থান অতিরিক্ত শুষ্ক ও আঁশ উঠলে ডেড সি বা ইপসম লবণ ব্যবহার করতে পারেন। এজন্য গরম পানির সঙ্গে সামান্য লবণ মিশিয়ে আক্রান্ত স্থানে ১৫ মিনিটের জন্য ব্যবহার করুন। এরপর ব্যবহার করুন ময়েশ্চারাইজার। >> হলুদের স্বাস্থ্য উপকারিতা সম্পর্কে সবারই কমবেশি জানা আছে। গবেষণায় দেখা গেছে, সোরিয়াসিসের সমস্যায় স্বস্তি দেয় সোরিয়াসিস। এজন্য নিয়মিত খাদ্যতালিকায় রাখতে পারেন হলুদ। >> চা গাছের তেল চর্মরোগের ক্ষেত্রে দারুন উপকারী। এতে থাকে অ্যান্টি মাইক্রোবিয়াল বৈশিষ্ট্য। ত্বকের ব্রণ থেকে শুরু করে অ্যাথলিটস ফুট ও সোরিয়াসিসের চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয় এই তেল। >> ওজন কমাতে ওটস খুবই কার্যকরী। এই উপাদান দিয়েও আপনি সোরিয়াসিসের সমস্যার সমাধান করতে পারবেন। এজন্য গোসলের পানিতে ওটসের গুঁড়া মিশিয়ে ব্যবহার করুন। হালকা ঠান্ডা পানিতে মেশাতে হবে এই গুঁড়া। তারপর গোসল করে নিন। >> ক্যাপসাইসিনযুক্ত ক্রিম ব্যবহার করে সোরিয়াসিসের লালভাব, ব্যথা ও প্রদাহ কমাতে পারেন। ক্যাপসাইসিন যৌগটি মরিচকে মসলাদার করে তোলে। তবে ক্যাপসাইসিনযুক্ত ক্রিম ব্যবহারে আক্রান্ত স্থানে সামান্য জ্বালা অনুভূত হতে পারে। >> গবেষণায় দেখা গেছে, অ্যালোভেরা সোরিয়াসিসের সমস্যায় স্বস্তি দিতে পারে। এই ভেষজে থাকে প্রদাহ বিরোধী উপাদান। অ্যালোভেরা ব্যবহারে আক্রান্ত স্থাসের লালভাব কমাতে সাহায্য করে।

শরীরে জিংকের ঘাটতি পূরণে যা করবেন

স্বাস্থ্য ডেস্ক : খাদ্যের একটি খনিজ উপাদান হলো জিংক। এটি শরীরের জন্য খুব প্রয়োজনীয় এক উপাদান, যা প্রতিরোধ ব্যবস্থাপনা বা ইমিউনিটিকে জোরদার করে। এ কারণে দেখা গেছে, যাদের জিংকের ঘাটতি রয়েছে তারা সহজেই নিউমোনিয়াসহ বিভিন্ন ইনফেকশনে আক্রান্ত হয়। জিংকের কাজ কী? এটি ক্ষত নিরাময়ে সাহায্য করে। শৈশবকালীন শারীরিক বৃদ্ধিতে জিংকের ভূমিকা রয়েছে। এটি অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট হিসেবে শরীরের জন্য ক্ষতিকর মুক্ত মৌলের বিরুদ্ধে লড়াই করে। শরীরের প্রায় ৩০০ ধরনের উৎসচক বা এনজাইমের কাজের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদান জিংক। এসব উৎসচক শরীরের বিপাক, হজম, স্নায়বিক কার্যক্রমসহ অসংখ্য কাজ সম্পাদন করে। আমাদের স্বাদ ও ঘ্রাণের অনুভূতি দেয় জিংক। এটি হাড় গঠনে অংশ নেয়। এর অভাবে হাড়ক্ষয়ও হয়ে থাকে। জিংকের অভাবে স্নায়ুবৈকল্য হতে পারে। জিংক উপাদানটি শরীরে উৎপন্ন হয় না, শরীরে সঞ্চিতও থাকে না। প্রতিদিনের খাদ্যে এটির সরবরাহ নিশ্চিত করা জরুরি। জিংকের ঘাটতি থাকার লক্ষণ জিংকের অভাবে শরীরে কিছু লক্ষণ প্রকাশ পায়। এগুলো হলো- * স্বাদ ও ঘ্রাণের অনুভব হ্রাস * ক্ষুধামন্দা বা অরুচি * হতাশা ভাব * ক্ষত শুকাতে দেরি হওয়া * ডায়রিয়া * চুল ঝরে পড়া ইত্যাদি। অতিরিক্ত গ্রহণের বিপদ তবে অতিরিক্ত জিংক গ্রহণ করলে শরীরে বিপদ নেমে আসতে পারে। জিংকের আধিক্য কপার শোষণে বাধা দেয়। এর ফলে অ্যানিমিয়া হতে পারে। এর পাশাপাশি দেখা দিতে পারে- * বমি ভাব, বমি * অরুচি * পেটে ব্যথা * মাথা ব্যথা * পাতলা পায়খানা কাদের শরীরে ঘটতি বেশি?খাদ্যে পর্যাপ্ত উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও জিংকের ঘাটতি দেখা দিতে পারে কিছু মানুষের। জিংকের ঘটতি দেখা দেওয়ার ঝুঁকিতে আছেন যাঁরা- * যাদের অন্ত্রনালির রোগ যেমন- ক্রোনস নামক রোগ রয়েছে * নিরামিষভোজী * গর্ভবতী এবং দুগ্ধদায়ী মা * শুধু বুকের দুধের ওপর নির্ভরশীল ছয় মাসের অধিক বয়সী শিশু * ক্রনিক কিডনি কিংবা লিভারের রোগী * সিকল সেল অ্যানিমিয়ায় আক্রান্ত রোগী * অ্যালকোহলসেবী
* অপুষ্টি আক্রান্ত ব্যক্তি জিংকের উৎস জিংকের অন্যতম প্রধান উৎস হলো সামুদ্রিক মাছ ও অন্যান্য খাবার। যেমন কাঁকড়া, ঝিনুক, চিংড়ি, মাংস, দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত খাবার, ডিম, বাদাম, শিম, মাশরুম ইত্যাদি। শাক-সবজিতে বিদ্যমান জিংক শরীর সহজে হজম করতে পারে না, সে জন্য নিরামিষভোজীদের অতিরিক্ত জিংক গ্রহণ করা দরকার। একজন পুরুষ ও নারীর দৈনিক যথাক্রমে ১১ ও ৮ মিলিগ্রাম জিংক প্রয়োজন। গর্ভবতী এবং দুগ্ধদায়ী মায়েদের চাহিদা আরো বেশি। খাদ্যে প্রাপ্ত জিংকের পাশাপাশি কখনো প্রয়োজন পড়ে অতিরিক্ত সরবরাহের। সে ক্ষেত্রে দেহের চাহিদা পূরণের জন্য জিংক ট্যাবলেট, সিরাপ অথবা লজেন্স দেওয়া যেতে পারে।